Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 23, 1430 Bangla, January 07, 2024, Sunday, No. 07, 54th year

H I G H L I G H T S

Voting for the 12th National Parliament election is being held today. All preparation are completed. Non-stop polling will continue from 8 am to 4 pm. (R. Today: 58)

CEC urges the voters to cast their votes with enthusiasm & festivity. He also urges the people to unite & resist any sorts of electoral irregularity & unjust to make the poll peaceful & festive. (Jago FM: 63)

AL GS says, BNP calls for boycotting votes & they are constantly spreading anti-election rumor & propaganda ahead of election - urges people to go to polling centers without any fear. (R. Today: 60)

Information & Broadcasting Minister says, voting festivity could not be marred through arson terrorism. The leaders who are giving directives to do subversive activities are also responsible for these crimes. (R. Today: 56)

Defending his party's boycott of Sunday's vote, exiled BNP leader Tarique Rahman says, Bangladesh's election will be a "shame" designed to cement Prime Minister Sheikh Hasina's rule. (VOA: 08)

BNP SJSGl blames government for Benapole Express train fire incident. Adds, "it's part of government's old game." He demands an international investigation under UN calling this incident "reprehensible". (DW: 55)

BNP's policy makers say, they are not announcing to prevent or resist this election but strict non-cooperation movement will begin to fall the government after the election. (BBC: 07)

The TVC has been produced by RAB urging young voters to vote in the elections. A debate has arisen on whether they can produce such TVCs as law enforcement agencies. (VOA: 12)

UN Special Rapporteur Clément Nyaletsossi Voule expresses anger over the election environment in BD. He says, the environment of election in Bangladesh is repressive and express deep concern about it. (R. Today: 56)

Big election challenge for AL, govt. & EC is to ensure voter presence at the center. They adopt various strategies. If anyone doesn't cast vote, there is talk of stopping govt. allowance card in some areas. (DW: 53)

There are reports of a spate of arson attacks in BD, a day before the country goes to the polls. A Buddhist temple has been torched, and goods trucks attacked on a highway. Most opposition parties are boycotting the election in which PM Sheikh Hasina is set to win a fourth straight term. (BBC: 03; 07)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২৩, বাংলা ১৪৩০, জানুয়ারি ০৭, ২০২৪, রবিবার, নং- ০৭, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আজ। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোটগ্রহণ চলবে। (রে. টুডে: ৫৮)

ভোটারদের কেন্দ্রে গিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ভোট শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর করতে জনগণকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকারের নির্বাচনি অনিয়ম-অনাচার প্রতিহত করার উদাত্ত আহ্বান জানান সিইসি। (জাগো এফএম: ৬৩)

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি ভোট বর্জনে ডাক দিয়েছে এবং তারা প্রতিনিয়ত নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন বিরোধী অপপ্রচার করে যাচ্ছে। তিনি বিএনপি-জামায়াতের গুজব ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণকে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানান। (রে. টুডে: ৬০)

আগুন সন্ত্রাস করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট উৎসব ম্লান করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, যেসব নেতারা এসব ঘৃনা ও জঘন্য কাজের নির্দেশ দাতা তারাও সমান অপরাধী। (রে. টুডে: ৫৬)

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য রবিবারের "ভুয়া" নির্বাচনকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকে দৃঢ় করার জন্য একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করে তার দলের এই নির্বাচন বর্জনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন নির্বাসিত বিএনপি নেতা তারেক রহমান। (ভোয়া : ০৮)

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সরকারকে দায়ী করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, "এটা সরকারের পুরোনো খেলার অংশ।„ এই ঘটনাকে `দুরভিসন্ধিমূলক' বলে জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেন তিনি। (ডয়চে ভেলে: ৫৫)

বিএনপির নীতি নির্ধারকরা বলছেন এই নির্বাচন ঠেকানো বা প্রতিহত করার ঘোষণা তারা দিচ্ছে না তবে নির্বাচনের পর সরকার পতনে কঠোর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। (বিবিসি: ০৭)

নির্বাচনে তরুণ ভোটাদের ভোট দেওয়া আহ্বান রেখে বিজ্ঞাপন চিত্র টিভিসি নির্মাণ করেছে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা হিসেবে তারা এই ধরনের টিভিসি তৈরি করতে পারে কিনা- সে নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। (ভোয়া : ১২)

বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের বিশেষ রেপোটিয়ার ক্লেমা ন্যলোৎসোবি ভোলে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ দমনমূলক। এতে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।(রে. টুডে: ৫৬)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের কেন্দ্রে উপস্থিত করাই এখন আওয়ামী লীগ, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য তারা নানা কৌশল অবলম্বন করছেন। ভোট না দিলে সরকারি ভাতার কার্ড বন্ধের কথাও বলা হচ্ছে কোনো কোনো এলাকায়। (ডয়চে ভেলে: ৫৩)

বাংলাদেশে নির্বাচনের একদিন আগে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। একটি বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, এবং একটি মহাসড়কে পণ্যবাহী ট্রাক আক্রমণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ বিরোধী দল সেই নির্বাচন বর্জন করছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে জয়ী হতে চলেছেন। (বিবিসি: ০৩; ০৭)

বিবিসি

নির্বাচনের আগের দিন ব্যাপক সহিংসতা, ভোট নিরাপদ করতে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে

বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সশস্ত্র বাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হলেও দেশ জুড়ে নানা সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যেই শুক্রবার রাতে ঢাকায় ট্রেনে আগুন দেয়া ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ভোটকেন্দ্রে হামলাসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে আঠারই ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচার শুরুর পর থেকে পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত ১৮ দিনে ১৫৬টি জায়গায় নির্বাচনি সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আর এতে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শনিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সারা দেশে পরিবহন ও বিদ্যালয়ে ১৫টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে ফায়ার সার্ভিস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

যদিও এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর ৪০ হাজারের বেশি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি কাজ শুরু করেছে বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশসহ সবগুলো বাহিনীর সদস্যরাই। অন্যদিকে ঢাকায় শুক্রবার মধ্যরাত থেকে মোটরসাইকেল এবং শনিবার মধ্যরাত থেকে আরও কিছু যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পুলিশ। এরপরেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ নাশকতার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না বলে সতর্ক করেছে পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। নাশকতা বিষয়ে তথ্য দেয়ার জন্য বিশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। ব্যালট পেপার বাদে অন্যান্য নির্বাচনি সরঞ্জাম শনিবার সকাল ১১টা থেকে কেন্দ্রে সরবরাহ শুরু হয়েছে। ব্যালট পেপার যাবে রোববার সকালে। প্রসঙ্গত, সাতই জানুয়ারির ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে শনিবার সকাল ছয়টা থেকে আটই জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল পালন করছে বিএনপি। ফলে একদিকে হরতাল, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের নানা বিধিনিষেধ- দুই মিলিয়ে ঢাকাসহ সারাদেশেই অত্যন্ত সীমিত যানবাহন চলাচল দেখা গেছে। শুক্রবার রাতে ঢাকায় ট্রেনে আগুনের ঘটনায় চার জন মারা গেছে। আহত হয়েছে অন্তত আটজন। এ ঘটনায় পুলিশ কয়েক জনকে আটক করেছে। এছাড়া পিরোজপুরে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। যদিও পিরোজপুরের রিটার্নিং অফিসার মো. জাহেদুর রহমান বলছে পারিবারিক বিরোধে ওই ব্যক্তি মারা গেছেন। একইসঙ্গে নৌকার নির্বাচনি ক্যাম্পে মোটরসাইকেল বহর নিয়ে হামলার ঘটনায় মুন্সীগঞ্জ-১ আসনে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সাংবাদিক নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল। এছাড়া চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, পটিয়া ও আগ্রাবাদে ক্যাম্প ভাংচুর ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে এবং এ ঘটনায় থানায় জিডি হওয়ার কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার শাকিলা সোলতানা। এর বাইরে ফেনী, রাজশাহী ও নোয়াখালীতে ভোট কেন্দ্র ও কিছু প্রার্থীর ক্যাম্প পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কক্সবাজারের রামুতে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের কাঠের সিড়িতে শুক্রবার রাতে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে এর সঙ্গে নির্বাচনের কোন যোগসূত্র আছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন শুক্রবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কেউ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করলে তারা কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে রোববারের ভোটের জন্য সারাদেশে মোট ভোটকেন্দ্র ৪২০২৪টি। এর মধ্যে ২৩ হাজার ১৩৩টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে এসব কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়তি ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছে কমিশন। মূলত প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, র‍্যাব, পুলিশ, আর্মড পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছে গত ২৯ডিসেম্বর থেকেই। এ ছাড়া নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ সহিংসতা রোধে প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করেছে কমিশন। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট আইনের আওতায় প্রতিটি উপজেলা ও জেলা সদরের পৌরসভায় একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন। এর বাইরে ঢাকায় ২৬ জন, চট্টগ্রামে ১০, খুলনায় ৬, গাজীপুরে ৪ ও অন্য সিটিতে তিন জন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫-৯ই জানুয়ারি তিনশ আসনে ৬৫৩ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন, যারা নির্বাচন উপলক্ষে সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলে নেয়া ও তা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার সম্পন্ন করবেন। ভোটগ্রহণের দিন ছাড়াও এর আগের ও পরের দুই দিন করে এসব ম্যাজিস্ট্রেটরা কাজ করবেন, যার মূল উদ্দেশ্যে হলো ভোটকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের সহিংসতা যেন না হতে পারে। আর ভোটের দিনে মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্র অস্ত্রসহ তিনজন পুলিশ ও ১২ জন আনসার কাজ করবেন। আর এর বাইরের এলাকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অস্ত্রসহ দুইজন পুলিশ ও ১২ জন আনসার সদস্য কাজ করবেন। তবে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে একজন করে সশস্ত্র পুলিশ বেশী থাকবে।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক বলেছেন আনসার ব্যাটালিয়ন এর একটি করে স্ট্রাইকিং টিম নির্বাচনি পরিবেশ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে এবার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ৩৮১৫৪ জন সেনা সদস্য এবং ২৮২৭ নৌ বাহিনী সদস্য নিয়োজিত থাকছে যারা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য গত তেসরা জানুয়ারিই নির্বাচনি এলাকাগুলোতে পৌঁছে গেছে। এছাড়াও বিজিবি বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ৪৪১৯২ জন, কোস্টগার্ডের ২৩৫৫ জন, র‍্যাবের ৬০০ টিম, পুলিশের ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭৬৭জন ও আনসার ব্যাটালিয়নের মোট ৫ লাখ ১৪ হাজার ২৮৮ জন দশই জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকাগুলোতে দায়িত্ব পালন করবে। এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বা ডিএমপি নির্বাচন ঘিরে কিছু যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যা শনিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে শুক্রবার রাত থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচল বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি শনিবার মধ্যরাত থেকে রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত ট্যাক্সি ক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক ছাড়াও জরুরি সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন যেমন ঔষধ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা এবং এ ধরনের কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও সংবাদপত্র বহনকারী সব ধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকবে। নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছে যে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য `ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার`-এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনী নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শ করে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। মূলত তারা নির্বাচনি এলাকার বিভিন্ন নোডাল পয়েন্টে অবস্থান করবে। কোনও সংকটের ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে তারা ঘটনাস্থলে যাবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

'জীবনে মনে হয় কোনো বড় পাপ করেছি, না হলে ছেলেটা এভাবে মারা গেল কেন'

"জীবনে মনে হয় কোনো বড় পাপ করেছি, না হলে আমার নিষ্পাপ ছেলে কেন এত কষ্ট পেয়ে মারা গেল।„ ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় ফরিদপুরের আবদুল হক ঠিক নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন না। ছেলে আবু তালহার বিষয়ে কথা বলার সময় একটু পরপর খেই হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি। ছেলের ছোটকালের গল্প, তার পছন্দের খাবার, বাবা-মা,র সাথে খুনসুটির কথা বলতে বলতে কখনো মুখে স্মিত হাসি চলে আসছিল, আবার পর মুহূর্তেই ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন।

শুক্রবার রাতে বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনের ঘটনায় চারজন মারা গেছেন। আর যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের একজন আবদুল হকের ২৪ বছর বয়সী ছেলে আবু তালহা। আবদুল হকের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় আবু তালহা সৈয়দপুরের আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে তৃতীয় বর্ষে পড়তেন। দুপুর বারোটার কিছুক্ষণ পর যখন আবদুল হকের সাথে কথা হচ্ছিল, তখনও তিনি তার স্ত্রীকে জানাননি যে তার ছেলে মারা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ফরিদপুর থেকে ঢাকায় চলে এসেছে তার পুরো পরিবার। যদিও আবু তালহাসহ কয়েকজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। তারা মারা গেছেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত না। তাদের মরদেহও পাওয়া যায়নি, পরিবারও তাদের সাথে গতকাল রাতের পর থেকে যোগাযোগ করতে পারেনি। তবে আবু তালহা`র বাবা আবদুল হক বলছেন `আমি অন্তর থেকে বুঝতে পারছি যে, আমার ছেলে জান্নাতের পাখি হয়ে গেছে।`

ঢাকা মেডিকেলের কাছে একটি হোটেলে ছোট ছেলের সাথে স্ত্রীকে রেখে তিনি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার জন্য। আনুষ্ঠানিক খবরের অপেক্ষা করা ছাড়া আসলে উপায়ও ছিল না। আগুনে পুড়ে যাওয়া যে চারটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের পরিচয় ডিএনএ টেস্ট না করে খালি চোখে নিশ্চিত করা আসলে অসম্ভব। সবকটি মরদেহই `পুড়ে কয়লা` হয়ে গিয়েছে বলে বলছিলেন মর্গের কর্মীরা। পুড়ে যাওয়া ট্রেনের কামরাগুলোও `পুড়ে কয়লা` হয়ে গেছে বললে বেশি বলা হয় না। কামরাগুলোর ভেতরে সিলিং ফ্যান, ভেতরের কাঠের অবকাঠামো, এমনকি কোথাও কোথাও চেয়ারের লোহার তৈরি গঠনও কিছুটা পুড়ে যেতে দেখা গেছে। আগুনে পুড়ে যাওয়া চারটি কামরার মধ্যে একটির অবস্থা ছিল ভয়াবহ। ঐ কামরার সাথে লাগোয়া টয়লেটের দরজা, ভেতরের ইস্পাতের কমোডও পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে।

ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা প্রথম নজরে আসে গোলাপবাগ সিগনাল এলাকার আশেপাশে থাকা মানুষজনের। ঢাকার অন্যান্য রেল সিগনালের মতই এই সিগনাল সংলগ্ন রেললাইন ধরে বেশ কিছু দোকানপাট ও বাসাবাড়ি রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আসাদ হোসেন আর মোহাম্মদ তারা মিয়া নয়টার কিছুক্ষণ আগে দেখতে পান যে গোলাপবাগের দিকে আসতে থাকা ট্রেনের একটি কামরায় আগুন জ্বলছে। তারা তখন রেললাইনের পাশে ফাঁকা জায়গায় বসে লুডো খেলছিলেন। "কয়েকটা ছেলে ট্রেনের পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছিল আর `আগুন, আগুন` বলে চিৎকার করছিল। তখন আমরা তাকিয়ে দেখি ট্রেন ধীরগতিতে আসছে, তখন একটা কামরায় আগুন জ্বলছিল„, বলছিলেন আসাদ

হোসেন। ট্রেন গোলাপবাগ সিগনাল পার করে কিছুদূর গিয়ে গোলাপবাগ আর গোপীবাগের মাঝামাঝি গিয়ে থামে। ট্রেন থামার পরও শুরুর কিছুক্ষণ একটি কামরাতেই আগুন জ্বলছিল বলে জানান তারা। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, মিনিট খানেকের মধ্যে আরো অন্তত দুইটি কামরায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার পর রেললাইনের আশেপাশের বাসাবাড়ি আর দোকান থেকে মানুষ ছুটে আসেন। বাড়ির মালিকদের অনেকে নিজের বাড়ির পানির ট্যাংক থেকে পাইপ দিয়ে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করেন, দোকানপাট থেকেও যে যতটুকু সম্ভব পানি নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকেন। একইসাথে চেষ্টা চলতে থাকা আগুন লাগা কামরার ভেতর থেকে মানুষ উদ্ধারের চেষ্টা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের কামরার ভেতরে গিয়ে স্থানীয়দের অনেকেই মানুষ বের হতে সাহায্য করতে থাকে। পরে যে দুটো বগিতে আগুন লাগে, সেগুলো থেকে মানুষ দ্রুত বের হয়ে যেতে পারলেও শুরুতে আগুন লাগা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থেকে মানুষ বের হতে পারছিলেন না, বলছিলেন তারা মিয়া। "এসি বগি হওয়ায় জানালা খোলা যাচ্ছিল না। আমরা বাইরে থেকে ইট মেরে, লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে জানালা ভাঙার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাজ হয় নাই। একটাই জানালা ভাঙতে পেরেছি।„ যে জানালা তারা ভাঙতে পেরেছিলেন, সেই জানালা দিয়ে দুই হাত বের করে অসহায়ভাবে বসে থাকা একজন ব্যক্তির ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা জানান, ভাঙা জানালা দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বের করার চেষ্টা করেন তারা। কিন্তু ততক্ষণে শরীরের বড় অংশ পুড়ে যাওয়ায় তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না। ঐ ব্যক্তিকে যারা জানালা দিয়ে বের করতে চেষ্টা করছিলেন, স্থানীয় বাসিন্দা প্রিন্স সোহাগ তাদের মধ্যে একজন। তিনি বলছিলেন, "জানালা ভাঙার পর যখন ঐ লোক হাত বের করে, তখন আমি তার হাত ধরে টান দেই। কিন্তু তিনি ততক্ষণে সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। একেবারেই নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন না। তিনি শুধু বলছিলেন `আমার বউ, আমার বাচ্চা।„ পরে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী আর সন্তানের পুড়ে যাওয়া মরদেহও স্থানীয়রা উদ্ধার করেন বলে বলছিলেন মি. সোহাগ।

আগুনের ঘটনায় আহত আটজনকে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের কারো শরীর ৯ শতাংশের বেশি না পুড়লেও প্রত্যেকের শ্বাসনালীর কিছু অংশ পুড়ে যাওয়ায় তাদের কেউই শঙ্কামুক্ত না বলে জানান হাসপাতালের সমন্বয়ক ডা. সামন্ত লাল সেন। স্থানীয়রা বলছিলেন রেললাইন থেকে ট্রেনের দরজার উচ্চতা বেশি হওয়ার কারণেও উদ্ধারকাজ ধীরে চালাতে হয়েছে। পুরুষ যাত্রীদের অধিকাংশ কামরা থেকে লাফ দিয়ে নামতে পারলেও নারী ও শিশুদের নামতে বেশি সময় লাগছিল বলে বলছিলেন তারা। ট্রেন গোলাপবাগের পরে থামার বিশ মিনিটেরও বেশি সময় পর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলে জানা যায় স্থানীয়দের কাছ থেকে। ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারটি কামরায়। ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এই আগুনের ঘটনা স্থানীয়দের মধ্যে কতটা গভীর দাগ ফেলেছে, তা বুঝতে পারি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বারো ঘণ্টার বেশি সময় পর ঘটনাস্থলে গিয়ে। তখনও রেললাইনে অন্তত দুই-তিনশো মানুষের জটলা। সবার কথার বিষয় একটাই, আগের দিন রাতের আগুন। তাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসছিল জানালা দিয়ে দু,হাত বের করে বসে থাকা ব্যক্তির কথা। ষাটোর্ধ এক নারীর স্বগতোক্তি কানে ভেসে আসে; "আল্লাহ যেন আমার শত্রুকেও এমন মৃত্যু না দেয়।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

'ভিসা নীতি-অর্থনীতি বোঝা আমাদের কাজ না' : সিইসি

বাংলাদেশের নির্বাচন বর্জন করে বিরোধী দলগুলোর কর্মসূচির মধ্যে ভোট প্রতিহত করার ঘোষণার কারণে শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজন করতে সংকট তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন ভিসা নীতির প্রশ্নে সিইসি বললেন, `আমি ভিসা কী জিনিস বুঝি না, পাসপোর্ট কী বুঝি না, অর্থনীতি কী বুঝি না` এটা আমাদের দায়িত্ব না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে মিট দ্যা প্রেসে যোগ দিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সিইসি বলেন, একটি পক্ষ নির্বাচন বর্জন করেছে এবং প্রতিহত করার চেষ্টা করতে পারে। সেদিক থেকে কিছুটা সংকট আছে। তবে আমরা আশা করছি এই সংকট আমরা মোকাবিলা করতে পারব। ভোটের দুয়েক দিন আগে থেকে ট্রেন কিংবা ভোটকেন্দ্রে আগুনের ঘটনা খুব বেদনাদায়ক, সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন মি. আউয়াল। তিনি বলেন, যারা হরতাল দিয়েছে তারাও বলেছিল তারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করবে। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে ভোটারদের ভোট বিরোধী প্রচারণা চালাবে। কোনও দল যদি এটি করে থাকে এটি অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি, বলেন তিনি।

ভোটের আগেরে দিন দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল সংঘাত-সহিংসতা হলে ভোটের নিয়ন্ত্রণ কতটা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকবে? প্রশ্নের জবাবে সিইসি বললেন, কতটা নিয়ন্ত্রিত হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। সর্বাত্মক চেষ্টা হচ্ছে। তবে কোনও একটা বিরোধী পক্ষ ভোট বর্জনের পাশাপাশি প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। এতে নির্বাচন

শান্তিপূর্ণভাবে উঠিয়ে আনা কঠিন হবে। "আশা করি ভোটাররা আসবে। আরও ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন, সেটা হয়তো দেখতে পারবেন" বলেন মি. আউয়াল।

বাংলাদেশের বিগত দুটি নির্বাচন নিয়ে নানা বিতর্ক ছিল। এমন অবস্থায় পরের নির্বাচনে দেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলসহ ১৬টি দলের অংশগ্রহণ নেই এই ভোটে, নির্বাচন কমিশনের ওপর কতটা আস্থা থাকবে সাধারণ মানুষের এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল সাংবাদিকদের। জবাবে মি. আউয়াল পাল্টা প্রশ্ন করেন, কমিশন কি কোনও রাজনৈতিক দল? কমিশনের ওপর আস্থা থাকুক বা না থাকুক দলগুলোর মধ্যে আস্থা আছে। কোনও বিশেষজ্ঞ কী বলবেন, যে দশ বছর নির্বাচন বন্ধ করুন, দলগুলো সমঝোতায় আসলে ভোট করুন। তাহলে আমি নির্বাচন বন্ধ করে দেবো। তিনি বলেন, ভোটগ্রহণের মধ্যেই যদি কারচুপি হয়, কিছু দায়ভার আমাদের ওপর আসবে। কেন্দ্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রিজাইডিং অফিসার। বারবার তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মি. আউয়াল বলেন, খারাপ ভোট হলে দায়ভার আপনারকেও নিতে হবে। কেননা, ভোটকেন্দ্রে মিডিয়ার অবাধ অধিকার থাকবে। তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। স্বচ্ছতা তুলে ধরতে পারলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যেতে পারে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, অনেকে সিলেকশন বলছেন, শুধু সিলেকশন নয় আরও কিছু বলছেন। আমি স্পষ্ট করে বলছি, আমাদের কাজ হচ্ছে নির্বাচন আয়োজন করা, রাজনৈতিক বিতর্কে সম্পৃক্ত হওয়া আমাদের কাজ না। এ সংকট রাজনৈতিক। তিনি বলেন, গ্রহণযোগ্যতার কোনও সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই। কেউ বলবেন গ্রহণযোগ্য হয়েছে, কেউ বলবেন হয়নি। আপনারা দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টা করবেন। এতে দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য হবে। গণমাধ্যমের প্রকৃত চিত্র উঠে আসলেও মানুষ প্রকৃত চিত্র বুঝতে পারবে।

কেন্দ্রের নিরাপত্তা কী ব্যবস্থা? সিইসির জবাব, আট লাখের বেশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ভোটগ্রহণের সময় ভোটারদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে। বড় দল ভোট বিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ হলে আমরা কিছু মনে করবো না। ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বলবে সেটা অপরাধ। এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ।

মার্কিন ভিসা নীতির বিষয়ে জাপানি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মি. আউয়াল বলছেন, এটা কমিশনের দায়িত্ব নয়, কে অংশ নেবে। কমিশন সবাইকে আহ্বান জানাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য। নির্বাচন হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য। তারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) অবাধ, সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, যারা এক্ষেত্রে বাধা দেবে তাদের ওপর এই নীতি প্রয়োগ করবেন। আমরা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করছি না। আমরা জানি না, কারা আগুন দিচ্ছে, মানুষকে হত্যা করছে। আমরা আমাদের জায়গায় থেকে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের চেষ্টা করছি। আমরা এটা নিয়ে চিন্তিত নই। কারণ এটা আমাদের বিষয় নয়। ভিসা কী, পাসপোর্ট কী, অর্থনীতি কী তা আমি বুঝি না। এটা বোঝে পররাষ্ট্র দপ্তর।

এই নির্বাচনের সরকার কে হবে, কিন্তু বিরোধী দল কে হবে? এমন ভোটে নির্বাচন কমিশন বিব্রত কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, এটা আমাদের বিষয় নয়। নির্বাচন হলে তারাই সংসদে সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা এজন্য মোটেই বিব্রত নই। সিইসি বলেন, "নির্বাচন কমিশন হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বডি। আমি বলতে চাই আমরা বিশ্বাস করি গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছতামূলক নির্বাচন। স্থানীয়ভাবেই কেবল নয়, আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষণ হোক সেটা চাই"।

দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের সামনে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে মিট দি প্রেস আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। এ সময় অন্য নির্বাচন কমিশনার, সচিবসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ৭ই জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২৮ টি দল ও স্বতন্ত্র মিলে এক হাজার ৯৬৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এসময় তিনি বলেন, মতবিরোধের কারণে এবারের নির্বাচনে কাঙ্খিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না। নির্বাচনি সার্বজনীনতা প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি। তবে, নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও অংশগ্রহণমূলক নয় মর্মে আখ্যায়িত করা যাবে না।

নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সিইসি বলেন, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, শৈথিল্য, অসততা ও ব্যত্যয় সহ্য করা হবে না। কেউ কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট, ভোট কারচুপি, ব্যালট ছিনতাই, অর্থের লেনদেন ও পেশিশক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রার্থিতা তাৎক্ষণিক বাতিল করা হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকার ভোট গ্রহণ সামগ্রিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

মি. আউয়াল বলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বে মতভেদ রয়েছে। মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা কাম্য নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় নাশকতা ও সহিংসতা একেবারেই হচ্ছে না তা বলা যাচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদের ক্ষতিসাধনের পাশাপাশি মানুষ আহত-নিহত হচ্ছে। নির্দোষ, নিরীহ, নিষ্পাপ শিশু-নারী-পুরুষের মর্মান্তিক ও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। চলমান এহেন পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান ও অবসান প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে। ভাষণে সিইসি বলেন, "যে কোনো রাজনৈতিক সংকটের নিরসন সম্ভব। নির্বাচন বর্জনকারী দলসমূহ সহিংস পন্থা পরিহার করে কেবল শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণকে নির্বাচন বর্জনের আহবান জানানোয় এতে জনমনে আস্থা

সঞ্চারিত হয়েছিল। ঘোষিত হরতাল অবরোধের মধ্যে সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনা ঘটছে। কারা দায়ী সেটি আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে নাশকতা ও সহিংসতার কতিপয় সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন"। রবিবারের ভোটে ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে এসে ভোট দেয়ার আহবান জানান সিইসি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

ভোটের পর বিএনপির আন্দোলন কেমন হবে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের পর জনগণকে ভোট দানে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে নতুন কর্মসূচিতে নির্বাচনের দিনেও হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি। বিএনপির নীতি-নির্ধারকরা বলছেন এই নির্বাচন ঠেকানো বা প্রতিহত করার ঘোষণা তারা দিচ্ছে না; তবে নির্বাচনের পর নেতাদের ভাষায় সরকার পতনে কঠোর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে কিছুদিন আগে বিএনপি বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আটাশে অক্টোবরের পর থেকে টানা হরতাল অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলটি। যদিও বিএনপির ডাকা ধারাবাহিক অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচির শেষ কয়েকটিতে তেমন কোনো শক্ত অবস্থান বা সরকারকে চাপে ফেলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। আটাশে অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশে সংঘর্ষের পর থেকে দলের শীর্ষ নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির একাধিক নেতাসহ দলটির হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাবন্দী রয়েছে। এখনও দলের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে অজ্ঞাত স্থান থেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে। কিন্তু বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি পালনে দলের নেতাকর্মী বা সমর্থকদের বড় জমায়েত বা টানা দীর্ঘসময় অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। আবার কর্মসূচির মধ্যে বেশকিছু জায়গায় বাসে অগ্নিসংযোগ হয়েছে। একাধিকবার রেলে অগ্নিসংযোগ হয়েছে। যদিও অগ্নিসংযোগের ঘটনাগুলোর দায় বিএনপি বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। বিএনপির নেতারা যে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে সেখানেও দেখা গেছে ঝটিকা শোডাউনের মতো। নেতারা এক জায়গায় অবস্থান করে তড়িঘড়ি করেই শেষ করেন লিফলেট বিতরণ।

বোঝা যায় নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়া এবং মিডিয়ায় প্রচার এখানে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, বিএনপি চাইছে এই নির্বাচনে ভোট প্রদানে ভোটারদের নিরুৎসাহিত করতে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে এরই মধ্যে নানা পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলছেন নির্বাচনের পরেও আন্দোলন চলবে। তবে কৌশল কী হবে সেটি প্রকাশ করতে চান না। "লড়াই করতে আমরা প্রস্তুত। স্বৈরাচার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার জন্য তারা চেষ্টা করবে; কিন্তু আমরাও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই নির্বাচনের পরেও সংগ্রাম আছে আন্দোলন আছে। এ সরকার টিকবে না।„

বিএনপি নেতারা বরাবরই সরকারের পতন হবে বা ভোট করতে পারবে না এমন কথা বলে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ২০১৪ সালে ১৫৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন করেও সরকার মেয়াদ পূর্ণ করেছে। আঠারো সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ থাকার পরেও সংসদে গেছে বিএনপি। এ দফায় বিএনপির ভোট বর্জনটি আবারো আওয়ামী লীগের জন্য টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় যাবার পথ বাধাহীন করে দিয়েছে। আর সম্প্রতি আন্দোলনের কর্মসূচিতে সহিংসতার অভিযোগ এনে সরকার আরো কঠোর হয়েছে যেটি বিএনপির আন্দোলনের পথকে আরো চ্যালেঞ্জিং করেছে। এ পরিস্থিতিতে দলটির চেয়ারপারসনের একজন উপদেষ্টা ফজলুর রহমান বলছেন নির্বাচনের পর পরিস্থিতি ভিন্ন হবে। "২০১৪ সন, ২০১৮ সন ও চব্বিশ সন কিন্তু এক না। এখন কিন্তু রাজপথ উত্তপ্ত, জনগণ উত্তপ্ত। জনগণ যদিও রাজপথে ওইভাবে অংশগ্রহণ করতেছে না; কিন্তু রাজপথে যে তিনটা ছেলে স্লোগান দেয় হাসিনার নির্বাচন মানি না, এই তিনটা ছেলেই তিনকোটি মানুষের মুখপাত্র এবং কণ্ঠ। লক্ষ লক্ষ মানুষের নামে মামলা। কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে বেড়ায়। এটা মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে খারাপ একটা অবস্থায় হাসিনা সরকার এ দেশটাকে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে যে স্লোগানটা দিতে পারতেছি যে এই ইলেকশন মানি না, এটাইতো বড় বিজয়।„

নির্বাচনের পর কী ধরনের কর্মসূচি আসতে পারে এ নিয়ে ফজলুর রহমান বলেন, "সাত তারিখে ওবায়দুল কাদের বলছে ফাইনাল খেলা হবে, না সাত তারিখে ফাইনাল খেলা শুরু হবে। অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে বড় কোনো আন্দোলন নাই। অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে। সেই অসহযোগটা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে আসবে। কোনো ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে না পারে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আসতে পারে প্রতিরোধ আসতে পারে, আসবেই।„

বিএনপি যখন অসহযোগের ডাক দিয়ে সারাদেশে ভোট বর্জনের কর্মসূচি পালন করছে তখনো দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় রয়েছে তালাবদ্ধ। আর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেও জনগণের মধ্যে তেমন সাড়া কিংবা এর খুব একটা কার্যকারিতা সেভাবে দৃশ্যমান হয়নি। নির্বাচনকে সামনে রেখে এ পর্যায়ে বিএনপি ভোটারদের নিরুৎসাহিত করার বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। নির্বাচন প্রতিহত করা বা ঠেকানোর কোনো আন্দোলন বিএনপি করবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন দলটির সিনিয়র নেতা ও স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। "আমরা জনগণের রাজনীতি করি, জনগণের সঙ্গে আছি, জনগণের সঙ্গে থাকব এবং জনগণকে নিয়েই আমরা রাজনীতি করে যাব। বিএনপি অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্যের জন্য রাজনীতি করে না, বিএনপি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না- এ কথাটা আমি স্পষ্ট করে বলছি।

আন্দোলন আগামীতে এভাবেই চলবে যে, আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে রাজপথে আমরা যেটা গণতন্ত্রের কথা সেকথা বলে যাব, যতক্ষণ না পর্যন্ত এদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।„

এদিকে টানা ১৭ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি বর্তমানে রাজনীতিতে একটা জটিল ও কঠিন সময় পার করছে বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে। ২৮ অক্টোবর সংঘাত পরবর্তী পরিস্থিতিতে মামলা ও গণগ্রেপ্তারের কারণে রাজনীতির মাঠে দল আরো কোনঠাসা হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন। এছাড়া জাতীয় নির্বাচন বর্জন এবং আন্দোলনের কর্মসূচি বিষয়ে মতভেদ থেকে সিনিয়র নেতাদের দলত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। দল থেকে বেরিয়ে কয়েকজন সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এ বাস্তবতায় বিএনপির ভবিষ্যত আন্দোলন কৌশল যেমনই হোক দলটির সংগ্রাম যে আরো দীর্ঘ হতে যাচ্ছে এমন ধারণাই তৈরি হচ্ছে। বিএনপিপন্থী শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মামুন আহমেদ মনে করেন বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রাম দীর্ঘ হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশের ভুয়া নির্বাচনের নিন্দা জানালেন নির্বাসিত বিরোধী দলের নেতা তারেক রহমান

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য রবিবারের "ভুয়া" নির্বাচনকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকে দৃঢ় করার জন্য একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করে তার দলের এই নির্বাচন বর্জনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন নির্বাসিত বিরোধীদলীয় নেতা তারেক রহমান। বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল যারা বংশপরম্পরায় ক্ষমতায় এসেছে তারেক রহমান তার একটির উত্তরাধিকারী। অন্য রাজনৈতিক দলটি হচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দল। তারেক রহমানের মা, দুইবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালে কারাগারে পাঠানো হবার পর থেকে তারেক রহমান বাংলাদেশের বৃহত্তম বিরোধী দলটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তারেক রহমানের অনুপস্থিতিতেই শেখ হাসিনার নির্বাচনি জনসভায় গ্রেনেড হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে ছয় বছর আগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, তার বিরুদ্ধে আনা ঐ অভিযোগটি বানোয়াট। গত বছর প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তার দল মাসব্যাপী বিক্ষোভ করে। ঐ বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয় এবং হাজার হাজার সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৫৬ বছর বয়স্ক তারেক রহমান বলেন, "ফলাফল পূর্বনির্ধারিত„ এমন একটি নির্বাচনে তার দলের অংশগ্রহণ সঠিক হতো না। লন্ডন থেকে এএফপিকে পাঠানো এক ই-মেইলের মাধ্যমে তিনি জানান, "বাংলাদেশে আরেকটি ভুয়া নির্বাচন হতে যাচ্ছে।" জনাব রহমান ২০০৮ সাল থেকে লন্ডনেই থাকছেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গিয়ে শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন, রক্ত দিয়েছেন এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের আত্মত্যাগের প্রতি অবমূল্যায়ন করা হবে।" তারেক রহমান বলেন, তার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আরও কয়েক ডজন দল যারা নির্বাচন বর্জন করছে তাদের বিপরীতে ক্ষমতার ভারসাম্য অনেক বেশি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকে আছে। তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনকে বৈধতা দিতে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জোট বেধে " ডামি" বা সাক্ষীগোপাল বিরোধী প্রার্থী দাঁড় করানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে এমন একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, এই নির্বাচনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে যারা ভোট দেননি তাদের কাছ থেকে সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা আটকে রাখার হুমকি দিয়ে দলটি নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণের হার বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশও এ সপ্তাহের ভোট গ্রহণের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের যে নির্বাচনগুলোতে বিজয়ী হয়েছিল সেগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছিল বলে পর্যবেক্ষকরা অভিযোগ তুললে তিনি এবারের নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে বারবার অঙ্গীকার করেছেন। শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছেন।

শনিবার এক নির্বাচনি জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, "সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিন এবং বিশ্বকে দেখান যে আমরা জানি কীভাবে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে হয়।„ বংশানুক্রমিক শাসন ১৯৭১ সাল থেকে ১২ বছর বাদ দিয়ে তারেক রহমান ও শেখ হাসিনার পরিবার বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশটিকে শাসন করেছে। শেখ হাসিনার বাবার হত্যার পর তারেক রহমানের বাবা সাবেক সেনাপ্রধান দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একটি নির্দিষ্ট সময় সামরিক শাসন চলার পর, তার মা বেগম খালেদা জিয়া একবার শেখ হাসিনার সাথে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জোট বেধেছিলেন। তবে ,৯০-এর দশক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় দু'জন তিক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার কিছুদিন আগে তারেক রহমান দেশ ত্যাগ করেন এবং লন্ডনে লো প্রোফাইলেই থাকেন। প্রবাসী বিশিষ্ট

বাংলাদেশিদের বিয়ের অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসগুলোর বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া জনসমক্ষে তাকে তেমন একটা দেখা যায় না। তবে দুর্নীতির দায়ে ২০১৮ সালে খালেদা জিয়া কারাবন্দি হবার পর থেকে এবং এখন তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় বন্দি অবস্থায় হাসপাতালে থাকায়, তারেক রহমানই দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটির এই বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি প্রতিদিনই ফোন কিংবা ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন। গত বছর বিএনপি শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক সমাবেশ, শ্রমিক ধর্মঘট হরতাল এবং অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করে রাজধানীকে অচল করে দেয়। শেখ হাসিনা সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশে নির্বাচনের যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছিল তা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। গত অক্টোবরে বিএনপির একটি সমাবেশকে কেন্দ্র করে হওয়া সহিংসতার ঘটনার পর নেমে আসা সরকারি দমন-পীড়নে বিএনপির ২৫,০০০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দলটি দাবি করে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যাটি ১১,০০০ বলে বলা হচ্ছে। শেখ হাসিনা, তার সাম্প্রতিক এক নির্বাচনি প্রচারণা সমাবেশে, তারেক রহমানের বিরুদ্ধে লন্ডনে বসে সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দেয়ার অভিযোগ তুলে নির্বাচনের পর বিএনপিকে নিষিদ্ধ করার সম্ভাবনার কথা তুলেছেন। "আমরা ওকে লন্ডন থেকে মানুষের ক্ষতি করার ও হত্যা করার নির্দেশ দেয়াটা বরদাশত করবো না, " শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) এক সমাবেশে হাসিনা বলেন। তার দলের বিরুদ্ধে আনা আন্দোলনের সময় অগ্নিসংযোগ ও হামলা চালানোর এসব অভিযোগ তারেক রহমান অস্বীকার করে বলেন, বিরোধীদলের ওপর ক্র্যাকডাউন চালানোর একটি অজুহাত হিসেবে এসব অভিযোগ করা হচ্ছে।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

সংঘর্ষ, সহিংসতা ও প্রাণহানিতে শেষ হলো নির্বাচনি প্রচারণা

সারাদেশে সংঘর্ষ, সহিংসতা ও প্রাণহানির মাধ্যমে (৫ জানুয়ারি) সকাল ৮ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রচার কাজ। এখনও ভোট গ্রহণের ১ দিন বাকি আছে। বিএনপিসহ ১৬ টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলবিহীন এই নির্বাচনে গত ৩ জানুয়ারি একদিনে সংর্ঘষের ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া গত ৯ ডিসেম্বর থেকে সারাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় ৫ জনের প্রাণহাহির ঘটনা ঘটেছে। আর স্থানীয় পত্রিকাগুলোর হিসেব অনুযায়ী, গত ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচার শুরুর পর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে ১৫৬টি জায়গায় নির্বাচনি সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামালের সংগঠন মানবাধিকার সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশনের হিসেবে অনুযায়ী- ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ৯০ টি নির্বাচনি সংর্ঘাতের ঘটনায় ২৭৯ জন আহত হয়। তিন জন গুলিবিদ্ধ ও তিন জন নিহত হয়। আর এক ১ জানুয়ারি থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনি সংহিসতায় ৩ জন গুলিবিদ্ধ ও ২ জন মারা যায়। বিএনপিবিহীন "আসন ভাগাভাগির" এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার মিত্রদের ৩২ টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ২৬ টি ও ১৪ দলীয় শরিকদের ৬ টি আসন ছাড় দেয় ক্ষমতাসীন দল। এছাড়া নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক করতে দলের নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হতেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিলো। যার ফলে, এবারের সংসদ নির্বাচনে ৩৮২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলো। সারাদেশে অধিকাংশ সংঘর্ষ হয়েছে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রার্থী বনাম মনোনয়ন বঞ্চিত দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে। গত ২৬ নভেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতাদের সঙ্গে গণভবনে মত বিনিময় সভায় দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ২০১৪ সালের নির্বাচনের মতো কোনও আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাস দেখতে চান না। সব আসনেই যেন `ডামি (বিকল্প), প্রার্থী থাকে। দলীয় প্রধানের এমন বার্তা পেয়ে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ভোটের মাঠে লড়ছেন। দলও তাদের নির্বাচন থেকে সরাতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটের স্বার্থে উৎসাহিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বশেষ গত বুধবার ছয় জেলার নির্বাচনি জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বলেন, "এই নির্বাচনে যেমন আমাদের নৌকার প্রার্থী আছে, সেই সঙ্গে আমরা এই নির্বাচনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। কাজেই আপনাদের ভোট আপনারা যাকে খুশি পছন্দের প্রার্থীকে দিতে পারবেন। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব'এটা আমাদের স্লোগান। কাজেই আপনাদের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দেবেন, কোনও রকম গণ্ডগোল আমি চাই না।" আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও একাধিকবার বলেছেন, "সময়ের প্রয়োজনে কৌশল পরিবর্তন করে এগোচ্ছে আওয়ামী লীগ। নেত্রীর গাইডলাইন ফলো করে ডামি বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে বাধা নেই।" দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি। নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারে শেষের ঠিক আগের দিন বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) নির্বাচনি সহিংসতায় আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ২ জনকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বুধবার (৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১২টার দিকে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের আওয়ামী লীগের নৌকার প্রার্থী মৃণাল কান্তি দাস ও আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ফয়সালের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় নৌকার

সমর্থক সোহেল রানা ও ডালিম সরকার গুলিবিদ্ধ হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডালিম সরকারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ডালিম সরকারের মামা আব্দুর রহমান জীবন ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমার ভাগিনা মৃনাল কান্তি দাসের সমর্থক ছিলো। বুধবার (৩ জানুয়ারি) রাতে নৌকার নির্বাচনি প্রচার ক্যাম্পের পাশে বসে ছিলেন। ওই সময় প্রতিপক্ষের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়। পরে হাসপাতালে মারা যায়। তবে, এখানে পূর্ব শত্রুতার বিষয়টি আছে। নির্বাচন ও পূর্ব শত্রুতা দুইটাকে কাজে লাগানো হয়েছে।" অভিযোগের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য মো. ফয়সাল ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

একইদিন বুধবার (৩ জানুয়ারি) পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী (আওয়ামী লীগ সমর্থিত) মো. শামীম শাহনেওয়াজ ও আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. রুস্তম আলী ফরাজী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় জাহাঙ্গীর পঞ্চায়েত। বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহত জাহাঙ্গীর স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. শামীম শাহনেওয়াজ সমর্থক ছিলেন। নিহত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী বুলি বেগম ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমার স্বামী শামীম শাহনেওয়াজের সমর্থক হওয়ায় তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমি স্বামী হত্যার বিচার চাই।" এই ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ভয়েস অফ আমেরিকা এই মামলার এজহার সংগ্রহ করে। এজাহারে নাম উল্লেখ করে ৭ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জনকে আসামি করা হয়। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেন মো. রুস্তম আলী ফরাজী। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমার কর্মীরা নিরীহ। এটা নির্বাচনি কোনও হত্যাকাণ্ড নয়। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এই হত্যা হয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছে জেলার ডিসি-এসপি। এই হত্যার সঙ্গে আমার কোনও কর্মী-সমর্থক জড়িত নয়।

গত ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনি জনসভায় বরিশাল যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর জনসভায় অংশ নিতে আসা বরিশাল-৪ আসনের নৌকার প্রার্থী শাম্মী আহমেদ (পরে দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর কারণে মনোনয়ন বাতিল হয়) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথের অনুসারীদের সংঘর্ষে স্থানীয় কৃষক লীগ নেতা সিরাজ সিকদার মারা যান। সিরাজ সিকদার শাম্মী আহমেদের অনুসারী ছিলেন। সিরাজ সিকদারের ছেলে মাসুদ ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমার বাবা শাম্মী আহমেদের সমর্থক ছিলো। ২৯ ডিসেম্বর বরিশালে বঙ্গবন্ধু উদ্যানে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ ছিলো। সেই সমাবেশে আমার বাবার ওপর পঙ্কজ দেবনাথের অনুসারীরা হামলা করে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা বাবাকে মৃত ঘোষণা করেন।" যদিও হামলার বিষয়টি অস্বীকার করেন পঙ্কজ দেবনাথ। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, এখানে আমার কিংবা শাম্মী আহমেদের অনুসারী নেই। সবাই আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনার কর্মী। আমরা বঙ্গবন্ধুর আর্দশের অনুসারী। তবে, সিরাজ সিকদার কারও হামলায় মারা যায়নি। আমরা যখন সমাবেশে যোগ দিতে যাই তখন শাম্মী আহমেদের সশস্ত্র আনসারী হামলা করে। আর এই ঘটনার মধ্যে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কারণে সিরাজ সিকদার মারা যায়।

মাদারীপুর-৩ আসনে দুই পক্ষের নির্বাচনি সহিংসতায় গত ২৩ ডিসেম্বর নিহত হয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী এসকেন্দার খাঁ। তিনি এই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তাহমিনা বেগমের সমর্থক। অভিযোগ রয়েছে, একই আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী আব্দুস সোবহান গোলাপের সমর্থকরা কুপিয়ে এসকেন্দার খাঁকে গুরুতর জখম করে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের ছেলে শিক্ষার্থী মো. কিরণ হোসেন ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমার বাবা স্থানীয় লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা ছিলো। তিনি তাহমিনা বেগমের অনুসারী ছিলেন। নির্বাচনে তার পক্ষে কাজ করেছিলো। আর এই কারণে নৌকা প্রার্থীর সমর্থকরা আমার বাবাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা করেছে।" হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে বলে উল্লেখ করে কিরণ হোসেন বলেন, "মামলায় ইতোমধ্যে ৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা এই হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই।" আওয়ামী লীগের মননোনয়ন বঞ্চিত তাহমিনা বেগম ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "এসকেন্দার খাঁ আমার অনুসারী ছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন একটি প্রচার টিমের কাজ শেষ করে বাসায় যান। পরেন দিন আরেকটি এলাকায় নির্বাচনে প্রচারে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নৌকার সমর্থকরা তাকে কুপিয়ে তাকে হত্যা করে। কারা কারা তাকে মেরেছে সেটি তিনি তার পরিবারের সদস্যদের বলে গেছেন।" তবে, এ নিয়ে অনেকবার চেষ্টা করেও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুস সোবহান গোলাপের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

গত ১৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ-৪ স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল হক শামীমের নির্বাচনি ক্যাম্প তৈরিকে কেন্দ্র করে ৩ সহোদর ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ গুরুতর আহত আওয়ামী লীগ কর্মী রফিকুল ইসলামকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। গত ৯ ডিসেম্বর পিরোজপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ও মৎস্য মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আবদুল আউয়ালের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় লালন ফকির নামে এক যুবক মারা যায়।

গত ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের পর সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুর-৩ আসনে। সেখানে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত (অব্যাহতি পাওয়া ফরিদুপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা) স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদ ও

নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শামীম হকের সমর্থকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে, এই আসনে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনি সহিংসতায় থানায় ৭টি মামলা ও ৮টি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এ কে আজাদের প্রধান নির্বাচনি সমন্বয়ক মো. শহিবুল ইসলাম ভয়েস অব আমেরিকাকে এ তথ্য জানান। আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম হকের নির্বাচনের প্রধান সমন্বয়ক ও ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. ইশতিয়াক আরিফ ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, (বৃহস্পতিবার) রাতেই একে আজাদের সমর্থকরা আমাদের ১৪টি নির্বাচনি ক্যাম্প পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় আমরা থানায় ১৪ টি মামলার আবেদন করেছি। আমরা প্রতিনিয়ত অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছি। এখন পযন্ত কতগুলো মামলা করা হয়েছে তা জানা নেই। এই প্রসঙ্গে জানতে ফরিদপুর কোতায়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হাসানুজ্জামান ফোন করা হলে বলেন, "দেখে জানাতে হবে।" এরপর তিনি আর ফোন ধরেননি।

গত ৩১ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থী কিংবা কোনো প্রার্থীর সহযোগী সহিংসতায় যদি জড়ায়, সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যে আইনগত ব্যবস্থা নেবে আমরা তা সমর্থন করি। কোনও প্রকার নির্বাচন বিরোধী সহিংস কর্মকাণ্ড আমরা সমর্থন বা প্রশ্রয় দেব না।

সার্বিক বিষয়ে নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, এটাকে তো আমি নির্বাচন বলি না। এটা হচ্ছে ভোটাভুটির খেলা। কারণ নির্বাচনের যে পূর্ব শর্ত তার কোনটি নেই এখানে। যেমন, এখানে প্রার্থীদের থেকে বিকল্প মত ও দল বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই ভোটারদের। একইসঙ্গে এখানে কোনো রকম অনিশ্চতা নেই। ফলাফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত কেউ জানবে না, কে জয়ী হচ্ছেন। কিন্তু, এই নির্বাচনে কে জয়ী হতে যাচ্ছে তা আগে জানা যাচ্ছে। অভিনব ভোটের খেলায় এখানে অর্থের অপচয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই যে কতগুলো প্রাণহানী ঘটলো, অনেকে আহতও হয়েছে- এইগুলো অপ্রয়োজনীয় ছিলো। কারণ আপনি নির্বাচন করছেন একতরফা। তাছাড়া বিরোধী দল বিহীন এই নির্বাচনের তো এখন (সময়) বাকি আছে। সেখানে কি হয় সেটা তো দেখার বিষয় আছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের নির্বাচন; দেশীয় পর্যবেক্ষক ২০ হাজার ৭৭৩ জন

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ২০ হাজার ৭৭৩ জন দেশি পর্যবেক্ষককে অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয়ভাবে ভোট পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়েছে ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার ৫১৭ জনকে। আর স্থানীয়ভাবে ৮৪টি পর্যবেক্ষণ সংস্থার ২০ হাজার ২৫৬ জন ভোট নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্বাচন কমিশন (ইসি) নিবন্ধিত এসব সংস্থার পর্যবেক্ষকদের আসন বা এলাকা নির্ধারণও করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনুমতি পাওয়া কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র ও গাড়ির স্টিকার সরবরাহ করে ইসি সচিবালয়। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র ও গাড়ির স্টিকার দেয় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়। তবে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ শনিবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "সময় স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়নি।„

বাংলাদেশের নির্বাচনে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের শুরুটা কেমন ছিল? নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধনের পদ্ধতি চালু করা হয়। বিষয়টি জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে সংযোজন করা হয় এবং ইসি একটি স্থানীয় পর্যবেক্ষক নীতিমালা তৈরি করে। ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো ১৩৮টি সংস্থাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন দিয়েছিল ইসি। এর মধ্যে ৭৫টি সংস্থার ১ লাখ ৫৯ হাজার ১১৩ জন পর্যবেক্ষক নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তবে এর আগেও দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেতেন। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্থানীয় ৬৯টি সংস্থার ২ লাখ ১৮ হাজার পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আর সর্বশেষ ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ছিল ৮১টি দেশিয় পর্যবেক্ষক সংস্থা। ইসির একাধিক সূত্র ভয়েস অফ আমেরিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

২০২৩ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালায় কী আছে? নির্বাচন কমিশন মূলত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনি উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, এগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন। যাতে চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ভবিষ্যতে সংশোধন করা যায়। নির্বাচনি পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনাসহ পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও কথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মূল কাজ।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালায় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তির আট ধরনের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে বয়স ২৫ বছর হতে হবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। যে কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হওয়া যাবে না। কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা যাবে না বা কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা যাবে না। এই পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত কোনো পর্যবেক্ষণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড সার্বক্ষণিকভাবে গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন, যাতে সবার কাছে দৃশ্যমান হয়। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট দেয়ার অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজে যাতে বিঘ্ন না হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী থাকবেন। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। যেখানে অবস্থান করলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না, ভোটকেন্দ্রের ভেতর এমন কোনো জায়গায় স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান করে তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারিবেন। কোনো অবস্থাতেই কোনো পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের গোপন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে তার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হবে।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করবার লক্ষ্যে সংবিধান, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কার্যে হস্তক্ষেপ হতে বিরত থাকা, কোনো প্রকার নির্বাচনি উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করা হতে বিরত থাকা, পর্যবেক্ষণের সময় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং এমন কোনো আচরণ প্রদর্শন না করা, যাতে কোনো পর্যবেক্ষক কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রার্থীর সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হন।
নির্বাচনে প্রার্থী বা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচয় বা চিহ্ন বহনকারী কোনো কিছু পরিধান, বহন অথবা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা। কোনো রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা তার এজেন্ট, নির্বাচনের সাথে জড়িত কোনো সংস্থা অথবা ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো উপহার নেয়া বা কেনার চেষ্টা, সুবিধা নেয়া বা সুবিধা নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা থেকে বিরত থাকা এবং নির্বাচন চলাকালীন মিডিয়ার সামনে এমন কোনো মন্তব্য না করা, যা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত বা প্রভাবিত করতে পারে।
নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকায় কোনো ধরনের অনিয়ম যা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য হুমকি হতে পারে, দেখতে পেলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট করতে পারবে।
২০০১ সাল থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যাপক আবেদ আলি। তিনি স্থানীয় নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ সংস্থা ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের চেয়ারম্যান। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "অপ্রিয় সত্য কথা যে, এবার নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে না। তবে ৭ জানুয়ারি যদি সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং সেটার পার্সেন্টেজ যদি অতীতের মতোই হয়, তাহলে আমরা ধরে নেবো জনগণের অংশগ্রহণে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে। সেজন্য আমাদের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।„ তিনি বলেন, "আমাদের প্রত্যাশা পর্যবেক্ষণের কাজে কোনো বাধা বিঘ্ন হবে না। সে ব্যাপারে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশ্বস্ত করেছেন প্রশাসনের দিক থেকে এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। আমরা এখনো প্রাথমিক যে কার্যক্রমগুলো করছি। স্মুথলি করতে পারছি বিধায় আমাদের মনে হচ্ছে আমরা নির্বিঘ্নে পর্যবেক্ষণ করতে পারব। বাকিটা তো নির্বাচনের দিন বোঝা যাবে।„
এদিকে, দীর্ঘদিন থেকেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলেও গত দু'টি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেননি রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক। এবার তিনি যশোর-৫ সংসদীয় আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "আমাদের আশঙ্কা না থাকলেও প্রার্থীদের সুষ্ঠু ভোট নিয়ে নানা আশঙ্কা রয়েছে। ইলেকশন পিসফুল হলে সেরকম প্রতিবেদন উঠে আসবে। আবার অনিময় হলে সেটিও সত্য তুলে ধরবো।„
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০১.২০২৪ নারগীস)

র‍্যাব; তরুণদের ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বানানো টিভিসি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোটাদের ভোট দেওয়া আহ্বান রেখে বিজ্ঞাপন চিত্র টিভিসি নির্মাণ করেছে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা হিসেবে তারা এই ধরনের টিভিসি তৈরি করতে পারে কি না- সে নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। কেউ বলছেন, র‍্যাব এ ধরনের একটি জনসচেতনতামূলক টিভিসি বানাতেই পারে। আবার কেউ কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ভয়েস অফ আমেরিকা এনিয়ে কথা বলেছেন আইনজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সাথে। সে আলাপেই এ বিষয়ে তাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে আসে। তবে, এই টিভিসির সম্পর্কে জানতে র‍্যাব-এর আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈনকে একাধিকবার ফোন করে এবং এ বিষয়ে কথা বলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মোবাইল ফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়েও বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।
আইনজ্ঞরা বলছেন, সাংবিধানিক কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে তাদের এই ধরনের টিভিসি তৈরি করা একটি "অতি উৎসাহী" কাজ। তাছাড়া দেশে এর আগে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এই ধরনের টিভিসি তৈরি করার নজির নেই।

গত ২৩ ডিসেম্বর র‍্যাবের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদের একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। সেখানে বলা হয়, ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রায় ১২ কোটি জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। এই নির্বাচনে দেড় কোটির বেশি তরুণ ভোটার প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। তরুণ প্রজন্মকে সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করতে `তরুণ্যের প্রথম ভোট, দেশের অগ্রযাত্রা রাখুন অটুট, শিরোনামে ৯৪ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন চিত্র বা টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। র‍্যাব নির্মিত এই টিভিসিটি ইতোমধ্যে দেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে বহুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

র‍্যাব-এর তৈরি ১ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডের এই টিভিসির শুরুতে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণী শিক্ষার্থী আরেক তরুণীর হাতে একটি চাবির ছড়া তুলে দিতে গেলে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কই যাচ্ছে। উত্তর আসে, বাড়িতে যাচ্ছে। পাল্টা প্রশ্ন, `ভোট দিতে?, "হ্যাঁ, আমারও তোর মতো প্রথম ভোট, যেতেই তো হবে।„ তারপরে একটি বাসার নাস্তার টেবিলে এক তরুণ একজন মহিলার উদ্দেশ্যে বলেন- "কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে যাবো। জানুয়ারির ৭ তারিখ জাতীয় নির্বাচন, এবারই প্রথম ভোট দিবো।„

একইভাবে একজন গার্মেন্টস কর্মীকে অপরজনের উদ্দেশ্যে বলতে দেখা যায়, "বাড়িতে যাচ্ছি, জীবনের প্রথমবার ভোট দিবো।„ তখন অপরজন বলেন, "এতোদিন আব্বা-আম্মাকে দিতে দেখছি, এবার আমি নিজেই দিবো।„ এইভাবে টিভিসিতে অফিস, কারখানার কর্মকর্তা ও কর্মচারি ও শিক্ষার্থীরা প্রথমবার ভোট দিতে যাওয়ার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। টিভিসিটির শেষ পর্যায়ে জমিতে দাড়িয়ে একজন কৃষক মোবাইল ফোনে বলেন, "৭ তারিখে নির্বাচন, আগে ভোট, পরে কাম (কাজ)।„ পাশে দিয়ে চলে যাচ্ছে র‍্যাব-এর গাড়ি ও হেলিকপ্টার থেকে নামছে র‍্যাব সদস্যরা। টিভিসিটি শেষ হয়, জাতীয় সংসদ এলাকায় দাড়িয়ে থাকা তিন তরুণের একটি ছবির পাশে `তারুণ্যের প্রথম ভোট, দেশের অগ্রযাত্রা রাখুক অটুট, ক্যাপশন পরে র‍্যাব এর মনোগ্রাম দিয়ে।

টিভিসি তৈরি জন্য র‍্যাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে কিনা এবং অন্য কোনো সংস্থা এ ধরনের কোনো অনুমোদন চেয়েছিল কিনা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ) মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "এই রকম কিছু আমার জানা নেই।„ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে র‍্যাব এই রকম টিভিসি তৈরি করতে পারে কিনা জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, "এটাতো মনে করার কিছু নেই। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমার চোখেও এই রকম কোনো টিভিসি পড়ে নাই। আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম।„

আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের আইন কিংবা সংবিধানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ভোটাদের আহ্বান জানিয়ে টিভিসি তৈরি করতে পারবে কি, পারবে না সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা নেই। কিন্তু নীতি-নৈতিকতার জায়গা থেকে কোনো সংস্থা সরাসরি ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে টিভিসি তৈরি ঠিক যায় না। সংস্থাগুলোর আইনেও তা অনুমোদন করে না। তাছাড়া দেশে এর আগে কোনো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে এই রকম টিভিসি তৈরির করার নজির নেই। তবে, তারা চাইলে আইন-শৃঙ্খলনা পরিস্থিতি ওপর টিভিসি করতে পারে।

র‍্যাবের তরুণদের ভোট দেওয়া আহ্বান জানিয়ে তৈরি টিভিসি সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "দুনিয়ার সবকিছু আইনে, বিধি-নিষেধে লিখে রাখা তো সম্ভব না। কিছু বিষয় আছে নীতি-নৈতিকতার। কিছু আছে আপনার আচারণবিধি অনুমতি দেয় কিনা তার ওপর। তাছাড়া সেটা পুলিশ বা র‍্যাব যেই হোক, তাদের যে কাজের পরিধি, সেটার বাইরে গিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে কিছু করার এখতিয়ার নেই।„

সত্যিকার অর্থে এই ধরনের টিভিসি বানানো পক্ষপাতিত্বমূলক মনে হতে পারে বলে উল্লেখ করে এই আইনজীবী বলেন, "এখানে একটা আরগুমেন্ট (যুক্তি) আসতে পারে যে, ভোট দেয়া তো নাগরিক অধিকার, এখানে পক্ষ নেয়ার ব্যাপার তো না। কিন্তু বর্তমান অবস্থাকেও বিবেচনা করতে হবে যে, কেনো এই রকম টিভিসি বানানোর তারা প্রয়োজন বোধ করলো?„ তিনি আরও বলেন, উত্তরটা হচ্ছে এখানে তাদের সন্দেহ হচ্ছে যে, তরুণরা হয়তো ভোট দেবেন না। কারণ যার যার ভোটাধিকার প্রয়োগ করা তো তাদের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকারটা তো সবাই প্রয়োগ করতে চাইবে। সেটার জন্য তো আলাদা করে আহ্বান জানানোর কিছু নেই। জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আরও বলেন, "আমি যতোটুকু পুলিশের আইন ১৯৪৩ কিংবা পুলিশ আইন ১৮৬১ জানি সে অনুযায়ী এই ধরনের কাজের কোনো সুযোগ নেই।„

সুপ্রিম কোর্টের আরেক আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোর্শেদ ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "বাংলাদেশের আইন কী বলে, এই প্রশ্নটা করার এখন তেমন অবকাশ নেই। কারণ আইন অনুযায়ী তো সবকিছু চলছে না। এখানে প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যে সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব ছিলো, সেটির তো বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন করে এই ধরনের কাজগুলো করে। সেই হিসেবে তাদের অবস্থান থেকে যে টিভিসি বানিয়েছে, সেটা যদি দলের পক্ষে যায়, তাহলে তাদের দিক থেকে মনে করা হয়, তারা সঠিক আছেন।„

তিনি আরও বলেন, "আমরা যারা দূর থেকে দেখি, যারা আইন ও সংবিধানের শাসনে বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে খটকা লাগে। কীভাবে এটা করছে তারা ? এটা সমীচীন নয় বলে আমাদের কাছে মনে হয়।„

তরুণদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে র‍্যাবের তৈরি করার টিভিসি নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে মত দিয়েছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। তাঁরা কেউ বলছেন, জনগণের ট্যাক্সের বেতন গ্রহণ করেন এমন কোনো সরকারি কর্মকর্তা ভোটারদের ভোটধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করা কিংবা বর্জনের পক্ষে কাজ করতে পারেন না তারা।

ইংরেজি দৈনিক নিউ এইজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "না পারে না।„ বাংলাদেশের মানুষ ও রাজনৈতিক শিবির যখন দুইভাগে বিভক্ত, একপক্ষ বলছে ভোট দিতে যান, আরেকপক্ষ আহ্বান জানিয়েছে ভোট বর্জন করুন। এই রকম একটা অবস্থায় যারা জনগণের ট্রাক্সের পয়সায় বেতন গ্রহণ করেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যারা কর্মকর্তারা, তাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক দুই শিবিরের কোনোপক্ষই অবলম্বন করা উচিত নয়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে বিদ্যমান দুই রাজনৈতিক ক্যাম্পের দুই ভিন্নমুখী অবস্থানের কারণে যদি কোনো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সেটা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা জারি রাখার চেষ্টা করা। ফলে ভোট দিতে উৎসাহিত করা কিংবা নিরুৎসাহিত করা কোনোটাই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না বলে আমরা ধারণা।„ আবার কেউ বলছেন, নির্বাচন জাতীয় ঘটনা। সেখানে সুষ্ঠু ভোটের জন্য ভোটাদের ভোট দেওয়া জন্য উৎসাহ দিতে পারে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, তাতে দোষের কিছু নেই।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সভাপতি ও টিভি টুডের প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "নির্বাচন তো একটা জাতীয় ঘটনা। এখানে প্রধানমন্ত্রী, তিনি একটা দলেরও সভাপতি আবার প্রধানমন্ত্রীও। তিনি সবাইকে নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য বলেছেন। আর সরকারের পদ্ধতি তো একটা ভালো নির্বাচনের জন্য। তারা (র‍্যাব) কোনো দলের পক্ষে না, কিন্তু একটা ভালো নির্বাচনের জন্য তো কাজ করবেই। কাজেই সরকারের সংস্থাগুলো যদি এসব করে তাতে কোনো সমস্যা দেখি না।„ তিনি আরও বলেন, "তারা (র‍্যাব) তো কোনো দলের না। তারা তো নির্বাচন বয়কটের পক্ষে কাজ করতে পারবে না। তাদের টিভিসি আমি দেখিছি। বলা হচ্ছে- নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে, ভোট শান্তিপূর্ণ হবে, আপনি ভোট দিতে যান। র‍্যাব, পুলিশের দায়িত্ব মানুষকে নিশ্চয়তা দেওয়া যে, দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আছে। সেই পরিবেশে আপনি ভোট দিতে আসেন। এই আহ্বান তারা জানাতে পারে, এখানে খারাপ কিছু দেখি না আমি।„

২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাত সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব-৭ এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এইসব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০১.২০২৪ নারগীস)

বাংলাদেশ নির্বাচন; আওয়ামী লীগের মার্কা যেভাবে হলো নৌকা

ভালোবাসা, ভালো আশ্বাস আর ভালো কথায় ভোটারদের কাছে টানার প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে চলেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারযুদ্ধ। প্রার্থীরা ছুটে গেছেন ভোটারদের দুয়ারে। কিন্তু ভোটাররা কি প্রার্থীকে দেখেন, না দলীয় প্রতীক দেখেন? বাংলাদেশে ভোটের যুদ্ধের অনেকটাই মূলত প্রতীককে ঘিরে। আওয়ামী লীগের নৌকা, বিএনপির ধানের শীষ ও জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের মধ্যে।

কীভাবে এলো এই নৌকা? আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফত পার্টির সঙ্গে মিলে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। শরিক হিসেবে যুক্তফ্রন্টে আরও ছিল মাওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টি, বামপন্থী গণতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং মাহমুদ আলী সিলেটী। যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রথমে ভোটের লড়াই শুরু করে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে। সেই সময় যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক দল ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা ২২৩টি আসনে বিজয়ী হন। এর মধ্যে ১৪৩টি পেয়েছিল মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ৪৮টি পেয়েছিল শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি। নেজামী ইসলাম পার্টি জয়ী হয় ২২টি আসনে। এ ছাড়া গণতন্ত্রী দল ১৩টি এবং খেলাফত-ই-রাব্বানী দু,টি আসনে জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে নৌকা প্রতীক পায় আওয়ামী লীগ। ১৯৫৭ সালে `মুসলিম, শব্দ বাদ দিয়ে জন্ম নেয় আওয়ামী লীগ এবং নৌকা প্রতীকও পায় দলটি। কিন্তু এ প্রতীকে নির্বাচন করতে আওয়ামী লীগকে অপেক্ষা করতে হয় আরও ১৩ বছর।

পাকিস্তানে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করে ১৬০টি আসনে জয়ী হয়। সেই থেকেই নৌকায় চড়ে নির্বাচন করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু নৌকা বেছে নেয়ার কারণ কী? বাংলার সবুজ শ্যামল প্রকৃতির দিকে তাকালে সে বিষয়ে খুব সহজেই ধারণা পাওয়া যায়। এখানে আর একটি ছোট্ট ইতিহাস বুঝতে সহায়ক হতে পারে। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে গোপালগঞ্জে সাহায্য আনার জন্য মুসলিম লীগের জাতীয় নেতাদের নিয়ে নিজের এলাকায় একটা সম্মেলনের আয়োজন করেন তরুণ শেখ মুজিব। বড় বড় নৌকার বাদাম দিয়ে সম্মেলনের প্যান্ডেল করেছিলেন তিনি। নৌকার বাদাম দিয়ে অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল হতে পারে, তরুণ মুজিবের নতুন এ উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল নেতাদের মাঝে। এরপর থেকে আওয়ামী লীগের অনেক অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জাতেই ব্যবহার করা হয়েছে নৌকার বাদাম।

আলাপের একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, প্রবীণ রাজনীতিক আমির হোসেন আমু নিজ এলাকা ঝালকাঠির উদাহরণ দিয়ে বলেন, তৎকালীন সময়ে আসলে বাংলায় নদীপথ ছাড়া চলাচলের উপায় ছিল না। নদীতে নৌকা মানেই পালতোলা নৌকা। এখন তো কতো রাস্তা হয়েছে, করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। উত্তরবঙ্গ কিংবা দক্ষিণবঙ্গ সবজায়গাতেই নৌকায় ছিল ভরসা। তখন নৌকার বিকল্প কোনো মার্কার প্রস্তাব এসেছিল কি না আওয়ামী লীগের সামনে জানতে চাইলে আমির হোসেন আমু জানান, "তখন অন্য কোনো মার্কার প্রস্তাব আসেনি এবং কোনো আলোচনাও তখন হয়নি, একবারেই প্রতীক হিসেবে ঠিক হয়েছিল নৌকা। সেই থেকেই জনগণের আস্থা আর ভরসা হয়েছে নৌকা আওয়ামী লীগের অনন্য মার্কা। নদী আর নৌকা নিয়েই হয়েছে কতো গান, কবিতা, চলচ্চিত্র এবং নানা সৃষ্টি। এই প্রতীকটা তাই ঐতিহ্যগতভাবে এই অঞ্চলের মানুষের মননে জড়িয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের হাল ধরেছেন তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা। টানা তিনবারে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে ডিজিটাল বাংলাদেশের পর চতুর্থবার `স্মার্ট বাংলাদেশের, প্রতিশ্রুতিতে চলছে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নৌকা প্রতীকে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জয় এবারও হবে বলেই মনে করছে দলটি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০১.২০২৪ নারগীস)

এরশাদ যেভাবে দলীয় প্রতীক লাঙ্গল পেলেন কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্বাচনি প্রতীক হচ্ছে নৌকা, ধানের শীষ ও লাঙ্গল। সংসদীয় পদ্ধতির নির্বাচনগুলোর ফলাফল ও ভোটের শতাংশের হিসেবে প্রয়াত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টির লাঙ্গলের জনপ্রিয়তা তৃতীয় স্থানে। বারবার ভাঙনের কবলে পড়ে এক সময়ের প্রভাবশালী স্বৈরশাসক এরশাদের লাঙ্গলের বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। অন্যের সঙ্গে সমঝোতা ও সাহায্য নিয়ে নির্বাচনি মাঠে লড়তে হয় লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থীদের। আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে জিএম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। এই নির্বাচনে তাদেরকে ২৬ টি আসন ছাড় দেয় ক্ষমতাসীনরা।

নির্বাচন বিষয়ক গবেষক নেসার আমিনের লেখা `বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও ফলাফল, বই ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের তথ্য মতে, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের অবিভক্ত ভারতের `কৃষক প্রজা, পার্টির নির্বাচনি প্রতীক ছিল লাঙ্গল। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে আতাউর রহমানের `জাতীয় লীগ, দলের নির্বাচনি প্রতীক ছিল লাঙ্গল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় লীগ লাঙ্গল প্রতীকে অংশ নেয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে ঢাকা-১৯ আসন থেকে লাঙ্গল প্রতীকের নির্বাচন অংশ নিয়ে বিজয়ী হয় আতাউর রহমান। ১৯৮৩-১৯৮৪ সালের শুরু দিকে সাত দলীয় জোটের অন্যতম শকির হিসেবে এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন আতাউর রহমান। কিন্তু ১৯৮৪ সালের ৩০ মার্চ হঠাৎ করে স্বৈরশাসক এরশাদের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন (১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত)। তখন তার কাছ থেকে লাঙ্গল প্রতীকটি জাতীয় পার্টির জন্য পছন্দ করেন এরশাদ।

১৯৯৬ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি থেকে বেরিয়ে যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। তখন লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে এরশাদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগে। ১৯৯৯ সালে টাঙ্গাইল-৮ আসনে উপনির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি উভয় দলের প্রার্থী লাঙ্গল প্রতীক চায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কাউকে এই প্রতীক দেয়নি। এই নিয়ে এরশাদের প্রার্থী কাজী আশরাফ সিদ্দিকী ব্যারিস্টার রফিকুল হকের মাধ্যমে হাই কোর্টে যান। অন্যদিকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর রিট পিটিশন করে। আদালত এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির যিনি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে তার অনুকুলে লাঙ্গল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতা দেন। পরবর্তীতে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেলে সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টের আদেশ বহাল রাখেন। এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "আমি ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনের পরে এরশাদ জাতীয় পার্টি থেকে বেরিয়ে যাই। ৯৯ সালে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে আমার ও এরশাদ সাহেবের দ্বন্দ্ব লাগে। এর প্রেক্ষিতে এরশাদের দলের লোকরা হাইকোর্টে যান, তাদের অনুকুলে লাঙ্গল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। তখন আমি লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে একটি রিট পিটিশন করি। কিন্তু আদালত আমার রিট পিটিশন গ্রহণ না করে বলল, আপনি নির্বাচন কমিশনে যান। ২০০১ সালের দিকে নির্বাচন কমিশন রায় দিল যে, এরশাদের জাতীয় পার্টি বাংলায় জাপা। আর আমাকে জাতীয় পার্টি ইংরেজিতে দিলো (জেপি)।" তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন উচ্চ আদালতের আদেশ মেনে লাঙ্গল প্রতীক এরশাদ সাহেবকে বরাদ্দ দেন। তখনকার নির্বাচন কমিশনারদের একজন ছিলেন ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "লাঙ্গল প্রথম থেকে জাতীয় পার্টির প্রতীক ছিল। তখন এটা তাদেরকে আবার নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য কোনও দল এই প্রতীক চায়নি। তবে, লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে একটা মামলা হয়েছিলো আরও আগে। যখন জাতীয় পার্টি থেকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বেরিয়ে যায়। তিনি এই মামলা করেছিলেন। মামলায় রায়ে এরশাদ জয়ী হয়েছিলেন। তখন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নিববন্ধন বাধ্যতামূলক না থাকলেও এরশাদ লাঙ্গলকে তার দলের প্রতীক হিসেবে রেজিস্টার্ড করে নেয় নির্বাচন কমিশনে। কাজেই ২০০৮ সালে নিবন্ধনের সময়ে মূলত এরশাদকে পুনরায় এই প্রতীক দেওয়া হয়েছিল।"

তখনকার প্রেক্ষাপটে বেশির ভাগ ভোটার ছিলেন গ্রামীণ বিশ্লেষকরা বলছেন, তখনকার প্রেক্ষাপটে বেশির ভাগ ভোটার ছিলেন গ্রামীণ। গ্রামের মানুষ চেনে এমন প্রতীকের প্রতি আকর্ষণ ছিলো রাজনৈতিক দলগুলোর। গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে, এমন জিনিসকে প্রতীক নিতো তারা। নৌকা, ধানের শীষ ও লাঙ্গল তারই প্রমাণ। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের আগে সব প্রতীকই উন্মুক্ত ছিল। আইন ছিল আগে এলে আগে প্রতীক পাবে। কিন্তু নির্বাচনে নামসর্বস্ব দলের অংশগ্রহণ ঠেকাতে এবং নির্বাচনি ব্যয় কমাতে ২০০৮ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় নিজেদের গণমানুষের দল হিসেবে পরিচিত করাতে চায় বলে উল্লেখ করে এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "ধানের সঙ্গে সাধারণ মানুষ জড়িত। এখনও গ্রাম-গঞ্জে খালে, নদীতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে নৌকা চলে । লাঙ্গল কৃষকরা ব্যবহার করে। প্রতীকটা হচ্ছে মানুষকে পরিচিত করার জন্য। যারা লেখাপড়া জানে তারাও, আবার যারা লেখাপড়া জানে না তারাও। নৌকা, ধানের শীর্ষ ও লাঙ্গল দেখে মানুষ চিনতে পারত। এখন আপনি যদি উড়োজাহান নেন, এটার সঙ্গে তো সাধারণ মানুষ যুক্ত হতে পারে না।" নৌকা, ধানের শীষ ও লাঙ্গল আমাদের দেশে বেশ নজরকাটা প্রতীক বলে- এমন মতামত দিয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "সাধারণ ভোটারদের বেশিরভাগ মানুষ গাঁও-গ্রামের। একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আছে, তারা এইগুলোকে নিজেদের প্রতীক মনে করে। ভোট দিতে গেয়ে এইগুলো দিকে তাদের নজর বেশি যায়।"

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক `ব্যর্থ, সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সেই সময় জেনারেল এরশাদ সেনাপ্রধান ছিলেন। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের সরকারকে উৎখাত করে এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে দেশে সামরিক শাসন জারি এবং নিজেকে প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এএফএম আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে অপসারণ করে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকেই জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৯০ সালে ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা ছাড়ার পর ১৯৯১ সালে এরশাদ গ্রেফতার হন।

প্রয়াত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদের `গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন, বইয়ে উল্লেখ করা হয়, ১৯৮৪ সালে এরশাদ প্রথমে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের `জাগদলের, কায়দায় `জনদল, নামে একটি রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন করেন। যত ক্ষুদ্রই হোক অন্যান্য দলকে জনদলের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা চালাতে থাকেন তিনি। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে এরশাদ দুটি প্রধান বিরোধী জোটে ভাঙন সৃষ্টিতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা কোরবান আলী ও বিএনপির সিনিয়র নেতা আবদুল হালিম চৌধুরীকে মন্ত্রিত্ব দেন এরশাদ। ১৫ দলীয় জোটের শরিক দল মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী

লীগের খন্ডাংশ, ৫ জোটের শরিক ইউপিপি,র কাজী জাফর আহমেদ এবং সিরাজুল হোসেন খানের গণতন্ত্রী দল জোট ছেড়ে এরশাদের সঙ্গে যোগ দেন। ইতোমধ্যে বিএনপির একটি অংশের নেতা শামসুল হুদা চৌধুরী ও ড. এম এ মতিন এবং আওয়ামী লীগের সাবেক চিফ হুইফ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এরশাদের সঙ্গে হাত মেলান। তার বাইরে জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মতো বিএনপির কিছু নেতা, মুসলিম লীগের একাংশের নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, দলবিহীন বিশেষ ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও এরশাদের হাতকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসেন। ফলে, জনগণের মধ্যে এরশাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট এরশাদ তার জনদল, বিএনপির একাংশ, ইউপিপি, গণতান্ত্রিক পার্টি এবং মুসলিম লীগের সমন্বয়ে গঠন করেন জাতীয় ফ্রন্ট। একপর্যায়ে কাজী জাফর স্বেচ্ছায় ইউপিপি ভেঙে দিয়ে এরশাদের দলে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি সরকারি রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৫ সালে মওদুদ আহমদও বিএনপি ছেড়ে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে এরশাদ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তবে জাতীয় পার্টির ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় পার্টি গঠনের ঘোষণা দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে এরশাদ পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠনের সময় জাতীয় পার্টি প্রথমে তাদের সমর্থন দিলেও পরে ১৯৯৯ সালে চারদলীয় জোটে চলে যান এরশাদ। এরশাদের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু জাতীয় পার্টি নামে নতুন দল গঠন করেন। যেটি এখন জাতীয় পার্টি (জেপি) নামে পরিচিত। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে এরশাদ বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে গেলেও সাবেক মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে জোটে থেকে যায় জাতীয় পার্টির একটি অংশ। পরবর্তীতে এ অংশের নাম হয় বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)। এরপর বিজেপি ভেঙে সাবেক মন্ত্রী এম এ মতিন করেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (এম এ মতিন)। এরশাদের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জাতীয় পার্টিতে ভেঙে বেরিয়ে যান তার পুরোনো রাজনৈতিক সহকর্মী কাজী জাফর আহমেদ। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে কাজী জাফর আলাদা জাতীয় পার্টি গঠন করে যোগ দেন বিএনপি-জামায়াত জোটে। এটি জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) নামে পরিচিত। এদিকে আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচনে এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদের অনুসারীদের দলীয় মনোনয়ন দেয়নি দলের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের। যার কারণে নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না রওশন এরশাদ ও ছেলে সাদ এরশাদ। এই প্রসঙ্গে রওশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসীহ ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমরা এখন ৭ তারিখের নির্বাচনের ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। ইতোমধ্যে জাতীয় পার্টির যারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। নির্বাচনের পরে আমরা নতুন উদ্যোগ নেবো।" তাহলে কি নির্বাচনের জাতীয় পার্টিতে আবার ভাঙন ধরতে যাচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে গোলাম মসীহ বলেন, যারা জিএম কাদেরের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল, তারা এখন ভুল বুঝতে পারছে। তারা এখন রওশন এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

রিজভী বললেন, ভোট বর্জন করুন, বয়কট করুন

আওয়ামী লীগ সরকারের পতন নিশ্চিত করতে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট বর্জনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। শনিবার (৬ জানুয়ারি) এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির পক্ষে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ আহবান জানান। তিনি বলেন, "ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন।„ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, "রবিবার (৭ জানুয়ারি) বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি একতরফা নির্বাচনের অন্ধকার অধ্যায় লেখা হতে যাচ্ছে।„ তিনি বলেন, "তাই, গণতন্ত্রকামী প্রতিটি ভোটারের প্রতি আহ্বান, গত ১৫ বছর ধরে যারা আপনাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের অন্তত একদিনের জন্য বয়কট করুন।„ "বিশ্বাস করুন, আপনাদের একদিনের সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের কবর নিশ্চিত হবে;„ যোগ করেন রিজভী। ভোটের সময় ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব। তিনি বলেন, "আসুন গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করি এবং সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করি। আসুন আমরা সবাই ৭ জানুয়ারির ভোট বর্জন করি এবং নির্বাচন বয়কটের পক্ষে সোচ্চার হই।„ রিজভী অভিযোগ করেন, ডামি নির্বাচনি নাটকের মাধ্যমে গত ১৫ বছরের মতো আবার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য একটি বিপজ্জনক খেলার আয়োজন করা হয়েছে। "শেখ হাসিনা `নির্লজ্জভাবে, সব ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রহসনের খেলায় মেতে উঠছেন এবং ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে, গণতান্ত্রিক বিশ্বকে জোর করে ভোটার উপস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করছেন;„ উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী।

এদিকে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনে বিএনপির আহবানের সঙ্গে চলমান নাশকতার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না; তা তদন্ত করে দেখতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শনিবার

(৬ জানুয়ারি) সকালে নিজ নির্বাচনি এলাকায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এ সময় তিনি বিএনপি-জামায়াতের গুজব ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান। ওবায়দুল কাদের বলেন, "আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা নাশকতা, অগ্নিসংযোগসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।„ বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানান তিনি। বলেন, "বিএনপি-জামায়াত দেশকে ধ্বংস করতে চায়। তারা মানুষ পুড়িয়ে রাজনীতি করতে চায়।„ ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নির্বাচন বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ কখনো কোনো অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।„ বিএনপি যাতে নাশকতা চালাতে না পারে সেজন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে ৪৪টি। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোসহ ২৭টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। আর; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি –এলডিপি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ; নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না।এসব দলের অধিকাংশ বিএনপির সমমনা রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত এবং তারা বিএনপির সঙ্গে অভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

আচরণবিধি লংঘনের কারণে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ইসির ৭৬২ শোকজ ও ৬৩ মামলা

৭ জানুয়ারী, রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ১৮ দিন প্রচার-প্রচারণার মধ্যে দিয়ে শেষ হচ্ছে এই নির্বাচন। কিন্তু, নির্বাচনের মাঠে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বড় ধরনের অভিযোগ আসলেও খুব একটা পাত্তা দেয়নি নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এইসব অভিযোগের একটা বড় অংশ নিস্পত্তি করেছে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কেবল শোকজ কিংবা ইসিতে তলব করে। পাশাপাশি অর্ধ-শতাধিকের বেশি প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা এবং কয়েকজনকে জরিমানা করেই নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। তবে বড় ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কেবল একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করলেও পরে তিনি আদালতের মাধ্যমে প্রার্থীতা ফেরত পেয়েছেন। আগামী ৭ জানুয়ারীর বেশিরভাগ আসনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের বিপরীতে শক্ত কোনও প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকলেও আচরণবিধি মানছে না অনেক প্রার্থী। এতে করে দলটির বর্তমান মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থক স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিয়মিতভাবেই আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও উল্লেখ করার মতো কোন শাস্তি পেতে হয়নি। তবে ৫ জানুয়ারী পর্যন্ত নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি ৭৬২ জনকে শোকজ করেছে। মামলা করেছে ৬৩ জনের বিরুদ্ধে। যার অধিকাংশ ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও সমর্থক। অর্থ জরিমানা করা হয়েছে নৌকার দুই প্রার্থীকে। এবারই প্রথমবারের মত নির্বাচনি আচরণবিধি মানাতে ৩০০ আসনে জেলা যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজদের নিয়ে নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রার্থীর পাশাপাশি তাদের অনুসারী নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও রয়েছে।

ইসি লক্ষ্মীপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান পবনের প্রার্থিতা বাতিল করছে। তবে তিনি পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে প্রার্থীতা ফেরত পেয়েছেন। এছাড়াও, কুমিল্লা-৬ আসনের নৌকার প্রার্থী আ.ক.ম বাহাউদ্দীন বাহারকে ১ লাখ টাকা ও বরগুনা-২ আসনের নৌকার প্রার্থী ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যে ৭৬২ টি শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী তিন শতাধিক। এদের মধ্যে শতাধিক বর্তমান সংসদ সদস্য। পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী, জাতীয় পার্টির প্রার্থী ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও রয়েছেন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের তালিকায় দেখা যায়, ঝিনাইদহ-১ আসনের নৌকার প্রার্থী আব্দুল হাইকে তিনবার, কুমিল্লা-৬ আসনের আ.ক.ম বাহাউদ্দীন বাহারকে তিনবার, বরগুনা-১ নৌকার প্রার্থী ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভুকে চারবার শোকজ করা হয়েছে। এছাড়া, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী গাজীপুর-২ আসনের সংসদ জাহিদ আহসান রাসেল ও ঢাকা-১৯ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান। সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, মাগুরা-১ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী (ক্রিকেটার) সাকিব আল হাসান, ঝালকাঠি-২ আসন থেকে আমির হোসেন আমু, সহ আরো অনেকে। এছাড়াও বগুড়া-১ আসনে স্ত্রীর পক্ষে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচারণা অংশ নেওয়ায়

বরিশাল মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হামিদুল আলমকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে মামলা তালিকায় রয়েছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজশাহী-৪ আসনের আবুল কালাম আজাদ ও নোয়াখালী-২ আসনে মোরশেদ আলম, একই আসনের স্বতন্ত্র আতাউর রহমান; জয়পুরহাট-২ আসনে স্বতন্ত্র গোলাম মাহফুজ চৌধুরী, ঠাঁকুরগাঁও-২ আসনের স্বতন্ত্র মো. আলী আসলাম, নেত্রকোণা-১ আসনের স্বতন্ত্র জান্নাতুল ফেরদৌস আরা, মাগুরা-২ আসনে জাতীয় পার্টির মো. মুরাদ আলী ও মেহেরপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে এদিন মামলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে ইসি। এর আগে ঝিনাইদহ-১ আসনে নৌকার প্রার্থী আব্দুল হাই ও চট্টগ্রাম-১৬ আসনের নৌকার প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে ইসি।

এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ শনিবার (৬ জানুয়ারি) ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে আমাদের ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় ৩০০ জন ইলেকট্রলার ইনকোয়ারি কমিটি যে জুডিশিয়াল ম্যাজিজেষ্ট্র রয়েছে তারা ইতিমধ্যে ৭৬২ জনকে শোকজ করেছে। এর আলোকে যাদেরকে দ্বিতীয়বার শোকজ করেছে তাদের অনেককে জরিমানা করা হয়েছে। আবার কাউকে সর্তক করে নির্বাচন কমিশনে তলব করে জরিমানা করা হয়েছে। এদের মধ্যে লক্ষীপুর-১ আসনের এক প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও রংপুর ও কুমিল্লায় দুইজন প্রার্থীকে জরিমানা করা হয়েছে।" কেউ যদি একই অপরাধ দ্বিতীবার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জানতে চাইলে, অশোক কুমার দেবনাথ ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, একই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে তাদের জরিমানা করার বিধান রয়েছে। এছাড়াও কমিশন ওই প্রার্থীকে কমিশনে তলব করে প্রার্থিতাও বাতিল করতে পারে। এছাড়াও সারাদেশে ৬৩ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলা কীভাবে দায়ের করা হয় এবং এই মামলার ভবিষ্যৎ কী জানতে চাইলে ইসির অতিরিক্ত সচিব বলেন, "এই মামলাগুলো থানায় করা হয়েছে। এসব মামলা চলবে এবং মামলাগুলোতে জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। তদন্ত হবে, চার্জশিট আসবে, তারপর ব্যবস্থা। ফলে মামলার কার্যক্রম একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। এসব মামলাগুলো আমাদের ৩০০ ইলেক্টরাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে থানায় এসব মামলা করা হয়েছে।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

নির্বাচনের প্রতিবাদে হরতাল, বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ রবিবার (৭ জানুয়ারি) এই নির্বাচন বর্জন করেছে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং এর সমমনা দলগুলো। নির্বাচনের প্রতিবাদে বিএনপি ও সমমনা বিরোধী দলগুলোর ৪৮ ঘণ্টার হরতাল আহবান করেছে। শনিবার (৬জানুয়ারি) সকাল ৬টায় শুরু হয়েছে এই হরতাল, শেষ হবে সোমবার (৮ জানুয়ারি) সকাল ৬টায়। অগ্নিসংযোগসহ কিছু সহিংস ঘটনায় অতিবাহিত হয় নির্বাচনের আগের দিন। রবিবারের (৭ জানুয়ারি) জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঢাকা শহর ছেড়েছেন। আর ঢাকার সড়কে অন্যান্য দিনের তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা কম। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বৃহস্পতিবার (৪ জানিয়ারি) এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই হরতালের ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে ৪৪টি। এর মধ্যে ২৭টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। আর; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ; নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। এসব দলের অধিকাংশ বিএনপির সমমনা রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত এবং তারা বিএনপির সঙ্গে অভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। বিএনপির ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচির প্রথম দিনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে যানবাহন ও যাত্রীর চাপ নেই বললেই চলে। শনিবার (৬ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল মোড়, সাইনবোর্ড এলাকা ছিলো প্রায় ফাঁকা। পুলিশের দাবি, রবিবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় শনিবার যান চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। সে কারণে যানবাহনের চাপ কম রয়েছে। সকাল থেকেই অল্প সংখ্যক দূরপাল্লার যানবাহন ছেড়ে যাচ্ছে। মহাসড়কে আঞ্চলিক যানবাহন থাকলেও, যাত্রীর অভাবে দীর্ঘক্ষণ বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। জরুরি কাজ ছাড়া সাধারণ মানুষ বাইরে আসেনি। অধিকাংশ দূরপাল্লার বাস বন্ধ থাকায় টিকিট কাউন্টারগুলোতে সুনসান নিরবতা বিরাজ করতে দেখা গেছে। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল হক জানান, রবিবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় শনিবার যান চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। তিনি আরো জানান, শনিবার অনেক অফিস বন্ধ থাকায় যানবাহনের চাপ কম রয়েছে। তবে মহাসড়কে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটেনি।

ঢাকার গোপীবাগ এলাকায়, বেনাপোল এক্সপ্রেস নামের একটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগুনে ট্রেনটির অন্তত ৫টি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এসময় দগ্ধ হয়ে অন্তত চার যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। প্রাণহানির সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে ট্রেনটিতে আগুন লাগে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মাসুদ সারোয়ার জানান, গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসের ৫টি বগিতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এ ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম।

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মোল্লার নির্বাচনি ক্যাম্পে এবং সমর্থক কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০জন। শনিবার বিকালে শিবপুর উপজেলা দুলালপুর ইউনিয়ন এই ঘটনা ঘটে। স্বতন্ত্র প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মোল্লা জানান, বিকালে তার সমর্থক আফজাল, মুক্তার মেম্বার ও নাসির মেম্বার, লতিফ এর বাড়িতে নৌকার সমর্থকরা হামলা চালায়। এতে আহত হয় ১০ জন। স্বতন্ত্র প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মোল্লা আরো জানান, নির্বাচনের আগের দিন এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে নৌকার সমর্থকরা। সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ্ মো. সজীব জানান, তিনি এই বিষয়ে জানেন এবং আইনশৃঙ্খলা রাক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

ময়মনসিংহের নান্দাইল ও গফরগাঁও উপজেলার দুইটি ভোটকেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে গফরগাঁও ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পরশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নান্দাইল সিংরইল ইউনিয়নের হরিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এই আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে। জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী জানান, ভোরে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অপরদিকে জেলার নান্দাইল উপজেলার ৮ নম্বর সিংরইল ইউনিয়নের হরিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই বিদ্যালয়েও ভোট কেন্দ্র রয়েছে। পুলিশ সুপার মাছুম আহামদ ভূঞা জানান, প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন। দুইটি ভোটেকেন্দ্রে আগুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ।

হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) নির্বাচনি আসনের একটি ভোট কেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (৬ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার দিকে চুনারুঘাট উপজেলার চন্দনা গ্রামস্থ ধলাই পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রটিতে এই ঘটনা ঘটে। এটি নির্বাচনের ৮৪ নং কেন্দ্র বলে জানা গেছে। চুনারুঘাট ফায়ার সাভিসের স্টেশন ইনচার্জ মো. মানিকুজ্জামান জানান, ১২টা ৫ মিনিটের দিকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌঁছে প্রায় সোয়া ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বাঁশতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ওই স্কুলের অফিস কক্ষের আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাতে বাঁশতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হোসাইন মোহাম্মদ হাই জকি জানান, এই ঘটনায় স্কুলের অফিস কক্ষের মালামাল পুড়ে যায়।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে, শনিবার (৬ জানুয়ারি) ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার ঢালিপাড়া রাস্তার মাথা (মোস্তফা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের বিপরীত পাশে) একটি পিক-আপ ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম জানান, ভোর সাড়ে ৫টায় পিকআপে আগুন দেয়ার এ ঘটনা ঘটে। সীতাকুণ্ড ফায়ার স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা নুরুল আলম দুলাল বলেন, পুড়ে যাওয়া গাড়ির চালক জানান- ৮ থেকে ১০ জন ব্যক্তি চলন্ত গাড়িটিকে মহাসড়কে দাঁড় করাতে বাধ্য করেন। এরপর চালক ও তার সহকারীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে, গাজীপুরের দু,টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুক্রবার দিবাগত রাতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভান। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, রাত পৌনে ৩টার দিকে গাজীপুর মহানগরের তেলিপাড়া এলাকার টিএনটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। বিদ্যালয়টি ভোটকেন্দ্র নয় বলে জানান ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল আরেফিন । অন্যদিকে, বাসন থানা এলাকার পূর্ব চন্দনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাত দেড়টার দিকে স্কুলের জানালা দিয়ে একটি রুমের আলমারিতে পেট্রোল ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়

এছাড়া, সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানাধীন লালাবাজারে একটি ট্রাকে আগুন দেয়া হয়। শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক জানান, সিলেটগামী একটি ট্রাক লালাবাজারের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের ক্যাম্পের পাশে পৌঁছামাত্র আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

দক্ষিণ সুরমা থানার সহকারী ডিউটি অফিসার জাবেদ বলেন, ট্রাকে আগুন লাগার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, শনিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ১৬ ঘণ্টায় অন্তত ৬টি গাড়ি ও ১০টি স্থাপনায় আগুন দেয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায় বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তরা আগুন দিলে ৪ জন নিহত হন। এছাড়া দুটি পিকআপ, একটি ট্রাক ও দুটি কাভার্ডভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মিডিয়া সেলের স্টেশন অফিসার তালহা বিন জসিম এ তথ্য জানিয়েছেন।তিনি বলেন, স্থাপনাগুলোর মধ্যে একটি বৌদ্ধ মন্দির ও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনে বিএনপির আহ্বানের সঙ্গে চলমান নাশকতার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না; তা তদন্ত করে দেখতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শনিবার (৬ জানুয়ারি) সকালে নিজ নির্বাচনি এলাকায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এ সময় তিনি বিএনপি-জামায়াতের গুজব ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান। ওবায়দুল কাদের বলেন, "আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা নাশকতা, অগ্নিসংযোগসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।„ বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানান তিনি। বলেন, "বিএনপি-জামায়াত দেশকে ধ্বংস করতে চায়। তারা মানুষ পুড়িয়ে রাজনীতি করতে চায়।„ ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নির্বাচন বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ কখনো কোনো অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।„ বিএনপি যাতে নাশকতা চালাতে না পারে সেজন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ভোট দেশে-বিদেশে বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কাজী হাবিবুল আউয়াল

বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল আশা প্রকাশ করেছেন যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে। শনিবার (৬ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মিট প্রেস দ্য অনুষ্ঠানে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "বিশ্বাসযোগ্যতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। তবে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করব। আমরা আশাবাদী যে, নির্বাচন দেশে-বিদেশে বিশ্বাসযোগ্য হবে।„ এক প্রশ্নের জবাবে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, একটি বড় রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভোটের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার চালাচ্ছে। ফলে এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে নির্বাচন কমিশন। তিনি বলেন, "সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে; এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। একটি বড় রাজনৈতিক দল আরো কয়েকটি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন বিরোধী জোরালো প্রচারণা চালাচ্ছে।„"বিরোধী দলের প্রতিরোধের মধ্যেও জনগণের অংশগ্রহণে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে;„ উল্লেখ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সংকট দেখা দিতে পারে। বলেন, "কারণ, একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বর্জন করছে এবং প্রকাশ্যে প্রতিহত করার ঘোষণা দিচ্ছে। আমরা এই বাস্তবতা অস্বীকার করি না।„নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন সিইসি। তিনি জানান, বিরোধিতা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও, জনগণ ও ভোটারদের অংশগ্রহণে এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে। হাবিবুল আউয়াল নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো সব বিরোধী রাজনৈতিক দলকে শান্তিপূর্ণ প্রচারণা চালানোর আহবান জানান। তিনি বলেন, "আপনারা ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে জনমত গঠনের জন্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা চালাতে পারেন।„ সিইসি আরো বলেন, "ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়ে শারীরিকভাবে নির্বাচন প্রতিহত করলে তা অপরাধ হবে।„ তিনি আরো বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যদি নির্বাচন প্রতিহত করতে অগ্নিসংযোগ ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে কমিশনকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করায়, অনেক নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এই ভোট আয়োজনকে সঠিক নির্বাচন মনে করছেন না; এ বিষয়ে সিইসির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

জবাবে সিইসি জানান, কোনো রাজনৈতিক বিতর্কে জড়ানো ইসির কাজ নয়। ইসির কাজ শুধু নির্বাচন পরিচালনা করা। তিনি বলেন, "এই বিতর্ক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে থাকবে এবং রাজনীতিবিদরাই একদিন এর সমাধান করতে পারেন।„হাবিবুল আউয়াল এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে তাদের পোলিং এজেন্ট রাখার জন্য প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্ভাব্য ভোটার উপস্থিতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন এখন ভোটার উপস্থিতির হার অনুমান করা কঠিন। তিনি আরো বলেন, "ভোটার উপস্থিতি যদি এক শতাংশের কম হয়, তবুও এটি আইনগতভাবে সঠিক হবে, যদিও কেউ কেউ এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।„সিইসি বলেন, ভোটারদের উৎসাহিত করা ইসির একটি ছোট দায়িত্ব। প্রার্থীদের উৎসাহে ভোটাররা সর্বদা কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী হন। তিনি বলেন, "আমি মনে করি এটি একটি ছোট খাটো দায়িত্ব।„এক প্রশ্নের জবাবে সিইসি জানান যে বিএনপি নির্বাচনে

অংশ নিলে নির্বাচন আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর হতো। তিনি বলেন, "আর এটা একটা সত্যি।„ মিট প্রেস দ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন; চার নির্বাচন কমিশনার, পররাষ্ট্র সচিব ও ইসি সচিব।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

নিরাপত্তা উদ্বেগ; বেনাপোল এক্সপ্রেসসহ ৩২ ট্রেন দুই দিন বন্ধ থাকবে

বাংলাদেশে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী ৩২টি ট্রেনের যাত্রা দুই দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের রেলপথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হওয়ায়, ৬ ও ৭ জানুয়ারি ৩২টি ট্রেনের চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে, এই ৩২টি ট্রেনের মুভমেন্ট কম। আর রেলপথের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শনিবার (৬ জানুয়ারি) পুড়ে যাওয়া বেনাপোল এক্সপ্রেসের বগি পরিদর্শনে আসেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. কামরুল আহসান। এ সময় সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান। রেলওয়ে মহাপরিচালক বলেন, "দিনের বেলায় মুভমেন্ট কম থাকে এমন পূর্বাঞ্চলের ২০টি এবং পশ্চিমাঞ্চলের ১২টি ট্রেন এই দুই দিন চালাচ্ছি না। আপাতত এগুলো ছাড়া বাকি সব ট্রেন চলাচল করবে।„ কেন ৩২টি ট্রেন স্থগিত করা হয়েছে জানতে চাইলে কামরুল আহসান বলেন, যাত্রী চলাচল কম থাকার কারণে এই ট্রেনগুলো স্থগিত করা হয়েছে। এসব ট্রেনে যে কর্মচারী আছে তারা অন্যান্য ট্রেনে কাজ করবে বলে জানান তিনি। "নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের লোকোমোটিভ দিয়ে রেললাইনের নিরাপত্তা দেখব। পুরো কাজটি করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্য„ যোগ করেন রেলওয়ের মহাপরিচালক। বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। পাশাপাশি, পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার সদস্যরা বিষয়টি দেখছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটা নাশকতামূলক কার্যক্রম। তবে চূড়ান্ত করে বলা যাবে না।„ ক্ষতি সম্পর্কে তিনি জানান, ট্রেনের দুটি বগি একেবারে পুড়ে গেছে এবং পাওয়ার কার আংশিক পুড়ে গেছে। এটি পরিষ্কার করার পর বুঝতে পারা যাবে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। কামরুল আহসান বলেন, রেলওয়ে নাশকতা ঠেকাতে চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন স্টেশন থেকে সিসিটিভি ফুটেজ এবং ট্রেনের ভেতরের সিসিটিভি ফুটেজ নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। "আমরা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে সিসি ক্যামেরা চালু করেছি, পর্যায়ক্রমে সবকটি ট্রেনে সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে;„ জানান রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. কামরুল আহসান। এর আগে জানানো হয়েছিলো যে বেনাপোল এক্সপ্রেসসহ দেশের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী ২১টি ট্রেনের যাত্রা দুই দিনের জন্য স্থগিত করেছে। বেনাপোল স্টেশন ম্যানেজার শাহিদুজ্জামান জানিয়েছিলেন, "অনিবার্য কারণবশত শনিবার ও রবিবার বেনাপোল এক্সপ্রেস ও ঢালারচর এক্সপ্রেস বন্ধ থাকবে।„ পাশাপাশি মহানন্দা আপ ও ডাউন, রকেট আপ ও গাউন, পদ্মরাগ ২১/২২, রংপুর শাটল ৯৭/৯৮, ঢাকা কমিউটার- ৯৯, রাজশাহী কমিউটার ৫/৬ ও বগুড়া কমিউটার ৫/৬ শনিবার ও রবিবার বন্ধ থাকবে বলে জানান তিনি। এ ছাড়া চিলমারী কমিউটার এবং লোকাল (৪৬২/৪৫৫/৪৫৬/৪৬১) শনিবার আংশিক চলবে এবং রবিবার পুরোপুরি বন্ধ থাকবে।
এর আগে, শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে বেনাপোল এক্সপ্রেস নামের ট্রেনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। আগুনে ট্রেনটির অন্তত ৫টি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এসময় দগ্ধ হয়ে অন্তত চার যাত্রীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সংস্থাটির সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্তণে কাজ শুরু করে। রাত ১০টা ২০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মাসুদ সারোয়ার জানান, গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসের ৫টি বগিতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এতে পাঁচটি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। চারজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম। ফায়ার সার্ভিসের আরেক মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ট্রেনটির কয়েকটি বগিতে আগুন দেয় ধরিয়ে দেয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ঢাকায় ট্রেনে আগুন: বিএনপি নেতাসহ গ্রেফতার ৬, তদন্ত কমিটি গঠন

বাংলাদেশর রাজধানী ঢাকা গোপীবাগে শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাতে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দেয়ার ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এ আগুনের ঘটনায় অন্তত ৪ জন নিহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে এক বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা খান জানান, বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের (ডিআরএম) তত্ত্বাবধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ চিহ্নিত করে, এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। কমিটির প্রধান হলেন, বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী মো. সৌমিক শাওন কবির। কমিটিকে ৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে, শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে বেনাপোল এক্সপ্রেস নামের ট্রেনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। আগুনে ট্রেনটির অন্তত ৫টি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এসময় দগ্ধ হয়ে অন্তত চার যাত্রীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সংস্থাটির সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্তণে কাজ শুরু করে। রাত ১০টা ২০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মাসুদ সারোয়ার জানান, গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসের

৫টি বগিতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এতে পাঁচটি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। চারজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম। ফায়ার সার্ভিসের আরেক মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ট্রেনটির কয়েকটি বগিতে আগুন দেয় ধরিয়ে দেয়া হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগে জড়িত থাকার অভিযোগে, বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে বাকিদের পরিচয় জানা যায়নি। শনিবার (৬ জানুয়ারি) ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হারুন-অর-রশীদ এ তথ্য জানান। তিনি আরো জানান যে, ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নবী উল্লাহ এবং আরো পাঁচজন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ডিবি প্রধান বলেন, অগ্নিসংযোগের আগে বিএনপির ১০-১১ জন নেতাকর্মী ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তারা সবাই হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন।

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বিএনপি। বলেছে, "সরকার বিরোধী দলকে দোষারোপ করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য আগুন নিয়ে খেলছে।„শনিবার (৬ জানুয়ারি) হরতালের সমর্থনে অনুষ্ঠিত এক মিছিলে এ কথা বলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সকাল ৬ টা থেকে ৪৮ ঘণ্টার এই হরতাল শুরু হয়েছে। রহুল কবির রিজভী বলেন, "সরকার আবার আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। তারা একতরফা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অতীতের মতো পুরানো খেলায় মেতে উঠেছে।„রিজভী দাবি করেন, এর আগেও ক্ষমতাসীন দল অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, "বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড ও হতাহতের ঘটনা সরকারের পুরানো খেলার অংশ বলে জনগণ বিশ্বাস করে।„রিজভী অভিযোগ করেন, ক্ষমতাসীনরা সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তিনি বলেন, কর্তৃত্ববাদী দেশের মতো নির্বাচন আয়োজন করতে, সরকার একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে, আর দায় চাপাচ্ছে বিরোধী দলের ওপর।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ট্রেনে আগুন দেয়ার মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তারা কোনো প্রচেষ্টা বাদ দেবেন না। শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং অপরাধীকে দেশের আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।„মোমেন উল্লেখ করেন যে, জনগণের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টির এই অপচেষ্টা গণতন্ত্রের চেতনা ও আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশি নাগরিকদের উৎসাহী অংশ গ্রহণের প্রতি অপমানস্বরূপ। তিনি বলেন, "সহিংসতার এই ধরণ আমরা আগেও দেখেছি যা আমাদের সমগ্র সমাজের বিবেককে এবং অবশ্যই সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করেছে।„আব্দুল মোমেন উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের জনগণ যখন উৎসবমুখর জাতীয় নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন দুর্বৃত্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি বলেন, বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত এই নিন্দনীয় ঘটনা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কেন্দ্রে আঘাত করেছে। আব্দুল মোমেন আরো বলেন, নির্বাচনের ঠিক একদিন আগে এই ঘটনা, দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উৎসব, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত করার চূড়ান্ত অভিপ্রায়ে ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের অপমান, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আক্রমণ এবং নাগরিক অধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেন আব্দুল মোমেন।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপির লিফলেটে কী আছে?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ তাদের কয়েকটি মিত্র দল অংশগ্রহণ করলেও ভোট বর্জন করেছে বিএনপি ও সমমনারা। ভোট বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলন ডেকে তা সফল করতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে তারা। বিএনপির দফতর সূত্র বলছে, ইতিমধ্যে ১২ কোটি ভোটারের কাছে এই লিফলেট পৌঁছেছে। লিফলেট বিতরণে পুলিশি ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বাধা দেয়ারও অভিযোগ রয়েছে দলটির। কী আছে ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বিএনপির বিতরণ করা লিফলেটে? গত ২৮ অক্টোবর ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপি মহাসমাবেশ চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও তফশিল ঘোষণার পর তা বাতিলের দাবিতে বিএনপি টানা হরতাল-আর অবরোধ পালন করে। ১২ দফায় ২৪ দিন অবরোধ এবং ৫ দফায় ৬ দিন হরতাল পালনের পর গত ২০ ডিসেম্বর ভোট বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় দলটি। এরপর গত ২১ ডিসেম্বর থেকে দলটি ভোট বর্জনের পক্ষে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি শুরু করে বিএনপি। দুই থেকে তিন করে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে আসছে দলটি। পঞ্চম ধাপে ২, ৩ ও ৪ জানুয়ারি লিফলেট বিতরণের কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি। ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতিতে কমাতেই দলটির এই তৎপরতা। দলটি গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের তিন মেয়াদের নানা অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেছে এই লিফলেটে। এতে বলা হয়েছে- আওয়ামী লীগ মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি করেছে। যার ফলে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। এছাড়া খেলাপি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের পথে।

কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধিতে অসহায় অবস্থা পড়ে গেছে। দেশে বর্তমানে ভোটাধিকার ও মানবাধিকার না থাকায় সর্বক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারির ভোট একতরফা ও পাতানো উল্লেখ করে লিফলেটে বলা হয়েছে- একটি দলের মনোনীত, স্বতন্ত্র এবং ডামি প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনের নামে খেলা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। এটি কোন নির্বাচন নয়। তাই নির্বাচন ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনে দলটির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে ৫ আহ্বান জানানো হয়েছে।

১. ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচন বর্জন আহ্বান ।

২. ভোটগ্রহণে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার আহ্বান ।

৩. সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, ইউটিলিটি বিল, ও অন্যান্য প্রদেয় স্থগিত রাখার আহ্বান ।

৪. ব্যাংকগুলো সরকারের লুটপাটের অন্যতম মাধ্যম হওয়ায় ব্যাংকে লেনদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার আহ্বান।

৫. রাজনৈতিক মামলাসহ মিথ্যা ও গায়েবী মামলায় অভিযুক্তগণ মামলায় হাজিরা দেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান ।

গত প্রায় দুই সপ্তাহে বিএনপি কতসংখ্যক লিফলেট বিতরণ করেছে তা জানতে বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি ২০২৪) ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় দলটির সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপুর সঙ্গে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ১২ কোটি ভোটারের প্রায় সবার কাছেই আমাদের লিফলেট পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি থাকলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে ভোটের আগ পর্যন্ত চলবে। লিফলেট বাজেট সম্পর্কে তিনি বলেন, "এখানে দলের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন বাজেট নেই। কারণ, আমরা কেন্দ্র থেকে এটি সব বিলি করছি না। আমরা লিফলেটের ডিজাইন করে দল ও অঙ্গসংগঠনের দায়িত্বশীলদের কাছে পাঠিয়েছি। তারা বিভিন্ন ভবে ছাপিয়ে নিচ্ছে। ছাপিয়ে সেগুলো দল বা অঙ্গসংগঠনের ইউনিটগুলো দিচ্ছে। ইউনিটের নেতারা এলাকা ভাগ করে তা বিলি করছেন। এই প্রতিকূল মুহূর্তে এই কর্মসূচির বাজেট নির্ণয় করা সম্ভব না।"

এদিকে, বিএনপি ভোট বর্জনের পক্ষে ও অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে যে লিফলেট বিতরণ করছে সেটিতে ক্ষমতাসীন দল ও পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিএনপির লিফলেট বিতরণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "দীর্ঘদিন পরে বিএনপির শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তারা মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে ভোট না দিতে। ভোটকেন্দ্রে যাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার। মানুষ ভোটকেন্দ্রে যাবে। বিএনপি সেখানে লিফলেট বিতরণ করে তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে। বিএনপির আহবানে মানুষ সাড়া দেবে না।" তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ ভোটের মৌসুমে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে উৎসবের শামিল হবে এটাই তাদের জন্যে স্বাভাবিক ঘটনা। সেক্ষেত্রে বিএনপি অতীতের অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচন বন্ধ করতে চেয়েছিল, বর্তমানে সহনশীল কর্মসূচি পালন করছে। এ ধরনের কর্মসূচিতে আমরা কোন বাধা দিচ্ছি না।"(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

রামুর প্রাচীন উসাইচেন বৌদ্ধ বিহারে আগুন

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার রামুর একটি বৌদ্ধ বিহারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় উসাইচেন বৌদ্ধ বিহারের (বড় ক্যাং নামে পরিচিত) সিঁড়ি পুড়ে গেছে। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলা সদরের চেরাংঘাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার পর থেকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে। শনিবার (৬ জানুয়ারি) সকালে পুলিশসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আবু তাহের দেওয়ান জানান, শুক্রবার রাতে রামু উপজেলা সদরের চেরাংঘাটা এলাকায় অবস্থিত রাখাইন সম্প্রদায়ের দেড়শ বছরের পুরানো কাঠের তৈরি উসাইচেন বৌদ্ধ বিহারে (বড় ক্যাং) এ ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, পুরোহিতসহ অন্যরা প্রতিদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ২টার দিকে আকস্মিক আগুন লেগে যায়। এ সময় বৌদ্ধ বিহারের ভেতরে অবস্থানকারীরা চিৎকার শুরু করে। পরে, এলাকাবাসী এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে রামু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।"আগুনে বৌদ্ধ বিহারটির ভেতরের কাঠের তৈরি একটি সিঁড়ি পুড়ে গেছে। তবে দ্রুত আগুন নেভানো সম্ভব হওয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে;„ বলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু তাহের দেওয়ান। তিনি জানন, এটি দুর্ঘটনা, নাকি নাশকতা, এ বিষয়ে পুলিশ এখনো নিশ্চিত নয়। বৌদ্ধ বিহারসহ আশপাশের সব সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত চলছে। বড় ক্যাং বৌদ্ধবিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মং কিউ রাখাইন জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে বিহারে আগুন দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগুন ধরিয়ে দিয়ে এক ব্যক্তিকে চলে যেতে দেখা গেছে সিসি ক্যামেরায়। "এটি পরিকল্পিত ঘটনা, নাশকতার চেষ্টা;„ বলেন মং কিউ রাখাইন। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, ইসলাম ধর্ম অবমাননা সংশ্লিষ্ট একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধমাবলম্বীদের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা হয়েছিলো। সে সময় ১৯টি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও অন্তত ২৬টি বসতঘরে একসঙ্গে হামলা চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মন্দির ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে লুটপাট করা হয়, অগ্নি সংযোগ করা হয়। ঐ ঘটনার পর, রামু উখিয়া ও টেকনাফ থানায় ১৯টি মামলা দায়ের হয়। এজহারে

৩৭৫ জনের নাম উল্লেখ করে ১৫ হাজারের বেশি মানুষকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়। পরে একটি মামলা প্রত্যাহার করা হয়। আর ১৮ মামলায় নয়শ,জনের বেশি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

তারা ৩ মাসও ক্ষমতায় টিকতে পারবে না : আফরোজা আব্বাস

কোনও দলের পক্ষ নিয়ে বলছি না। সেখানে আমার মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন কোনও বিবেচ্য বিষয় নয়। তারা বাংলাদেশে একটি গণতন্ত্রের চর্চা দেখতে চাইছে বলে আমার মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের পদক্ষেপের ওপর বাকিটা নির্ভর করবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আফরোজা আব্বাস : ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করেছিল। ভারতের ভূমিকা হওয়া উচিত গণতন্ত্র রক্ষার জন্য। কোনও একটি দলের পক্ষে না গিয়ে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ কী চায়, সেটা ভারতের ইচ্ছে বা কার্যকলাপে প্রকাশ পাবে। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সেটাই আমি আশা করব।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস/ ছয় মাস/ এক বছর/ পূর্ণমেয়াদ?

আফরোজা আব্বাস : দ্বাদশ নির্বাচনই তো হচ্ছে না। বানরের পিঠা ভাগাভাগি করে সিলেকশনের মত একটি দল ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। জনগণ এটা প্রতিহত করছে এবং করবে। জনগণ এবারে নির্বাচনকে আসলে বয়কট করেছে। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখতে পাবেন। তারা ৩ মাসও ক্ষমতায় টিকতে পারবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

আফরোজা আব্বাস : এই নির্বাচনে আমি ভোট দিতে যাব কি না? আসলে এই প্রশ্নটিই ভুল। এ নির্বাচন তো আমি বয়কট করেছি। গত নির্বাচনে আমি নিজে প্রার্থী ছিলাম, আমি নিজেই নিজের ভোট দিতে পারি নাই। যে ভোট দিতে যাবে, সে আসলে নিজেকে অপমানিত করবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয় : ইশরাক হোসেন

ইশরাক হোসেন : বিএনপিকে ছাড়া এই নির্বাচন কোনভাবেই অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে না। এটাকে শূন্য বলা যেতে পারে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচনকে প্রত্যাখান করেছে। তৃণমূল থেকে শহরে-বন্দরে যেখানে যার সঙ্গে কথা বলবেন, সবাই বলবে, তারা এই নির্বাচন প্রত্যাখান করেছে। শুধু তাই নয় ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সমর্থকরা এটাকে কোনও নির্বাচন বলে মনে করছে না। তারা ধরে নিয়েছে যে এটি সাজানো-পাতানো একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

ইশরাক হোসেন : বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেশের ১৮ কোটি ভোটারের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে বলে আমি মনে করি। তাদের ভূমিকা একটি নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা সেটা দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তার মাধ্যমে জনগণ একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। বাংলাদেশে আমরা যারা আন্দোলন করছি তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশ্ব যদি সমর্থন জানায়, তাহলে বর্তমান যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, তার থেকে মুক্ত হতে পারব। আমরা আবারও ভোটাধিকার ফিরে পাব। ভোট দিয়ে পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারব এবং বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসবে বলে আশা করি। ফলে, তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ আশা করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে সেটা ভবিষ্যতে ধরে রাখবে যাতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ইশরাক হোসেন : ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। তারা ধারাবাহিকভাবে ২০১৪ ও ২০১৮ সাল এবং বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি, ভিন্নভাবে হলেও তারা এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ভারতের অবস্থান গণবিরোধী। দাবি করা হয় যে, জনসংখ্যার দিক বিবেচনায় ভারত সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রের প্রতি তার এমন আচরণ বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত এই রকম নগ্ন হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের সমর্থনের ফলে বাংলাদেশে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে- তার দায় কিন্তু ভারত এড়াতে পারে না। আশা করব, তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে, অবস্থান পরিবর্তন করে একটি দল বা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস/ ছয় মাস/ এক বছর/ পূর্ণমেয়াদ?

ইশরাক হোসেন : আসলে বর্তমান সরকারকে আমরা বৈধতা দিচ্ছি না। আর এই নির্বাচনকে তো বৈধতা দিচ্ছি না। ফলে, তার ক্ষমতায় টিকে থাকার বিষয়টি আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। আমরা আন্দোলনকারী দলগুলো এই

সরকারের যতদ্রুত পতন এবং পদত্যাগে বাধ্য করতে পারব ততই জনগণের মঙ্গল হবে এবং আন্দোলনের সফলতা আসবে। তারা ৬ মাস নাকি ১ বছর টিকল তা আমাদের কাছে মূল্য নেই। যাদের এক মুহূর্তের বৈধতা নেই তাদের ক্ষমতা থাকা, না থাকায় কী আসে যায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

ইশরাক হোসেন : অবশ্যই না। দেশে ভোটদানের কোনও প্রক্রিয়া নেই এবং এই নির্বাচন আমরা বর্জন করেছি। বিএনপির পক্ষ থেকে এই ভোট বর্জনের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা কেউ ভোট দিতে যাব না।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ভোটার হওয়া পর থেকে এখন পর্যন্ত ভোট দিতে পারিনি : ছাত্রনেতা মশিউর রহমান খান

ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের তরফ থেকে যখন সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান ব্যক্ত করা হয়, তখন মানুষ তাকে সাধুবাদ জানায়। এদেশের মানুষ আশা করে অপরাপর গণতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে কার্যকর অবস্থান বজায় রাখবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

মশিউর রহমান খান : এদেশে সাধারণ মানুষের ধারণা ভারতের সমর্থনেই বর্তমান সরকার ভোট ছাড়া জোর করে ক্ষমতায় থাকতে পারছে। ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের বেলায় আমরা ভারতকে প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করতে দেখেছি। এখন ৭ তারিখের প্রহসনের নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতের ভূমিকা মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। স্থিতিশীলতা রক্ষার নামে কার্যত তারা আবারও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার আয়োজনের পক্ষ নিচ্ছে। যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ। ভারত রাষ্ট্র যদি অব্যাহতভাবে এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে মদদ জুগিয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শত্রুতে পরিণত হবে। ভারতের জনগণ আমাদের বন্ধু, আমরা ভারতকে তাদের এই অবস্থান থেকে সরে আসার আহবান জানাই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস/ ছয় মাস/ এক বছর/ পূর্ণমেয়াদ?

মশিউর রহমান খান : সরকার ৭ জানুয়ারি গায়ের জোরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে বিরোধীদের ওপর সর্বাত্নক দমন-পীড়নের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা নবায়নের একটি তারিখ ঠিক করেছে। এটিকে তারা নির্বাচন বলবে। কিন্তু মানুষ একে তামাশা হিসেবে বর্জন করবে। জনগণের হাজার কোটি টাকা শ্রাদ্ধ হিসেবে দেখবে। এভাবে তারা কতদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে আমরা জানি না। কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় ফ্যাসিস্ট কায়দায় শাসন চিরস্থায়ী নয়। ফলে গণ-আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার শাসনেরও আজ বা কাল পতন হবেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

মশিউর রহমান খান : আমি ভোট দিতে চাই। কিন্তু ভোটার হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ভোট দিতে পারিনি। ৭ জানুয়ারি আমার ভোটাধিকার কেঁড়ে নেওয়ার আরেকটি আয়োজনে শামিল হবার কোনও সুযোগই নেই। বরং আমরা এই তথাকথিত ভোট বর্জন করে মানুষকে সরকার ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের গণআন্দোলনে শামিল হবার আহবান জানাব। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

১৫৪টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংসদও সারা বিশ্বের কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছিল : দিলীপ বড়ুয়া

বিএনপি প্রধান বিচারপতির বয়স বাড়িয়েছিল তাদের লোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানোর জন্য। ইয়াজউদ্দিন সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হলো শেষ পর্যন্ত। এগুলোর নায়ক কিন্তু বিএনপি এবং জামায়াত ইসলাম। বিএনপি যদি এটা না করত তাহলে এই প্রশ্নগুলো আসত না। এখন তারা নতুন করে `ভেগ, ধরেছে। কিন্তু, জনগণ তাদের সেভাবে বিশ্বাস করছে না। সরকারের প্রতি যে জনগণের বিশ্বাস আছে, তাও না। কিন্তু, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, বিরোধী দল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। যার ফলে তারা সরকারকে তাদের দাবি আদায়ে বাধ্য করাতে পারবে না ।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক ও গ্রহনযোগ্য?

দিলীপ বড়ুয়া : ১৫৪টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংসদও কিন্তু সারা বিশ্বের কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছিল। এই আমেরিকাও সাপোর্ট দিয়েছিল, আমাদের এখানে আন্তর্জাতিক পার্লমেন্টারী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সাবের হোসেন চৌধুরী এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের স্পিকার ছিলেন ওই সংসদের। তারাই তো অ্যাকসেপ্ট করেছিল। এখন তারা শেখ হাসিনাকে পছন্দ করছে না, শেখ হাসিনা তাদের এজেন্ডাগুলোকে বাস্তবায়িত করছে না; সেজন্য তারা এসব কথাগুলো বলছে। আমি মনে করি- শেখ হাসিনার সরকার গঠনের পর যদি সার্ভাইভ করতে পারে তাহলে গ্রহণ করবে না কেন? সবাই গ্রহণ করবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

দিলীপ বড়ুয়া : আমি মনে করি তারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। ডিক্টেট করছে, কীভাবে হবে, না হবে। আমাদের দেশের জনগণ আমরা যেভাবে করতে চাই সেভাবেই আমরা করব। বিরোধীদের ভিন্নমত থাকতে পারে কিন্তু তাদের সরকারকে বাধ্য করতে হবে। কিন্তু, বাধ্য করার মতো সেই ধরনের ক্ষমতা বিরোধী দলের নেই। জনগণও তাদের বিশ্বাস করছে না। কাজেই তাদের আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে তারা রক্ষা করতে পারছে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

দিলীপ বড়ুয়া : ভারত স্টেটমেন্ট দিয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। এটাই তো তারা বলছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

দিলীপ বড়ুয়া : পুরো টার্ম অর্থাৎ পাঁচ বছরই টিকতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সেই যোগ্যতা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, সাহস আছে। তার যে চিন্তা, তার আলোকে তিনি নতুন নতুন থিওরি আবিষ্কার করছেন, সেই নতুন নতুন থিওরির ভিতর দিয়ে ওনি ওনার শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখছেন।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

দিলীপ বড়ুয়া : আমি অবশ্যই ভোট দিতে যাব।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

এটা বিশ্বাস করি না কানা-খোঁড়া, ল্যাংড়া-লুলা যাকে মনোনয়ন দেবেন তাকেই ভোট দিতে হবে : শফি

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনসহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না- এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হাসিবুল হাসান।

সাক্ষাৎকার : নব্বইয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতা শফী আহমেদ

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কি?

শফী আহমেদ: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশের একাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু, পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, একটা অবাধ, নিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে তারা মডেল নির্বাচন হিসাবে দেখতে চায়। এখন বর্তমান সংবিধানের আওতায় যে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানে অনেক রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে না। আওয়ামী লীগের বাইরে আছে শুধুমাত্র জাতীয় পার্টির কাদের-চুন্নু। তাদের মধ্যেও যে সমঝোতা হয়েছে সেই ২৬টি আসনের বাইরের প্রার্থীরা ইতোমধ্যে (প্রার্থীতা) প্রত্যাহার করা শুরু করেছে। আর যে নতুন সংগঠনগুলো তৈরী হয়েছে, তুণমূল বিএনপি বা বিএনএম, এগুলো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না। ১৪ দলীয় জোটে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, তারাও মোট ছয়টি আসন পেয়েছেন। এটাও একটা সমঝোতা। তারা একটি রাজনৈতিক জোট, এই জোটের মধ্যেই নির্বাচন। যেহেতু এই জোটের বাইরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হওয়ার মতো কিছু নাই, ফলে মানুষের

কাছে বিচার-বিবেচনা রাজনৈতিকভাবে আসছে না। মানুষের মধ্যে বিবেচনা যেটা আসছে তা হলো- এটা আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রদের মধ্যে নির্বাচন। ফলে এই নির্বাচন দেশের মানুষদের একাংশের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে, অন্যদের কাছে হবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো?

শফী আহমেদ: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টা আমি এই কারণে বলতে চাই না যে, সরকার এটাকে সাংবিধানিকভাবে সংবিধান থেকে বাদ দিয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাস দেখলে বলা যায়- ১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে কয়টি নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে তুলনামূলকভাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে।

এখন একটা সভ্য দেশে বারবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে, এই কথাটা বলাও সমীচীন নয়। তবে আমাদের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সেখানে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন স্বাধীনতার পরে কখনই গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ফলে প্রশ্নটা থেকেই যায়। এখন এই প্রশ্নকে মীমাংসা করতে হলে যা করতে হবে তা, সংবিধানের মধ্যেই আছে বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

দেশ ও জাতির প্রয়োজনে কোনও একটা সংশোধনী আনা যেতে পারে। সেটা তো আমার কথায় হবে না। সারা দেশে একটা আন্দোলন চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা দিয়েছেন একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করবেন। সেক্ষেত্রে যারা নির্বাচনটা আয়োজন করবেন তারা আমার মতে, সেইভাবে আয়োজন করতে সক্ষম হন নাই বা অন্যান্য দলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হননি। ফলে যে নির্বাচন হচ্ছে, সেটা গ্রহণযোগ্যতা না পেলে পরবর্তীতে জাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। সব মিলে এখন একটা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করছে, এই ধরনের পরিস্থিতি যখন থাকে তখন দেশে নানা রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

শফী আহমেদ: বিএনপিকে নির্বাচনে আনতেই হবে বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু, বিএনপি তিনবার ক্ষমতায় ছিল। বিএনপির জনসমর্থন শতকরা হিসাবে আগের নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে আওয়ামী লীগের কাছাকাছি। তবে এই মুহূর্তে নির্বাচন বর্জনের ক্ষেত্রে বিএনপির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। আবার মানুষ এটাও মনে করে, বিএনপি না এলে জাতীয় পার্টি হবে পুতুল বিরোধী দল। এই অর্থে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো সরকারের দায়িত্ব ছিল। যদিও সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির অচলবস্থা নিরসনের নজির ইতিহাসে নাই। পাকিস্তান আমলেও নাই। কিন্তু রাজপথে যদি সংগ্রাম করতে হয়, সেটার শক্তিও বিএনপির নাই। সেক্ষেত্রে আমি বলেছি, বহির্বিশ্ব বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে, সেটা আমাদের জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

শফী আহমেদ: তারা তো প্রায় দেড় বছর যাবৎ একটা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। তারা একটি অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায়। এখন তাদের যে অবস্থান সেটা নীতিগত। বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পরে তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে যে কথা বলছে, সেটা আমাদের পাশের দেশ মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধেও বলছে। আবার অন্যান্য যেখানে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, সেখানেও তারা ভূমিকা রাখছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

শফী আহমেদ: ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সর্বশেষ যে কথাটা বলেছেন- `স্থিতিশীলতার স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, গণতন্ত্রেও স্বার্থে, প্রগতির স্বার্থে। এই যে প্রগতি শব্দটা এটা ভারতীয় কোনও পলিটিশিয়ান বা ডিপলোম্যাটের মুখ থেকে এ পর্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই।

এখন ভারতে আছে একটা হিন্দুত্ববাদী সরকার, বিজেপি। সেই বিজেপি সরকারের প্রতিনিধি যখন বলেন, প্রগতিবাদ, এটা দ্বারা তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন আমি জানি না। আর স্থিতিশীলতা তো অবশ্যই কাম্য। আমরাও সেটাই চাইব। আর গণতন্ত্র ও উন্নয়নও চাইব। ফলে স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রশ্নের ভারতের যে বক্তব্য সেটা গ্রহণযোগ্য।

ভারত আমাদের পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের সহযোগিতা করেছে। সেক্ষেত্রে ভারতের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা- ভারত ইচ্ছা করলে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে ভালো ভূমিকা রাখতে পারতো। বর্তমানে তাদের যে ভূমিকা আমি সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ বলতে চাই না; কিন্তু মানুষ তার সমালোচনা করে। বিএনপি তো সরাসরি বলেছে যে, ভারতের জন্য আমরা এই জায়গায় এসেছি। আমি মনে করি- একমাত্র একাত্তরের পরাজিত শক্তি ছাড়া বাকি সবার সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক রাখা উচিত। জনগণ টু জনগণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

শফী আহমেদ: ঠিক এভাবে বলা যায় না। তবে আন্তর্জাতিক চাপটা কী পরিমান আসে, সেটা দেখার ব্যাপার, সেটার উপর নির্ভর করবে। যেমন বেগম জিয়া একটা নির্বাচন করেছিলেন ১৯৯৬ সালে এক মাসের জন্য। যদিও আমি মনে

করি না এমন কিছু হবে। তবে দেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন, প্রগতি সব কিছুর স্বার্থেই একটা জাতীয় ঐক্যমতে আসতে হবে। একটা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কিছু কিছু বিষয়ে ঐক্যমত হতেই হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

শফী আহমেদ: আমি যাবো না এই কারণে যে, আমি তো স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলাম। হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আমার ভোট তো গ্রামের বাড়িতে, সেখানে আমার যারা সমর্থক তারাও নিরাশ। আর আমি ভোট কাকে দিব? আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী জাতীয় পার্টির। আমি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের নেতা। সে হিসাবে তো আমি লাঙ্গল মার্কায় ভোট দিতে পারি না। আর আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী হয়েছেন, ওনি তো রাজনৈতিকভাবে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না। ওনি একজন আমলা। ওনি আমলা থেকে সরাসরি এসে নির্বাচনে নেমেছেন। ওনার ক্ষমতা আছে নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়েছেন।

আমি এটা বিশ্বাস করি না যে- কানা-খোঁড়া, ল্যাংড়া-লুলা যাকেই মনোনয়ন দেবেন তাকেই ভোট দিতে হবে। আমি তো রাজনীতি করা লোক; আমি এটা করতে পারি না। আমার ভোট আমি দেবো, পছন্দের লোককে দেবো। ওনারা আমার পছন্দের লোক না। ফলে আমি কাকে ভোট দেব? (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

অন্য কোনও দেশ কাউকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে না, উঠাতে পারে না : মোহাম্মদ এ আরাফাত

আমি মনে করি- নির্বাচন কার অধীনে কী? সেটা না দেখে, নির্বাচনটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হলো, সেটাকে ফোকাস করে জাজ করা উচিত, মূল্যায়ন করা উচিত। আমরা উন্নতি করছি কি না সেটা দেখা উচিত। আমরা দেখছি বিএনপি আসার পরেও এবার অনেক ভালো নির্বাচন হওয়ার সুযোগ ছিল। কেন? কারণ প্রধানমন্ত্রীর একটা কমিটমেন্ট ছিল। ২০১৮ সালে বিএনপি নির্বাচনে এসেছে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। চলে গেছে। ওই নির্বাচনে টেলিভিশনগুলো লাইভ দেখাচ্ছিল, সকাল ভোট কেন্দ্র ভোটারে ভরপুর ছিল। ১১ টা, সাড়ে ১১টার সময় মির্জা ফখরুল-ড.কামাল হোসেন ইতিবাচকভাবে তাদের স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন। তারপর হুট করে বিএনপি প্রত্যাহার করা শুরু করল। একটা বড় দল এসে যদি প্রত্যাহার করে তখন তো পুরো জিনিসটা কলাপস করে। সেটা হয়তো পরবর্তীতে করেছে। সেটা নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। আমার কথা হচ্ছে একটা বড় দল যদি নির্বাচনে না আসে বা আসার পরেও পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে তাহলে একটা ভালো নির্বাচন হওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই ওই অর্থে নির্বাচন ভালো না হলে এর দায় বিএনপিকে নিতে হবে। আমরা এককভাবে সরকারি দলকে সকল দায় দিয়ে দেই, এটা আমার কাছে আনফেয়ার মনে হয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

মোহাম্মদ আলী আরাফাত: ধরেন বিএনপির ৩০ শতাংশ সমর্থক আছে। এখন আমরা মনে করি এটা আরও কমে গেছে। ২০০৮ সালে বিএনপি ২৯টা সিট পেয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের অগ্নিসন্ত্রাসসহ বিভিন্ন বিষয় আছে। তারা সু-সংগঠিত নয়। তাদের নেতা নাই। নেতারা দনিগুত। ফলে তাদের সমর্থক কমে ২০ বা ২৫ শতাংশ হয়েছে। তবুও আমি তর্কের খাতিরে ৩০ শতাংশই ধরলাম। এই ৩০ শতাংশ ভোটার হয়তো ভোট দিতে আগ্রহী হবে না। আর ৭০ শতাংশ ভোটার যদি ভোটের ব্যাপারে আগ্রহী থাকে তাহলে আপনি এই নির্বাচনকে কেন অংশগ্রহণমূলক বলবেন না? তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে কিন্তু কাউকে মানা করা হচ্ছে না। নির্বাচন কিন্তু সকলের জন্য উন্মুক্ত। নির্বচন বয়কট বিএনপি এক তরফা করেছে। ফলে নির্বাচন এক তরফা হচ্ছে না। বয়কট তারা এক তরফা করেছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মোহাম্মদ আলী আরাফাত: যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তো খুবই ইন্টারেস্টটিং। কারণ, তাদের নিজেদের নির্বাচন নিয়েই কিন্তু বিতর্কের শেষ নেই। তাদের বিরোধী দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থীকে কনভিক্ট করে রেখে দিয়েছে। তাদের নির্বাচনের পরে যে সহিংসতা হয়েছে, ক্যাপিটাল অ্যাটাক হয়েছে, তাদের সংসদ ভবন যেটা। ৭২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে। গণহারে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং সাজা হয়েছে। তারা দুইশ, আড়াইশ বছর পরেও সেখানে পড়ে রয়েছে। সে তুলনায় আমাদের এখানে তো নব্য ডেমোক্রেসি। বাংলাদেশের বয়স ৫৩ বছর। তার মধ্যে ১৬ বছর গেছে মিলিটারী রুলে। এর সঙ্গে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে মুক্তযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এখানে পুনর্বাসিত হয়েছে। তারা এখনো আছে। এই বাস্তবাতায় যতটা ইনপ্রুভমেন্ট আমাদের হয়েছে আমি মনে করি ভালো আছি।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

মোহাম্মদ আলী আরাফাত: বাংলাদেশের নির্বাচনে ভূমিকা বাংলাদেশের মানুষ নেবে। অন্য কোনও দেশ কীভাবে কী করতে পারে, আপনি বলেন। কারও কিছু করার নেই। এগুলো সব পারসেপশন। অন্য কোনও দেশ কাউকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে না, উঠাতে পারে না। ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত এগুলো করতে পারে। কিন্তু দিন শেষে যদি আপনার জনগণের মধ্যে শক্ত ভিত্তি থাকে, আপনার সেই সাপোর্ট থাকে, ব্যুরোক্রেসি, মিলিটারি, সাধারণ মানুষ, সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে, ব্যবসায়ী সমাজ এরাই তো সমাজের স্টেকহোল্ডার, খুঁটি। সবাই মিলে এই দলের নেতৃত্ব আমাদের

সকলের জন্য মঙ্গলজনক তাহলে সেই নেতৃত্বকে সহজে টলানো যাবে না। শেখ হাসিনা হচ্ছে সেই নেতৃত্ব। এজন্য কেউ কিছু করতে পারছে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

মোহাম্মদ আলী আরাফাত: পূর্ণ মেয়াদ টিকবে। অর্থাৎ পাঁচ বছর টিকবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

মোহাম্মদ আলী আরাফাত: নৌকার বিজয় সু-নিশ্চিত। এটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না। ভোটাররা ভোট দিতে আসলে আমরা জিতব। আমরা যেটা বলছি- শুধু জিতলে হবে না, প্রচুর ভোট দিতে হবে। কারণ আমাদের প্রতিপক্ষ যেহেতু ভোট বর্জন করছে, তাদের তো জবাব দিতে হবে। এই জবাব ভোটের মাধ্যমে দেবো। যারা ভোটের বিপক্ষে, তারা গণতন্ত্রেরও বিপক্ষে। যারা শান্তির বিপক্ষে তারা সন্ত্রাস করে। আমাদের অবস্থান শান্তির পক্ষে, সন্ত্রাসের বিপক্ষে। ভোটের পক্ষে অর্থাৎ গণতন্ত্রের পক্ষে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

এটা মেয়াদ রিনিউয়ের নির্বাচন : সৈয়দা আসিফা আশরাফী পাপিয়া

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে তারা বিপদাপন্ন হবেন না। সেগুলো নিয়ে শেখ হাসিনার কথা নাই। বর্তমান সরকারের পক্ষে যারা যাবে, তারা অবৈধভাবে যাকে ব্যবহার করতে পারবে, সেটা নিয়ে কোনও কথা বলবে না। কিন্তু কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে কোনও কথা বলে, সেটা নিয়ে আওয়ামী লীগের মাথাব্যথা হয়ে যায়। এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকারের যে দাবি, সেই নিরপেক্ষ ভোটের অধিকারের দাবির সঙ্গে একমত হয়েছেন। একমত হওয়ার তো কারণ আছে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্য স্টিফেন সোলার্জ ফরেন অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাক্টে এই সংশোধনী যুক্ত করার প্রস্তাব দেন যে, বাংলাদেশে মার্কিন সহযোগিতার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্ত যুক্ত করে দেওয়া হোক। সেখানে ৫ শর্তের মধ্যে ছিলো- বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন, `যাতে জনগণের মতের প্রতিফলন থাকবে,। এখন অবৈধ সরকারের পক্ষে যে জিনিসগুলো যাচ্ছে না, তখন তারা অশালীন ভাষায় সমালোচনা করছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করছে । রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত না। দাতা দেশগুলোর প্রতি কটুক্তি করা উচিত না নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে ।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আশরাফী পাপিয়া: ৭ই জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে ভারত বাংলাদেশের নাগরিকের বিপক্ষে তাদের অবস্থান। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে পারেনি। অতীতেও না, বর্তমানেও না, ভবিষ্যতেও করার কোনও কারণ নাই। তার কারণ ভারত বাংলাদেশে ১৮ কোটি মানুষকে তার পণ্যের বাজার হিসেবে দেখতে চায় এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে ফ্রি ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। নিজেদের বিদ্রোহ দমনে রুট হিসেবে বাংলাদেশের সীমান্ত ও রাস্তাঘাট ব্যবহার করছে। ভারতের আধিপত্য আমার নাগরিকত্বের সম্মানহানি করছে। এজন্য আমি লজ্জিত, দুঃখিত এবং ভারতের এই ধরনের আচরণ নিন্দনীয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

আশরাফী পাপিয়া: বাংলাদেশের কোনও নাগরিক তথাকথিত অবৈধ সরকারের কাছে নিরাপদ না। তারা প্রশাসনকে দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করছে। এটা নির্বাচন হচ্ছে না, ক্ষমতার নবায়ন হচ্ছে। এই নবায়ন প্রক্রিয়া বেশি দিন চলতে দেওয়া একদমই উচিত না। তারপরও যদি মেয়াদ নবায়ন করেই ফেলে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সরকারকে হঠানোর জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতা আমি প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশের জনগণও প্রত্যাশা করে, যত সীমিত সময়ের মধ্যে একে বিদায় করা যায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

আশরাফী পাপিয়া: এই নির্বাচনে আমার ভোট দিতে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

আওয়ামী লীগ–বিএনপি একটি দল না আসলে সেই নির্বাচনে প্রশ্নবোধক থেকে যায় : নজিবুল বাশার

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

নজিবুল বাশার : যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়িক বড় পার্টনার। বাংলাদেশের গার্মেন্টসের বড় বাজার হচ্ছে তারা। তাছাড়া, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে তাদের সঙ্গেই আমাদের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক হয়েছে। আমি মনে সেটা এখন অব্যাহত আছে। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বে যারা বড় থাকে, তারা অন্যদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখতে চাইবে, এটাকে আমি খারাপ চোখে দেখি না। এখানে আমার প্রশ্ন থাকবে একটাই, তাদের প্রতি আস্থান থাকবে- সরকারি দলকে যে চোখে দেখবে, বিরোধী দলসহ অন্যদের যেন সমান চোখে দেখে। তাহলে জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, তারা এখানে ভালো ও শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি থাকুক এটা চাইতে পারে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখেন?
নজিবুল বাশার: বাংলাদেশেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা তাদের মতো করে দেখছে। একইভাবে ভারত তাদের স্বার্থ অনুযায়ী দেখছে। প্রত্যেকের এজেন্ডা এখানে আছে। এই সরকারের সঙ্গে তাদের যেহেতু বন্ধুত্ব আছে, তারা মনে বর্তমান সরকার তাদের জন্য নিরাপদ। তাই ৭ জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে তারাও নিশ্চয় এগিয়ে আসছে, এটাকে পজেটিভলি মনে করছে। তাদের দেশের জন্য যেটা ভালো মনে করবে সেই পদক্ষেপই নেবে। এর চাইতে বেশি মূল্যায়ন করার সুযোগ নেই।
ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?
নজিবুল বাশার: আসলে এই প্রশ্নটা আমার জন্য কিছুটা অস্বাভাবিক। কারণ হচ্ছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে, এই সরকার কেন, যেই আসুক তাদের মেয়াদোত্তীর্ণ করে যাওয়াটাই উত্তম। সরকারের কর্মক্ষমতা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব সব ওপর নির্ভর করবে। কারণ সবাইকে নিয়ে চলতে পারলে এক ধরনের হবে, আর সবাইকে না চলে সেটা সময় বলে দেবে।
ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?
নজিবুল বাশার: ভোট দেওয়া আমার নাগরিক অধিকার। আমার ভোট তো আমি স্বাভাবিকভাবে দিতে যাব। আমি ৪ বারের সংসদ সদস্য ছিলাম। আমার একটা সামাজিক অবস্থান আছে। আমি বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও আমার দল তরিকত ফেড়ারেশনের সংসদ সদস্য ছিলাম। তাই আমার ভোট তো অন্য কেউ দেবে না, আমিই দিতে যাব।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ভারতের সমর্থনে গত দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকতে পারছে : তাহমিনা লুনা

তাহমিনা লুনা : বাংলাদেলে নির্বাচন নিয়ে অতীতেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছিল। তবে, এবার তারা বাংলাদেশ নিয়ে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তার ভিত্তিতে তারা বুঝতে পারছে যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই, মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে তারা চাচ্ছে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে একটি নির্বাচন হোক, সেখানে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হোক। সেই বিষয়ে নিয়ে তারা কাজ করছে। আমি মনে করি, তাদের এই অবস্থানকে বাংলাদেশের জনগণও সমর্থন করে।
ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?
তাহমিনা লুনা: ভারত আমাদের এমন একটি প্রতিবেশী দেশ, যারা সব সময় নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা ও কাজ করে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কাছ থেকে ভারত প্রচুর সুবিধা নিয়েছে। আগামীতেও তাদের সুযোগ-সুবিধাগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে নিতে পারবে বলে মনে করছে। সেই কারণে ভারত বর্তমান সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে। তাদের সমর্থনের কারণে গত দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার "অবৈধভাবে" ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারছে। ভারত আসলে বাংলাদেশের জনগণ সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে না এখানে, তার বিশেষ একটি দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে।
ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?
তাহমিনা লুনা : ৭ তারিখ আদৌ নির্বাচন হবে কি না সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচন হলেও তিন মাসের অধিক সময় সরকার ক্ষমতায় টিকবে বলে আমার মনে হয় না।
ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?
তাহমিনা লুনাঃ এই নির্বাচনে আমি তো অবশ্যই ভোট দেবো না। অন্যদেরও ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করব।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

নির্বাচনের নামে জবরদস্তি করে চূড়ান্ত তামাশার আয়োজন করছে : সাইফুল হক

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলন কেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হাসিবুল হাসান।

সাক্ষাৎকার: সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কী?

সাইফুল হক: ৭ জানুয়ারি সরকার নির্বাচনের নামে আরেকটা জবরদস্তি করে যেভাবে চূড়ান্ত তামাশার আয়োজন করছে, এটা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে গ্রহণ করবে না তার কারণগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমত, এই নির্বাচনে রাজপথের সক্রিয় কোনও বিরোধী দলই অংশগ্রহণ করছে না। তার অর্থ হচ্ছে, নির্বাচনে সরকারি দলের যারা রাজনৈতিক বিরোধী তারা নেই। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অবাধ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ফলে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে এমন কোনও কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের পরে ভোটাররা অবাধ, নিরপেক্ষ বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দেখতে চেয়েছিল। আমাদের যারা নতুন ভোটার, সাড়ে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ ভোট কী- সেটা জানেই না। সরকার ও সরকারি দল ক্ষমতায় থেকে গোটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে তাদের পক্ষে কাজে লাগিয়ে এরকম একটা নির্বাচন করতে যাচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষ মনে করে তাদের নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করে নেওয়ার সুযোগ নেই।

তৃতীয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, নির্বাচনটা বাস্তবে করে জেলা প্রশাসকরা, করে জেলার পুলিশ সুপার বা থানা। নির্বাচনের সঙ্গে যারা স্থানীয়ভাবে যুক্ত, নির্বাচনকালীন যারা সরকারে থাকেন তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা বা নির্দেশনার বাইরে স্বাধীনভাবে তাদের ভূমিকার রাখার সুযোগ থাকে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও তারা শুরু থেকেই তারা সরকার ও সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে বলে কিছু নেই। গোটা নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস হয়েছে। ফলে ৭ জানুয়ারি সরকারের ভাগ-বাটোয়ারি নির্বাচন। ফলে ভোটার ও আন্তর্জাতিক মহলে এটা কোনও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো?

সাইফুল হক: তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যে একেবারেই নিখুঁত ব্যবস্থা সেটা আমি বলব না। কিন্তু, আমাদের এখানে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, এখানে দলীয় সরকার প্রবল কর্তৃত্ববাদি অবস্থানে থাকে। চর দখলের মতো তাদের যে কর্তৃত্ব সেটার পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় হলেও খানিকটা নিশ্চিত হয় যে, সকল বিরোধী দল লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে একই ধরনের অধিকার বা সুযোগে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমাদের এখানে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বিভিন্ন সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি মাথাব্যাথার জন্য নিশ্চয় মাথা কেটে ফেলতে পারি না। আমাদের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেখানে দলীয় সরকারের প্রতি দলগুলোর ন্যূনতম আস্থা-বিশ্বাস নেই। ফলে আমাদের বাস্তবতায় আরও কয়েকটা পর্বে দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাধায়ক সরকার ছাড়া ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের সুযোগ নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

সাইফুল হক: সেটা খুবই স্পষ্ট। সরকারের রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। তাদের একটা বিশাল সংখ্যক ভোট ব্যাংক আছে। ফলে সেটাকে উপেক্ষা করে এ নির্বাচন দেশে বা বাইরে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার বাস্তব কারণ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সংবিধানে আছে নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। আবার আপনি যখন নির্বাচন শব্দ বলছেন, তার মানে ভোটারদের অনেকগুলো অপশন থাকবে, যেখান থেকে ভোটাররা তাদের পছন্দের দল বা প্রার্থীকে বাছাই করতে পারবে। ফলে বিএনপিসহ বিরোধীদের বাইরে রেখে কোনোভাবেই এটাকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন বলার সুযোগ নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

সাইফুল হক: প্রথমত আমি মনে করি, আমাদের নির্বাচন বা নির্বাচনকালীন সরকার এ বিষয়গুলো আমাদের দেশের জনগণই নির্ধারণ করবেন। কিন্তু, এরকম একটা প্রবল কর্তৃত্ববাদি সরকার, যারা গত ১৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় আছেন। গত দুটি নির্বাচনে মানুষের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা এক ধরনের ফ্যাসিবাদি শাসন চাপিয়ে দিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের যারা উন্নয়ন অংশীদার, গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলি আর ইউরোপিয় ইউনিয়ন বলি, এখানে নাগরিক অধিকার বা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা তাদের নৈতিক বা রাজনৈতিক সমর্থন চাইব। আমরা চাইব এই প্রশ্নে তারাও তাদের জায়গা থেকে কথা বলবে। আমরা গ্লোবাল ভিলেজের মধ্যে বসবাস করি। সেখানে এক দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে আরেক দেশ উদ্বিগ্ন থাকি। এক দেশে মানুষের সাধারণ অধিকার খর্ব হলে সারা দুনিয়া সেখানে উৎকণ্ঠায় থাকে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

সাইফুল হক: আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে ভারত ২০১৪ বা ২০১৮ সালের মতো এই সরকারকে এবার তারা এক তরফাভাবে সমর্থন করবে না। যেটাকে আমি বলি- এক ঝুড়িতে তারা সব ডিম রাখবে না। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভারত যেভাবে আমাদের নির্বাচন, রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে, সেখানে দেশের মনুষের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছিল। এবার ধারণ করা হয়েছিল ভারত সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এবার তারা সারাসরি এমন কর্তৃত্ববাদি, ফ্যাসিস্ট রেজিমের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে না। কিন্তু দেখা গেল দিন শেষে এবারও তারা স্থিতিশীলতার নাম করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদি দুঃশাসনের পক্ষে একাট্টা সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। যা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত। ভারত দুর্ভাগ্যজনকভাবে কর্তৃত্ববাদি, ফ্যাসিস্ট রেজিমকে সমর্থন করতে গিয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিশাল অংশের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, আমাদের পানি না পাওয়া থেকে শুরু করে অনেকগুলো কারণে তো বাংলাদেশে মানুষের ক্ষোভ আছে। তার সঙ্গে যখন এমন অন্ধভাবে একটা দলকে সমর্থন করা, বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটা ভবিষ্যত দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে সংকট বাড়িয়ে তুলবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

সাইফুল হক: এটা নিশ্চিত যে ২০১৪ বা ২০১৮ সালের মতো তারা মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনা বাস্তবে নেই। আমি জ্যোতিষী বা গণকের মতো বলতে পারব না, সাত দিন, ১৫ দিন নাকি এক মাস, দু মাস নাকি ছয় মাস। কিন্তু এবার সরকারের যে পাতানো নির্বাচনের খেলা খেলছে, সেখানে জবরদস্তি করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা খুব বেশি দিন বা মাস ক্ষমতা ধরে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, সকল বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য অটুট আছে। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তা প্রতিদিন বাড়ছে এবং আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলে- যে কোনও সময় রাজপথে তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাব। ফলে এই সরকরের মেয়াদ বেশি দিন হবে সেটা মনে করার আজকে পর্যন্ত বাস্তবে কোনো কারণ নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

সাইফুল হক: না। ভোট দিতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা তো ভোট বর্জনের জন্য ডাক দিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমি আমাদের পরিবার, পার্টি, মঞ্চসহ সকল বিরোধী দল প্রতিদিন দেশবাসিকে ভোট প্রত্যাখানের মধ্য দিয়ে সরকারের প্রতি গণঅনাস্থা ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এবার ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষের ভোট কেন্দ্রে যাবার কোনো কারণ নেই। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

জনগণ তো আসলে বোকা নয়, সরকারের কৌশল তাদের কাছে ধরা পড়ে গেছে : রাগীব নাঈম

রাগীব নাঈম: বাংলাদেশ একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল ধরনের সিদ্ধান্ত এ দেশের সরকার নেবে। আমাদের বুঝাপড়াটা এতোটাই স্পষ্ট। মুশকিলটা হচ্ছে, যেহেতু প্রত্যেকটা দেশ অন্য দেশের সঙ্গে নানা ভাবে কানেক্টেড, ফলে আমাদের দেশের কোনো একটা নীতি নিয়ে কোনো না কোনো ভাবে কথা বলার সুযোগ থাকে। আর একটা দেশ বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতেই পারে। কিন্তু সরকার হিসাবে আমি এই সুযোগটা দেব কি না সেটা সরকারের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করবে। আমেরিকা, চীন বা রাশিয়া বলেন, কিংবা ভারত বলেন, যারাই আজকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করছে, তার স্পেসটা কোনো না কোনো ভাবে সরকারই তাদের দিয়ে দিয়েছে তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

রাগীব নাঈম: ভারত আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ। আমি আগে যেটা বললাম ভারত বলেন আর আমেরিকা বলেন, এই দেশগুলো আসলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতি বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে মূলত সরকার ও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তার প্রেক্ষিতে। সরকার যদি জনগণের হতো তাহলে তাহলে নিশ্চিতভাবেই দেশগুলো এই সুযোগ পেতো না বলেই আমার মনে হয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

রাগীব নাঈম: রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী হিসাবে বা রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসাবে আমাদের চেষ্টা থাকবে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াইকে বেগবান করার। জনগণের সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই, আমরা চাই জনগণই তাদের ক্ষমতা টেকওভার করুক। কোনো দেশের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এটার পরিবর্তন আসুন সেটা চাই না। জনগনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। সময়টা এক্ষেত্রে ফ্যাক্টর না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

রাগীব নাঈম: একদমই না। আমরা বরং ভোট বর্জনের আওয়াজ দিচ্ছি এবং সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহিত করার কথাই বলছি। সেই জায়গা থেকে আমার তো ভোট দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে প্রহসনের নির্বাচন বয়কট করার।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় কীভাবে : চরমোনাই পীর মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম

ভয়েস অফ আমেরিকা: নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি গ্রহণযোগ্য হতো?

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম: বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে যে কয়টা জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই স্বচ্ছ ছিল। তারপরেও কিছুটা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও অনেকটা কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনগুলো এটা কখনো বাংলাদেশের জনগণের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের কাছেও নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করাতে পারে নাই। এটাই বাস্তবতা।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম: এই নির্বাচনকে তো অংশগ্রহণমুলক বলার প্রশ্নই আসে না। এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় কীভাবে? যেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে ডামি প্রার্থী দেয়ার বিষয়টিও জাতীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। এখন যে নির্বাচন হচ্ছে আমরা বলব, তাদের দলীয় লোকজনই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে এবং যারা তাদের জোটে ছিলো। আর জোট মানেই একটা দল আমরা সেভাবেই প্রকাশ করব। আর তারাই মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এটা এক দলীয় একটা নির্বাচন বলা যায়। যেটাকে বলা হয় গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এটাকে কখনো সেটা বলার সুযোগ নাই। আর এটাকে একেবারে অযৌক্তিক নির্বাচন বলা যায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম: এটাতো আমাদের দেশের জন্য এবং বাংলাদেশের জনগণের মনের যে একটা দাবি, এটার একটা বাস্তব রূপরেখার ব্যাপারেই তারা মূলত তাদের কথাগুলো তুলে ধরছে। আমরা তাদের এই কথাগুলোকে সাধুবাদ জানাই। এটা আসলে এইভাবেই হওয়ার কথা ছিল এবং তারা সেভাবেই তাদের দায়িত্বটা পালন করেছে। সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বাংলাদেশের অসহায় মানুষগুলো যেভাবে দিনরাত জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে কাটাচ্ছি। তারা একটা অংশীদারিত্ব এবং তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে যেভাবে বাস্তবতা প্রকাশ করেছে। এইজন্য আমরা এটাকে খুব ভালো নজরে দেখছি।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশ ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম: ভারতের ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ। তারা যে আমাদের বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের মনের যে আকাঙ্ক্ষা ও দাবি সেটাকে উপেক্ষা করছে। তারা যে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় দেখার জন্য চাচ্ছে তা বারবার তাদের বক্তব্যে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রকাশ করছে। এাটা অত্যান্ত দু:খজনক। ভারত আমাদের পাশের রাষ্ট্র, আর পাশের রাষ্ট্র যারাই থাকবেন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক আমাদের থাকবে। পাশের রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণ থাকবে। কিন্তু তারা যে আচরণটা করছে, আমি বলব এটা তাদের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর হবে, এটা আমি মনে করছি না। আর বিশেষ করে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের চিন্তা, তাদের যে মনের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের যে দাবি, এটাকে উপেক্ষা করাকে আমরা ভালো নজরে দেখছি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, নাকি পূর্ণমেয়াদ?

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম: আমাদের দেশের যে অর্থনীতিক অবস্থা চলছে এবং মানুষের ভেতরে যে প্রতিদিনই একটি অশান্তি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঊর্ধ্বমুখী বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এই সরকার যদিও আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচন করে নিবে এবং তারা ক্ষমতায় থাকার জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু আমার ধারণা সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করার পরিবেশ থাকবে না। তবে কতদিন টিকবে, না টিকবে সেটা পরিষ্কার বলা যায় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম: সেটা আমরা জাতীয়ভাবে জাতিকে আহবান করছি এবং আজকেও আমরা আপনাদের ভয়েস অফ আমেরিকার মাধ্যমে সর্বত্র বাংলাদেশের সমস্ত ভোটার এবং সমস্ত জনগণকে আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচন প্রত্যাখানের জন্য জাতীয়ভাবে আহবান জানাচ্ছি। কেউ যেন এই পাতানো নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে না যায় এবং ভোট না দেয়। কারণ এই নির্বাচনকে কখনো বৈধ মনে করি না এবং এটাকে বৈধ মনে করার কোন সুযোগও নাই। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি না আসায় পুরো খেলাটা হলো না : জোবেরা রহমান লিনু

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে।

অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আতিকুল ইসলাম।

সাক্ষাৎকার : জোবেরা রহমান লিনু, সাবেক টেবিল টেনিস তারকা

ভয়েস অফ আমেরিকা: স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

জোবেরা রহমান লিনু: এটা সম্পর্কে এতো ভালো জানি না। তবে আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

জোবেরা রহমান লিনু: আসলে আমি রাজনীতি সম্পর্কে কোনও কথা বলতে চাচ্ছি না। আমি রাজনীতি কিছু বুঝি না। আমি এ ধরনের কথা বলতে পারব না আসলে। এটা নিয়ে আমি কমেন্টস করতে পারছি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপি কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

জোবেরা রহমান লিনু: বলেছে আসতে। এখন তারা যদি না করে এটা কারো কিছু করার নাই। এটা পুরো খেলাটা হলো না। দেখাটা হলো না। অংশগ্রহণমূলক হলো না। এটার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু হলো সেটাতো ওভাবে বলতে পারি না। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় পার্টিসিপেট করাটা উচিৎ। গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটা বলব না। আমার মনে হয় অংশগ্রহণ করাটা উচিত।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

জোবেরা রহমান লিনু: পূর্ণ মেয়াদ। হলে তো পূর্ণ মেয়াদই চাইবে। কেননা যেই আসুক, আসলে তো তিন মাসেও কাজ করতে পারবে না ছয়মাসেও কাজ করতে পারবে না। তাকে তো সুযোগ দিতে হবে। পূর্ণ মেয়াদ পর্যেন্ত। পূর্ণ মেয়াদ টিকবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

জোবেরা রহমান লিনু: হ্যাঁ, আমি ভোট দিতে যাব। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

এই নির্বাচনে দেশের বেশিরভাগ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে : সাদ্দাম হোসেন

সাদ্দাম হোসেন: একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না এটি তাদের নিজস্ব বিষয়। উপরন্তু যে বিষয়টি দেশে জনগণকে হতাশ করেছে, সেটি হচ্ছে আপনি আন্দোলন বলুন, জনগণের সমর্থন আদায় বলুন, প্রতিটি বিষয়ে কিন্তু জনগণই মৌল বিষয়বস্তু। কিন্তু আমরা দেখি বিএনপি-জামায়াত কিন্তু জনগণকে ভরসায় নেয়নি। বিদেশিদের দালালী করাতেই তারা ভরসায় নিয়েছে। জনসম্পৃক্ত আন্দোলন কিন্তু তারা গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

সাদ্দাম হোসেন : শেখ হাসিনার সরকার বৈশ্বিকভাবে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। আমরা মনে করি যে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে, সেখানে মানুষ ভোট উৎসবে সামিল হচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের জনগণ যে

রায় দেবে, জনগণের রায়কে সম্মান করা আন্তর্জাতিক শিষ্টাচারের লক্ষণ বলেই আমি মনে করি। বাংলাদেশের জনগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেটাকে আমাদের সকল আন্তর্জাতিক ফোরাম সাদরে গ্রহণ করবে বলেই আমি মনে করি।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

সাদ্দাম হোসেন: ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে। আমাদের অনেক বড় ডেভোলপমেন্ট পার্টনার । আমাদের দেশে যেন স্থিতিশীলতা থাকে, অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ যেন স্থিতিশীল থাকে এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়া যেন শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ায় পরিণত হয়, বাংলাদেশের জনগণ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, এব্যাপারে ভূমিকার রাখার চেষ্টা করছে। এটিকে আমি ইতিবাচক হিসেবে দেখি।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

সাদ্দাম হোসেন: আমরা মনে করি পূর্ণ মেয়াদ থাকবে। কারণ, একে এটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য তাদের সরকার বেছে নিচ্ছে। জনগণের চাওয়া বাস্তবায়ন করাই সরকারের দায়িত্ব। সেটিই হতে যাচ্ছে। আর যেহেতু ভোট উৎসবের মাধ্যমে জনগণের নিরঙ্কুস সমর্থন নিয়ে নতুন একটি সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আমরা মনে করি এ সরকার অনেক বেশি শক্তিশালী ও টেকসই হবে। আমরা চাই, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও তারুণ্যের জন্য শেখ হাসিনা সরকারের ধারাবাহিকতা থাকুক।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

সাদ্দাম হোসেন: হ্যাঁ, অবশ্যই।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি বিরোধী দল হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল : সুলতানা কামাল

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার : মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল

ভয়েস অফ আমেরিকা: স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

সুলতানা কামাল: এটাতো যুক্তি-অযুক্তি না; এটা একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার। যারা নমিনেশন দিবেন এটাতো নির্বাচন কমিশন আসলে নিশ্চিত হতে চায় এই মানুষগুলোর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে কি না। যেটা হলো মূল কথা- তাদের তো জণগনের প্রতিনিধি হওয়ার কথা। তাই এটা নিশ্চিত করা যে, তাদের সেই প্রতিনিধি হওয়ার মতো যোগ্যতা রয়েছে কি না। তারা এমন কেউ না যে তাদের কেউ চিনে না বা যাদের সমাজের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বা যাদেরকে মানুষ মনে করে না যে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে না। সেটা নিশ্চিত করা আর কি। সেটার জন্যেই এটা রাখা হয়েছে। আমাদের দেশের সব প্রক্রিয়ায় তো কিছুটা কারাপ্টেড হয়ে যায়। তাই এই প্রক্রিয়াগুলোও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এটার সাথে তাই ন্যায্যতার কোনো সম্পর্ক নাই। বিষয়টি হলো নির্বাচন কমিশন নিশ্চিন্ত হতে চায় মানুষগুলো আসলেই সেই জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

সুলতানা কামাল: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে অভিজ্ঞতা ছিল সেটিতো আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। পারিনি বলেই আমরা কয়েকজন পদত্যাগ করে চলে এলাম। আমাদের যে দায়-দায়িত্ব ছিল সেটা করার মত অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সরকারপ্রধান যদি তার অবস্থান থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে সততার সঙ্গে নির্বাহ করতে পারেন তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে জনসাধারণের যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে মোটামুটিভাবে জনসাধারণ মনে করেন যে, অবাধ নির্বাচন পাওয়া যায়। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি কাজ করতে না পারে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারে এবং আবার যদি ক্ষমতাসীন দল বা অন্য কোনো শক্তি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন যদি অবস্থা থাকে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক

সরকার হলেই যে ভালো হবে তা আমি আমার জায়গা থেকে নিশ্চিন্ত করে বলতে পারি না। তবে সাধারণভাবে ধারণা একটা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে হলে সেটা নিরপেক্ষ হবে যেহেতু দলীয় সরকার নিরপেক্ষ হতে পারছে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

সুলতানা কামাল: কোনো দল যদি নির্বাচনে অংশ না নেয় সেটা সেই দলেরই দায়-দায়িত্ব। যাদের কাছে টেকনিক্যাল ব্যাপারটা মূলত বিবেচনাযোগ্য যেমন নির্বাচন কমিশন দেখবে যে মানুষ ভোট দিচ্ছে কি না। আর সেটাতো হচ্ছে তাই সেটা বৈধ। তবে সবকিছুর তো একটি নীতিগত দিক থাকে সেখান থেকে বৈধ বা অবৈধ বলা না গেলেও এটা বলা যায় যে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

সুলতানা কামাল: এটা বলার মতো যোগ্যতা-দক্ষতা, ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই। এটা নির্ভর করবে যারা নির্বাচিত হবেন তারা কতখানি শক্তির মাধ্যমে হোক নিজেদের ক্ষমতা খাটিয়ে হোক কিংবা জনগণের মন জয় করেই হোক যেভাবে যতদিন টিকতে পারেন। এর আগেও তো যখন নির্বাচন হয়েছে সেখানে যারা হেরে গিয়েছেন তারা বয়কট করেছেন তারপরেও তো সংসদ চলেছে। আমাদের দেশে তো সেরকম শক্তিশালী...যেমন ১৫ ফেব্রুয়ারির যে নির্বাচনটা ১৯৯৬ সালের সেটাতো বাতিল করা গিয়েছে। তখন যে বিরোধীদল ছিল তাদের জনসম্পৃকতা অনেক বেশি ছিল। সেই নির্বাচনটা অনেক বেশি খোলাখুলিভাবে অগ্রহণযোগ্য ছিল। এখনকার কারচুপির ধরনটাও তো ভিন্ন। সেই কারচুপি তো যেমন ২০১৪ বা ২০১৮ সালের বিশেষ করে যে নির্বাচন সেটা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তবে আমরা কোনো প্রমাণ দেখাতে পারছি না। সে সমস্ত কারণে আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ যতদিন ক্ষমতায় আছে আর বিএনপি বিরোধীদল হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল বিরোধীদল। সেদিক থেকে নতুন সংসদ যদি গঠন হয় তা না টিকার কোনো কারণ দেখছি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

সুলতানা কামাল: আমার ভোট তো সিলেটে। ঢাকায় আছি আমি। দেখি, যদি সম্ভব হয় তাহলে যাব। ভোট দেয়াতো আমার কর্তব্য। যদি সম্ভব হয় যাব। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

জনগণই শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক: আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে।

এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে। এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হাসিবুল হাসান।

সাক্ষাৎকারঃ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কি?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: এবারই প্রথম আইনের দ্বারা স্বাধীন ও সাংবিধানিক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। তারা কোনও আজ্ঞাবাহী কমিশন নয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা কোনও অধিদপ্তর নয়। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। তারা নিজেদের কর্মক্ষমতায় সব কিছু করতে পারে। দ্বিতীয়ত, পাঁচ বছর পর পর সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হবে

এবং এর জন্য বাংলাদেশের মানুষ সব সময় প্রস্তুত থাকে। তারা চায় উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে। এবারও সেটা হচ্ছে। মানুষ নির্বাচনমুখি এবং কারা পাশ করবে, কোন প্রার্থী কেমন এগুলো তারা যাচাই-বাছাই করছে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে , হাট-বাজারে, স্কুল-কলেজে সব জায়গায় এই আলোচনাটা আছে। মানুষ মনে করে, যারা নির্বাচনে আসেনি, তারা ভুল করেছে। তারা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও চর্চায় আবৃষ্ট কিনা তা নিয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাদের অগ্নি-সন্ত্রাস নিয়ে মানুষের উৎকণ্ঠা আছে। এরা আসলে রাজনৈতিক শক্তি নয়। এরা রাজনীতি, গণতন্ত্র, মানুষ ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এদের হাতে দেশ ও মানুষ নিরাপদ নয়। এদের হাত থেকে দেশের মানুষ বাঁচতে চায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন। সেখানে অর্থবহ হওয়া মানে, নির্বাচন সুন্দর হচ্ছে কিনা, সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে বড় কথা। তারচেয়ে বড় কথা হলো নির্বাচন প্রতিযোগীতামূলক হচ্ছে কিনা? সারা দেশে, সব আসনে নির্বাচন হচ্ছে কিনা? সেটা কিন্তু হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াতসহ তাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী যে দলগুলো নির্বাচন না করার কথা বলে নির্বাচন বিরোধী কাজ করছে, জনগণকে নির্বাচনে ভোট দিতে না আসতে তারা যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে, এটা দ্বারা কিন্তু প্রমাণিত হয় যে এরা নির্বাচন এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্রের প্রতি এদের কোনও শ্রদ্ধা নাই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: ইউরোপ, আমেরিকা বা উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মানুষ তো সংবিধনের বাইরে সরকার গঠন করে না। সেই অসাংবিধানিক সরকারের অধীনে নির্বাচন কেউ দাবি করে না। এতো সুযোগ থাকার পরেও বাংলাদেশে তারা নির্বাচনে আসলো না। সুন্দর নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন বারবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেছে, কথা বলেছে। আমাদের তো ঘুরে ফিরে জনগণের কাছেই যেতে হবে। জনগণের আদালতেই আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। বিএনপি-জামায়াতের সেই জনগণের আদালতে দাঁড়াতে ভয় কীসের? কারণ হলো, তাদের দেশের মানুষ চিনে ফেলেছে। তারা সন্ত্রাসী। তারা দেশের মানুষের পক্ষের গণতন্ত্রিক শক্তি নয়। তারা লুটেরা সাম্প্রদায়িক শক্তি। বিরাজনীতিকরণের শক্তির সঙ্গেই তাদের রাজনীতি। ইতিবাচক বা গঠনমূলক কোনও রাজনীতি বিএনপির সংবিধানে নেই। তারা দুর্নীতিবাজদের দলের নেতা বানাতে শর্ত তুলে নেয়। সেই দল নির্বাচনে অংশ নিলে নির্বাচন বৈধতা পাবে আমরা বা বাংলাদেশের জনগণ কেউ এটা বিশ্বাস করে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: তারা তাদের মতো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। আমাদের পরামর্শ দেয়। কখনো কখনো জ্ঞান ভিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বাধীনতার ৫২ বছরে আমাদের সক্ষমতার জায়গা তৈরী হয়েছে। আমাদের মেধা, দক্ষতা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড করার ক্ষেত্রে আমরা এখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত, সক্ষম। সেক্ষেত্রে তারা বুদ্ধি দেওয়ার দিতেই পারে। সেই বুদ্ধি কতটুকু নেওয়া প্রয়োজন বা আসলেই প্রয়োজন আছে কি না? সেটা বোঝার মতো বোধ আমাদের আছে। সূতরাং আমরা আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তায় যদি সুন্দর নির্বাচন করতে চাই, আমরা এদেশের সুন্দর ভোটার তালিকা তৈরী করেছি, যার স্বীকৃতি সারা দুনিয়া দিয়েছে। এটা নিয়ে তো কেউ কোনও প্রশ্ন তুলে না। সুতরাং সুন্দর নির্বাচনও আমরা করতে সক্ষম। আমরা যে পারবো দেশেও মানুষও তা বিশ্বাস করে। কারও তাবেদাবি করে ক্ষমতায় দৃষ্টান্ত অন্তত আওয়ামী লীগ তৈরী করে না। দেশের মানুষও এটা চায় না না। আমরা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো রাখতে চাই। কারও সঙ্গে আমরা বৈরিতা, শত্রুতা করি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: আমি একটু আগে যে কথাগুলো বলেছি, সেই একই কথা। ভারতের জন্য যা আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের জন্যও তা। এখানে আলাদা কোনো ভিন্নতা নেই। চীনের জন্যও একই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস এক বছর পূর্ণমেয়াদ?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: এটা সময়ই বলে দিবে। বাংলার জনগণ এটা বলবে। এটা জনগণেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কারও ব্যক্তিগত আকঙ্ক্ষার উপর এটা নির্ভর করে না। কোনও পরাশক্তির চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। এটাই তো গণতন্ত্রের মহাত্ত্ব। গণতান্ত্রিক চর্চা ও চিন্তা যেখানে আছে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যেখানে আছে, দেশ প্রেমিক মানুষ ও দেশ প্রেমিক দল যেখানে আছে, সেখানে জনগণই শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম: ইনশাআল্লাহ যাবো। বাংলাদেশের জনগণও যাবে। তাদের তো আমিও মনে করি আমরও যাওয়া উচিত। এটা আমার নাগরিক দায়িত্ব, আমার অধিকার, আমার অঙ্গীকার। আমি এটা পূরণ করবো ইনশাআল্লাহ।

(ভোয়া: ওয়েব পেজ ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

পাবলিক চাইলে পাঁচ বছর টিকবে : খুশি কবীর

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার: খুশি কবীর, সমাজকর্মী

ভয়েস অফ আমেরিকা: স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

খুশি কবীর: যারা নির্বাচনে দাড়াচ্ছেন তারা তো এগুলো মেনে নিয়েই করেছে। এখন এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? আমি মনে করি না যে, এটা এই মুহূর্তের একটি প্রশ্ন। এটাতো প্রার্থীটা বৈধ নাকি অবৈধ সেটা সিলেকশন করার সময়ে এই প্রশ্ন করা যেত।

ভয়েস অফ আমেরিকা: এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

খুশি কবীর: আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো দেখেছি অনেক। ২০০৬ এর অক্টোবরে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছিল তখন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে চারজন উপদেষ্টা তারা পদত্যাগও করেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা এত নিরপেক্ষহীন ছিল এবং সরকার ঠিকমতো কাজও করছিল না। সেটার পরেই তো ২০০৭ এ জানুয়ারির ১১ তারিখ আবার আরেকটা নতুন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হয়েছিল এবং এটাকে দুবছর থাকতে হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাই ইটসেল্ফ ইস্যু না। ইস্যু হলো নির্বাচন কমিশন ঠিক করে নির্বাচনটি পরিচালনা করতে পারছে কিনা।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

খুশি কবীর: এটা গ্রহণযোগ্য হবে যদি জনগণ ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে এবং ভোট দেয় তাহলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। সঠিকভাবে ভোটকেন্দ্রে ভোটগুলো যদি গণনা করা হয় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি জনগণ না যায় তাহলে বোঝা যাবে তাদের উৎসাহ কম। অমুক ছাড়া বা অমুককে সহ না। আমার কাছে ইস্যু হলো ভোটাররা কতটুকু অংশগ্রহণ করছেন।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

খুশি কবীর: এটা নির্ভর করবে যে পাবলিক তাদেরকে এক্সেপ্ট করেছে কিনা। পাবলিক যদি এক্সেপ্ট করে তাহলে পাঁচ বছর টিকবে। ,১৪ সনের ভোটে তো বিএনপি যোগদান করেননি। পাঁচ বছর তো টিকেছে। ২০১৮ সালে যোগদান করে আবার লাস্ট মুহূর্তে উইথড্রো করেছে। কিন্তু, সেবারও পাঁচ বছর টিকেছে। ভালো কিংবা মন্দ সেটাতে এখন যেতে চাচ্ছি না। পাবলিক চাইলে পাঁচ বছর টিকবে। কোনো পার্টি যদি এককভাবে আন্দোলনের ডাক দেয় আর মানুষ যদি তাতে সাড়া না দেয়, তাহলে আন্দোলন কখনো হয়নি আর হবেও না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

খুশি কবীর: আমি ভোট দিতে যাব।(ভোয়া: ওয়েব পেজ ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

অবশ্যই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দরকার : জোনায়েদ সাকি

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক

রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকারঃ জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী, গণসংহতি আন্দোলন

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কী?

জোনায়েদ সাকি : ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা তৎপরতা। আমরা এটাকে নির্বাচন মনে করছি না। কেননা এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতা পরিবর্তনের কোন সুযোগ নাই। যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে মূল বিষয় প্রতিদ্বন্দ্বী সকল পক্ষের সমান সুযোগের ভিত্তিতে অবাধে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে ভোটারদের পছন্দের প্রার্থী বাছাই করার মত বিকল্প নাই। এই ভোটে তাই মানুষের কোন আগ্রহ নেই। জনগণের কাছে এটা একতরফা। এটা কেবল সরকারের নিজেদের গায়ের জোরে তার ক্ষমতা নবায়ন করার একটি তৎপরতা মাত্র। এই নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আমরা আশা করি গণতান্ত্রিক বিশ্বও এই নির্বাচনকে গ্রহণ করবে না। সরকার যে রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে জবরদখলমূলক তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখছে। সেটা নতুন করে দেশে এবং বিদেশে প্রমাণিত হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি গ্রহণযোগ্য হতো?

জোনায়েদ সাকি : অবশ্যই। আমরা মনে করি বাংলাদেশে যে বিদ্যমান বাস্তবতা তাতে দলীয় সরকারের অধীনে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না। আমরা যেটা আন্দোলনে দাবি করে আসছি যে, বাংলাদেশে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকার সেটা যে নামেই ডাকুক না কেন, তত্ত্বাবধায়ক নামে ডাকা হোক আর অন্য কোন নামে ডাকা হোক, একটা অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের সাংবিধানিক কাঠামো ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। আর বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে হলে বাংলাদেশের বিদ্যমান যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে, ক্ষমতা কাঠামো আছে এর একটা গণতান্ত্রিক সংস্কার একেবারে অপরিহার্য। অর্থাৎ নতুন একটি রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক বন্দোবস্ত দরকার। যার মধ্য দিয়ে আমরা ক্ষমতার ভারসাম্য এবং জবাবদিহিতা তৈরি করতে পারব যাতে এইভাবে একচেটিয়া ক্ষমতা আর কেউ তৈরি করতে না পারে। অন্তর্বর্তীকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে এখানে একটা সময় সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল। তার কিছু দুর্বলতা ছিল । সেগুলো সংস্কার করে এই ধরনের একটি সরকার আমাদের সাংবিধানিকভাবেই প্রয়োজন।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

জোনায়েদ সাকি : বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল । আমরা দেখেছি কেবল বিএনপিই নয়, গণতন্ত্র মঞ্চসহ ৬৩ টি বিরোধী রাজনৈতিক দল তারা এ নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। তারা নির্বাচন বর্জন করেছে। যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে তারা যখন নির্বাচনে অংশ নেয় না সে নির্বাচন তো অংশগ্রহণমূলক হয়ই না এবং সে নির্বাচনের আর কোন তাৎপর্যও থাকে না। কারণ বাকি নির্বাচনটা একপক্ষীয়। যদিও এখানে ২৭ টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন ও সরকারি দলের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যে, যারা এখানে রাজনৈতিক দল হিসেবে কিছুটা গুরুত্ব রাখে তারা প্রত্যেকেই বর্তমান সরকারের অতীত বা বর্তমান জোটসঙ্গী। তারা সরকারি দলের কাছে নিজেদের সিটের আগাম নিশ্চয়তা চাইছে। তার মানে হচ্ছে যে, এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে তারাও কোনো ভরসা পাচ্ছেন না। তারা বরং সরকারি দলের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। যে কারণে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে বিদেশীদের দেখাতে হবে যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সংজ্ঞাও তারা বদলে দিয়েছেন যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো অংশ না নিলেও জনগণ অংশ নিলে সেটা অংশগ্রহণমূলক হয়। অর্থাৎ

আমরা বাংলাদেশে কেবল একচেটিয়া শাসন দেখছি না। এই একচেটিয়া শাসন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা তাদের নিজেদের মতো করে বদলে নেওয়াটাও দেখতে পাচ্ছি। জাতীয় নির্বাচনকে তারা স্থানীয় নির্বাচনে পর্যবসিত করেছেন। ভোটারদের ভয় দেখিয়ে কেন্দ্রে নিয়ে এসে তারা জবরদস্তির মাধ্যমে একে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাতে চাচ্ছে। বিরোধী দল যে নির্বাচনে অংশ নেয় না সেটা একতরফা নির্বাচন হয় আমাদের দেশে। অতীতে আওয়ামী লীগ যখন নির্বাচন বর্জন করেছে সেটাও একতরফা নির্বাচন ছিল।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

জোনায়েদ সাকি : যুক্তরাষ্ট্রসহ গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশে তাদের ভাষায় একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে উৎসাহিত করে। যদিও ২০১৪ ও ২০১৮ সালে এ বিষয়ে তাদের খুব জোরালো ভূমিকা দেখা যায়নি। ২০২৪ সালকে কেন্দ্র করে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করলে ভিসা নীতিসহ বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা তারা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। অনেকেই মনে করেন মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারাই সীমায়িত, যার কারণে নানা আশঙ্কা থাকেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

জোনায়েদ সাকি: ভারত বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রশ্নকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে উল্লেখ করলেও আসন্ন নির্বাচনসহ বিগত কয়েকটি নির্বাচনে ভারতের অবস্থান ও তৎপরতা বাংলাদেশের জনগণের কাছে এমনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা রক্ষার নামে ভারত একটি বিশেষ দলকেই ক্ষমতায় দেখতে চাইছে। এমন একটি সরকারকে তারা অব্যাহত সমর্থন দিয়ে চলেছে যার গণতান্ত্রিক বৈধতা নেই। এর ফলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারত সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। বাংলাদেশের জনগণ সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায়। সে কারণে বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যাশা করে ভারত বাংলাদেশে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ভারত বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস এক বছর পূর্ণমেয়াদ?

জোনায়েদ সাকি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নামে যে নির্বাচনটি হচ্ছে এটি জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি বরং উল্টো অধিকার কেড়ে নিয়েছে। জনগণের প্রতিনিধিত্ব গড়ার জন্য যে পরিবেশ দরকার সেই পরিবেশ লঙ্ঘন করেই এখানে কেবলমাত্র ক্ষমতা নবায়নের তৎপরতা চলছে। ফলে এই সংসদের কোন গণভিত্তি থাকবে না। তার পেছনে কোন জনসম্মতি থাকবে না। এর কোন রাজনৈতিক, নৈতিক বৈধতা নাই। বাংলাদেশের জনগণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে ভোটাধিকার এবং তার জন্য অপরিহার্য একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বিজয়ী করবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

সাকি: দেখুন, নির্বাচনের নামে বর্তমানের যে প্রহসন সেটা নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থাকে নষ্ট করছে। পক্ষান্তরে এর বিরুদ্ধে অবস্থান গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও মানুষের সংগ্রামের প্রতি আস্থা টিকিয়ে রাখার শেষ অবলম্বন। আমরা তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতি মানুষকে আস্থাশীল রাখতে এই তামাশার নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা নিজেরা তো ভোটদানে বিরত থাকছিই, আমরা জনগণকেও ভোট বয়কটের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

নির্বাচনে প্রতিপক্ষ না থাকলে তা কীভাবে অংশগ্রহণমূলক হয়, প্রশ্ন রাশেদ ইকবাল খানের

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির

অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গোলাম সামদানী।

সাক্ষাৎকার: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান

ভয়েস অফ আমেরিকা : আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে? যদি গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মনে করেন তাহলে কী কারণে হবে না? প্রধান তিনটি কারণ বলুন।

রাশেদ ইকবাল খান : আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা দেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে নূন্যতম কোন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না বলে আমি মনে করি। এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা না হওয়ার প্রধান তিনটি কারণ হলো, প্রথমত, এই নির্বাচনটি একটি দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যে রকমভাবে অতীতের দুইটি নির্বাচন ২০১৪ ও ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই দুইটি নির্বাচন ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। পরে এই অনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দিয়ে সংসদ গঠন করা হয়েছিল। তারপর ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে, দিনের ভোট রাতে হয়েছিল।

আমি স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৫ শতাংশ ভোটও পড়েনি, জনগণ ভোট দিতে যায়নি, তারা নির্বাচন বর্জন করেছিলো। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ওই নির্বাচনে অংশ নেয়নি বলেই জনগণ ভোট বর্জন করেছিল। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দল আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে বয়কট করেছে। এই নির্বচানে কোন বিরোধী দল নেই। বর্তমানে দেশে এক দলীয় যে শাসন চলছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে নেই। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে এবারের নির্বাচিনটি ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতই একটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে।

তৃতীয়ত, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি তাদের কর্মী ও সমর্থক কোন অংশেই ৪০ শতাংশের কম হবে না। এদেরকে নির্বাচনের বাইরে রেখে একটা প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এইজন্য আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কোন লজিক্যাল গ্রাউন্ড নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি গ্রহণযোগ্য হতো?

রাশেদ ইকবাল খান : নিঃসন্দেহে আগামী নির্বাচন যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতো তাহলে একটু না, পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ হতো। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাস যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে কোন নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তিনি বলেন, আপনি আমাকে একটি নির্বাচনও দেখাতে পারবেন না, যে নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। এমন একটি উদাহরণ বাংলাদেশে নেই। এর বিপরীতে যতবার নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, সবগুলো একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনগুলো কেবল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, জনগণ নিশ্চিন্তে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশ গ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

রাশেদ ইকবাল খান : এই নির্বাচন কোনভাবেই অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হবে না। এই নির্বাচনে কেবল বিএনপি নয়, বিএনপিসহ আরও ৬৩টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনকে বয়কট করেছে। দলগুলোর সকলেরই জনসমর্থন রয়েছে। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে কারা ? বর্তমান যে ফ্যাসিবাদী, একদলীয় সরকার রয়েছে তারা এবং তাদের মিত্রদলগুলোকে নিয়ে সরকার একটা নির্বাচন করতে যাচ্ছে। নির্বাচনে যদি প্রতিপক্ষ না থাকে, তাহলে এই নির্বাচন কীভাবে অংশগ্রহণমূলক হয়? নির্বাচনে যদি প্রধান বিরোধী দল না থাকে এবং ৬৩টি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনের বাইরে থাকে, তাহলে সেটাকে কীভাবে অংশগ্রহণমুলক নির্বাচন বলা হবে?

ভয়েস অফ আমেরিকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রাশেদ ইকবাল খান : বাংলাদেশের মানুষ মনে প্রাণে গণতন্ত্রকে ধারণ করে। কিন্তু দেশের জনগণ একদলীয় শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অসহায় অবস্থায় তাদের অধিকার হারাচ্ছে, মানবাধিকার হারাচ্ছে। অথচ গণতান্ত্রিক বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের মানুষেরও গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। সেই জায়গা থেকে গণতান্ত্রিক বিশ্বের লোকজন

বাংলাদেশের মানুষের পাশে আরও বেশি দাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি। এর ব্যত্যয় ঘটলে বাংলাদেশ উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমারসহ কয়েকটি দেশের মানুষের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশ ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

রাশেদ ইকবাল খান : দেখুন ভারত আমাদের নিকটতম ও বৃহত্তম প্রতিবেশি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা বাংলাদেশের মানুষ স্বীকার করে এবং তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা হলো একটি নির্দিষ্ট দলের প্রতি তাদের সকল আগ্রহ। একটি নির্দিষ্ট দলের প্রতি তাদের আনুকূল্য। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে ভারতের আরও ফেয়ার ভূমিকা রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের মানুষের সাথে ভারতের একটি আন্তরিক সম্পর্ক থাকা উচিত। জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে একটি রাজনৈতিক দলকে প্রধান্য দেয়ায় জনগণ বঞ্চিত হচ্ছেন। মানুষের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে, মানুষের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। এটি আমাদের জন্য যেমন মঙ্গলজনক নয় তেমনি নিকটতম প্রতিবেশি ভারতের জন্যও তা কোন কল্যাণকর নয়। আমাদের চেয়ে ভারতের গণতন্ত্র উন্নত, ভারতের উচিত আজ থেকে ১৫ বছর আগে বাংলাদেশের মানুষ যে গণতন্ত্র উপভোগ করেছিলো, সেটাকে কিভাবে আরও উন্নত করা যায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, নাকি পূর্ণমেয়াদ?

রাশেদ ইকবাল খান : সংবিধানকে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সংশোধন করতে গিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সরকার কেড়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় সরকার কতদিন টিকে থাকবে তা একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে, সেটা হলো সাধারণ মানুষকে তারা কতটা অধিকার বিছিন্ন করতে পারবে। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে মানুষকে অবনমিত করে, নির্যাতন করে, হয়তো ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করা যাবে। ওতে করে মানুষ তার অধিকার হারাবে। দেশ থেকে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

রাশেদ ইকবাল খান : দেখুন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের একজন কর্মী হিসাবে এই নির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়ার নূন্যতম কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি বলবো দেশে যে সাড়ে তিন কোটি তরুণ সমাজ রয়েছে, যারা গত দুইটি নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হলেও ভোটাধিকার প্রযোগ করতে পারেনি। তাদের সকলেরই গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার অদায়ে এই প্রহসনের নির্বাচনকে বর্জন করা উচিত।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ক্ষমতায় গেলেও অনেক প্রতিকূলতায় সময়ক্ষেপণ করতে হবে সরকারকে : তানিয়া রব

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকারঃ তানিয়া রব, সিনিয়র সহ-সভাপতি, জেএসডি

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কী?

তানিয়া রব : ৭ জানুয়ারির যে নির্বাচন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। প্রধানত তিনটি কারণের মধ্যে রয়েছে, আমাদের দেশে নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বমণ্ডল এবার যতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছে, যেটা বিগত দিনে দেখা যায়নি। বৈশ্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত যোগাযোগ তো আছে। একটি নির্বাচনকে নিজের ইচ্ছামতো খেলায় পরিণত করা। এটি পর্যায়ক্রমে বিগত দুটি নির্বাচন থেকে হয়ে আসছে। দলীয় সরকারের অধীনে আমরা মাঠের বিরোধী দলরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও চেষ্টা করেছি সফলতা নিয়ে আসা যায় কিনা। কিন্তু সেটা আসলে আমরা পারিনি। ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দিলে সেখানে আসলে জনমত প্রতিফলন হয় না। সঠিকভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা যায় না। এই বিষয়টি বহির্বিশ্বে আমাদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে, নানান ধরণের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা আছে, তারা এটা বুঝতে পেরেছে। যখনই একটা সংসদ নির্বাচন হবে, সেখানে চলমান প্রতিষ্ঠান ও নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দল, নিবন্ধনের বাইরে থাকা কিছু রাজনৈতিক দল, যারা দেশ-জাতি ও জনগণকে নিয়ে কথা বলে। এ সমস্ত বিষয় নির্বাচনের আওতায় নিয়ে এসে যদি নির্বাচনটা করা যায় সেটাই গ্রহণযোগ্য হয়। আমরা সবাই জানি, বিএনপির মতো একটি বড় দল, তার সঙ্গে আরও ৬০টির মতো রাজনৈতিক দল নির্বাচনের বাইরে রয়েছে। সুতরাং, এই নির্বাচনটা কীভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে?

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি গ্রহণযোগ্য হতো?

তানিয়া রব : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হতো। আমাদের যে শাসনব্যবস্থা, সেখানে কোনও একটি দল যখন ক্ষমতায় যায় বা সরকার গঠন করে তখন সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা একটি বলয় বা প্রভাব বিস্তার করে। তাই তার অধীনে কখনও নিরপেক্ষতা পাওয়া যায় না। তখন অপরাপর দলগুলো নিরপেক্ষতা পায় না। সেই কারণে সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক দল, সবার মতামতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের কাঠামো দেওয়া হয়েছিলো। সকলের মতামতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এটি হুটহাট বাতিল করা হয়েছে। শুধুমাত্র যারা শাসন ব্যবস্থায় আছে তাদের নিজেদের স্বার্থে। আমি মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক থাকলে এখন দেশে যে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, এটার সম্মুখীন আমাদের হতে হতো না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

তানিয়া রব : অংশগ্রহণমূলক তো নয়ই। বিএনপি এ দেশের একটা শাসক দল ছিলো। প্রাথমিক বিবেচনায় যদি দুটি বড় দলের কথা বলি, সেটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। দুটি বড় দলের একটি বিএনপি নির্বাচনের বাইরে। আমরা সবাই মনে করি, নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ দরকার ছিলো সেটি হয়নি। তাহলে এটি তো অংশগ্রহণমূলক হলো না। এখন যেটা হচ্ছে, ক্ষমতায় থেকে এই ধরণের ছক বেধে পুতুল খেলা, নিজের ইচ্ছে খুশিকে বাস্তবায়ন করা, এটাকে কি অংশগ্রহণমূলক বলা যায়?

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

তানিয়া রব : ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রথমত এভাবে নিতে চাই, আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে আমরা যে জায়গায় বসবাস করছি, চোখ বন্ধ করে থাকলে আমি কাউকে দেখছি না, কেউ আমাকে দেখছে না এই কথাটা ঠিক না। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে কিন্তু আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। তেমনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যে ব্যবসায়িক, আর্থিক যোগাযোগ- সবটা বিবেচনায় রেখেই আমি বলবো, তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বে সঙ্গে দেখি। চলমান বিশ্বে যদি আমাকে চলতে হয়, তাহলে সমস্ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ সুন্দরভাবে রাখতে হবে এবং এটি সম্প্রসারণের জন্য তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাদের প্রস্তাবগুলো বা আমাদের নিয়ে তাদের যে আগ্রহ, সেটাকে ছোট করে দেখার কোনও সুযোগ নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

তানিয়া রব : ভারত আমাদের প্রতিবেশী। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ভারত আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। এটা যেমন ঠিক আছে, তেমনি ভারতকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি আমি আমাদের কথাও বলব। আমরা ভারতকে এতো অতি মূল্যায়নের জায়গায় নিয়েছি যে, বন্ধুত্বের জায়গার বদলে তাদেরকে অভিভাবকত্ব দিয়ে দিয়েছি। এটাকে বন্ধুত্বের জায়গায় রাখতে হবে। কিছুতেই অভিভাবকদের জায়গায় দেয়া যাবে না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুর মত থাকবে। আমরাও তার বন্ধু, সেও আমাদের বন্ধু। আমরা কেন তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেব?

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছয় মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

তানিয়া রব : দ্বাদশ সংসদ কত দিন থাকবে, সেটা আমি দিনক্ষণ বলতে পারবো না। তবে আমাদের রাষ্ট্রে, জনপদে ভয়ঙ্কর সব অসুবিধা তৈরি হবে। যেটা কিন্তু ক্ষমতায় যারা যাবেন, তাদেরকে বিপদে ফেলে দিবে। যখন মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে জীবনমান বজায় রাখতে পারবে না, তখন কিন্তু তাদের ক্ষোভের জায়গাটা প্রতিদিনই

বাড়বে। সেই ক্ষোভের জায়গা থেকে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে যে আন্দোলন করছে, সেটা আরও বেশি বাড়বে। এখানে পুলিশী রাষ্ট্র হিসেবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে চাকরির ভয় দেখিয়ে অথবা নানা ধরণের প্রলোভন দিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। দ্বাদশ নির্বাচনের পর তারা যদি ক্ষমতায় যায়ও, তাদেরকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সময়ক্ষেপণ করতে হবে। সেইখানে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতাকে ধরে রাখা তখনকার প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে। এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না, দিনক্ষণ নিয়ে কিছু বলা যাবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

তানিয়া রব : আমি ভোট দিতে যাব না। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

নিজেদের কফিনে শেষ পেরেক মেরে ফেলবে : নিপুণ রায় চৌধুরী

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকারঃ অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কী

নিপুন রায় চৌধুরী : আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচন যে গ্রহণযোগ্য হবে না তার প্রধান ৩ টি কারণ হলো- দেশের বিচারবিভাগ স্বাধীন নয়। ক্ষমতাসীন দলের কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমাদের আইন বিভাগ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যখন নির্বাহী বিভাগের আদেশে পরিচালিত হয় তখন বুঝে নিতে হবে এই নির্বাচনে বড় ধরনের পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। দ্বিতীয় হচ্ছে- নির্বাচন কমিশন যে স্বাধীন নয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে সর্বশেষ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। যখন বরিশাল সিটি করপেরেশন নির্বাচনে একজন মেয়র প্রার্থী আহত হলো, তখন নির্বাচন কমিশন বললো-প্রার্থীতো মারা যায়নি, তাই অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়নি। আবার এই সিইসি বলেন, প্রার্থীরা টাকা দিয়ে ভোট কেন্দ্রে ভোটার আনতে পারে, এটা কোনও বিষয় নয়। তৃতীয় হচ্ছে- নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচালিত হওয়ার কথা নির্বাচন কমিশনের দিক-নির্দেশনায়। কার্যত আমরা দেখছি এখন পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ যৌথভাবে বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়িতে গিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও গ্রেফতার করছে। তার মানে হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় এমপি-মন্ত্রীদের নির্দেশে। আসলে আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার একটি ডামি নির্বাচন করছে। সেটা দেশে-বিদেশী কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি গ্রহণযোগ্য হতো?

নিপুন রায় চৌধুরী : দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৪ সালের নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি। সেই নির্বাচনে ১৫৩ জন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলো। ২০১৮ সালের নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে হয়েছিলো। যেহেতু বর্তমান অবৈধ সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে নিজেরা আবার ক্ষমতায় টিকে থাকতে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই প্রতিটি

রাজনৈতিক দল যেন নির্বাচন অংশ নেয়, তার জন্য আস্থাশীল নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন। যে সরকারের কাজই থাকবে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করা। সেই জায়গায় আমাদের দাবি ছিলো, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। কারণ বর্তমান সরকারের অধীনে কোনও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হতো সারাবিশ্বে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

নিপুন রায় চৌধুরী : বিএনপি হচ্ছে বাংলাদেশে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। যার সঙ্গে বাংলাদেশে সিংহভাগ জনগণ আছে। বিএনপি যতবার নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েছে, ততবারই সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে এসেছে। পেছনের দরজা দিয়ে কিংবা দেশি-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় আসে নাই। সেই রকম একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আরও প্রায় ৬০ টি দলের মতামতকে বাইরে রেখে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেটা শুধু ভাগ-ভাটোয়ারা ও তামাশার নির্বাচন। এটি যেমন জনগণ প্রত্যাখান করেছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলো বর্জন করেছে। বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রেখে নির্বাচন হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক মহল প্রশ্ন তুলছে আপনাদের বিরোধী দল কে হবে? কারণ তারাই নৌকা আবার তারাই ডামি প্রার্থী। এটা যে হালুয়া-রুটির ভাগের নির্বাচন হচ্ছে তা পাগলেও বোঝে।

ভয়েস অব আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

নিপুন রায় চৌধুরী : যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকে বলে আসছে আমরা কোনও দলের নয়, জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটুক- এটাই আমরা চাই। বাংলাদেশে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকুক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তারা তাদের মতামত দিতে পারে এটাই বাস্তাবতা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে কথা বলছে, প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে কিছু দ্বিপাক্ষিক বিষয় থাকে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকে। যেগুলো ধারাবাহিকতা বজায় থাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রশ্ন তুলছে- আপনাদের বিরোধী দলে কে হবে? কারণ যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিরোধী দল একটা মূখ্য বিষয়। তারা আমাদের থেকেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, সরকারই নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে, আবার তারাই ডামি প্রার্থী দিচ্ছে। সরকার নির্বাচনের আগেই ঘোষণা করে দিচ্ছে যে ওমুক দল ২৬ টি আসন পাবে, তমুক দল ৬ টি পাবে। তার মানে হচ্ছে আগামী নির্বাচনে কোন দল কোন আসনে থেকে জয়ী হবে সেটা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে প্রধানমন্ত্রীর গণভবন থেকে। ৭ তারিখে মূলত তারা সেটার ঘোষণা দেবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

নিপুন রায় চৌধুরী : ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, তার জন্য তাদেরকে আমরা বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছি। ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের পাশের দেশে যদি গণতন্ত্র না থাকে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও কিন্তু তার রাষ্ট্রে পড়বে। সেইক্ষেত্রে ভারতের উচিত হবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে তারা কোনও দলের না হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটে যে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ভারত বা অন্য কোনও রাষ্ট্র এসে আমাদের সবকিছু করে দেবে এটা বিশ্বাস করি না। আমাদের অধিকার আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছয় মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

নিপুন রায় চৌধুরী : আগামীকাল কি হবে সেটা কিন্তু আপনি আজকে বলতে পারেন না। আর ৭ তারিখ তো এখন অনেক দূরের খেলা। সুতরাং আমরা অপেক্ষা করি। আমরা এতো তাড়াতাড়ি নিরাশ হয়ে যাচ্ছি না। ৭ তারিখ এই সরকার নির্বাচন করে ফেলতে পারবে, আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বিশ্বাস করতে রাজি না। তারা যদি রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে নির্বাচন করেও ফেলে তাহলে নিজেদের কফিনে শেষ পেরেক মেরে ফেলবে। সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার কোনও সুযোগ থাকবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

নিপুন রায় চৌধুরী : সরকার যেখানে জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচনের নামে একটা সার্কাস তৈরি করেছে, সেটার অংশীদার আমি হতে চাই না এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের কোনও সচেতন নাগরিক ভোটের দানের মাধ্যমে এই সার্কাসের খেলার অংশ নিয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়ের অংশীদার হবে না।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

এখানে ভারতের ভূমিকাটা হস্তক্ষেপ না : শামীম হায়দার পাটোয়ারী

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।
এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার: শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টি

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কী?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : নির্বাচনের দিন ছাড়া নির্বাচন নিয়ে কথা বলা যায় না। নির্বাচন নিয়ে কথাগুলো নির্বাচনের পরেই বলতে হবে। তবে এই নির্বাচনের প্রতিটি আসনে গড়ে সাত জন, ছয় জন করে প্রার্থী আছে। প্রায় তিন হাজার (যদিও নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, প্রার্থী ১ হাজার ৮৯১) প্রার্থী ভোটে আছে। ভোটার উপস্থিতি যদি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হয় এবং বেআইনি কোনও কার্যক্রম না হয়, সেই নির্বাচনে শুধুমাত্র একটি বড় দল অংশগ্রহণ করেনি বলে সব গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে যাবে, ব্যাপারটা কখনো তা হবে না। তবে হ্যাঁ, সব দলের অংশগ্রহণের যে নির্বাচন হতো, যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্য হতো, হয়তো সে পরিমাণ হবে না। একেবারে অগ্রহণযোগ্য হবে- এটা আমার মনে হয় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : আধুনিক বিশ্বের কাছে, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশের কাছে সেটা কিছুটা গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু যখনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে এবং যারা হেরেছে তারা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেই দোষ দিয়েছে। সেখানে এই নির্বাচনটি একেবারেই সমালোচনাবিহীন, ব্যাপারটা কিন্তু এমন না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : অবশ্যই অংশগ্রহণ কিছুটা কম হচ্ছে। বিএনপি থাকলে নির্বাচন আরও আনন্দঘন হতো, প্রতিযোগিতামূলক হতো, আরও বেশি ভোটার ভোট কেন্দ্রে যেত। কিন্তু কোনও একটি দল না আসলেই ভোট হবে না, সংবিধান তো সেই ম্যান্ডেট দেয়নি। সংবিধানে ইলেকশন হওয়ার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ও টাইম ফ্রেম আছে। টাইম ফ্রেমের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। নির্বাচন হতে পারে কম অংশগ্রহণমূলক, দ্যাট ইজ দ্যা বেটার সিচুয়েশন দ্যান নো ইলেকশন।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : যুক্তরাষ্ট্র গ্লোবাল সুপার পাওয়ার, তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু শব্দচয়নে, বাক্য চয়নে তারা যথেষ্ট সতর্ক ছিল। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যতটুকু হস্তক্ষেপ করা যাবে, ততটুকু তারা করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের নির্ভরতা হচ্ছে, আমাদের কাপড় সেখানে যায়। এই দুটি দেশে আমাদের সহায়তা আছে। এই দুটি দেশ কখনো রুষ্ট হবে, এমন কাজ কোনও সরকারেরই করা উচিত না। আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত আমাদের স্বার্থেই নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি, মতামত নিতে পারি, সিদ্ধান্তটা কিন্তু আমাদের।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : অবশ্যই আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত ভারতের দৃশ্যমান অংশগ্রহণ, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ বা মন্তব্য আমরা দেখিনি। এটা সত্য যে, ভারতের একটা প্রভাব এখানে আছে। আর সেই প্রভাবের কারণে অনেকে মনে করে থাকে যে, তারা সরকার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো ভোটারদের

ওপর। যদি জনগণ ভোট কেন্দ্রে আসতো এবং বিএনপিকে ভোট দিতো, সেখানে আরেকটা দেশের তো কিছু করার নাই। ভোটের দিন ভোটার ও প্রিজাইডিং অফিসারের বাইরে তো বিদেশী দেশের হস্তক্ষেপের সুযোগটাই নেই। সেদিক থেকে মনে করি, এখানে ভারতের ভূমিকা হস্তক্ষেপ না। তবে যেহেতু আমাদের ১৭০০/১৮০০ কিলোমিটার বর্ডার আছে, বাংলাদেশের স্বার্থে ভারতের সার্বভৌমত্ব দুই দেশের অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সেই ক্ষেত্রে কিছু যৌথ স্বার্থগত বিষয় আছে। সেই বিষয়গুলো আপোষহীন থাকে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছয় মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : সংবিধান তো মেন্ডেট দিয়েছে পাঁচ বছর। প্রধানমন্ত্রীর চাইলে এটাকে পাঁচ বছর, দুই বছর, এক বছর যে কোনও সময় ভেঙে দিতে পারেন। এটা প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র ইচ্ছার ওপর নির্ভর। মন্ত্রীসভার মেয়াদ প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ করবেন। তিনি চাইলে পার্লামেন্ট ডিজলভ করতে পারেন, চাইলে আর্লি ইলেকশন করতে পারেন, এই সমস্ত ক্ষমতা তার আছে। এটা নির্ভর করে আমরা কতটা অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকি সামাল দিতে পারি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

শামীম হায়দার পাটোয়ারী : অবশ্যই আমি ভোট দিতে যাব।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনটি উঠে, তাহলে কারও কিছু বলার থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না : আমু

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন প্রণব চক্রবর্তী।

সাক্ষাৎকার: আমির হোসেন আমু, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, আওয়ামী লীগ

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আপনি মনে করেন? যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার প্রধান তিনটি কারণ কী?

আমির হোসেন আমু : আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বলে এসেছেন ভোটটা হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার এবং পছন্দের প্রতিফলন। জনগণের অংশগ্রহণেই আমি মনে করি আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার মূল ভিত্তি হতে পারে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো?

আমির হোসেন আমু : এটা বলা যায় না, তার কারণ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন তো বিগত সময়ে হয়েছে যা অগ্রহণযোগ্য ছিল, অগ্রহণযোগ্য ছিল না ? তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হলে গ্রহণযোগ্য হবে, না হলে হবে না এটা কোন কথা নয়। এটার কোন ভিত্তি নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

আমির হোসেন আমু : বিএনপিকে ছাড়া অংশগ্রহণমূলক হবে না কেন? কোন দল যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তার জন্য তো নির্বাচন প্রক্রিয়া থেমে থাকতে পারে না। সংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন তো হতেই হবে। সুতরাং কে আসলো কে আসলো না, সেটা ব্যাপার নয়। কোন দল যদি ফুটবল খেলতে না নামে তাহলে আরেক

দল তো ওয়াকওভার পায়। বিএনপি না এলে নির্বাচন হবে না, আমরা যদি বলতাম নির্বাচনে আসব না তাহলে কি হতো? গ্রাম্য আড়াআড়ি তো রাজনীতিতে হয় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আমির হোসেন আমু : তারা যেটা বলছে, তাদের মত করে বলছে। তারা গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে বারবারই বলে আসছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন। এবং আমি বলি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যেহেতু ২৭ টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নির্বাচনে। যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনটি উঠে, তাহলে কারও কিছু বলার আছে বা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আমির হোসেন আমু : ভারত তো বারবার বলছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের কোন বক্তব্য নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছয়মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

আমির হোসেন আমু : ভবিষ্যৎবাণী তো আমি করতে পারবো না। আমি গণক বা আল্লাহ নই ।

ভয়েস অফ আমেরিকা: ৭ তারিখে আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

আমির হোসেন আমু : আমি ঢাকার ভোটার কিন্তু নির্বাচনি এলাকা ঝালকাঠি। সুতরাং আমার ভোট দেয়া হবে কিনা সন্দেহে আছি। তবে দেয়া হচ্ছে না, কোনবারই দিতে পারি না জাতীয় নির্বাচনে। স্থানীয় নির্বাচনে দেই, দিয়েছিও।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

দল হিসেবে না আসলেও বিএনপি নানাভাবে নির্বাচনে আছে : ফরিদা ইয়াসমিন

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার : ফরিদা ইয়াসমিন, সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ভয়েস অফ আমেরিকা : স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

ফরিদা ইয়াসমিন : এ বিধান তো অনেকদিন আগে থেকেই চলছে। আমি মনে করি, যে কেউই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। সংবিধানে বলা আছে, মানসিক বিকারগ্রস্ত না হলে, বয়স ২৫ হলে যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। এখানে ভোটারদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রার্থী হওয়ার যে নিয়মটা এটা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

ফরিদা ইয়াসমিন : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে আর স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না তা ঠিক না। নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তখনই নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেই যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এটা মনে করি না। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের উপর। তারা কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তাদের নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোভাব ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। তারা স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চাইলে, পারবে। এখনো হতে পারে। নির্বাচন কমিশন চাইলে , এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি-কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

ফরিদা ইয়াসমিন : বিএনপি নির্বাচনে না আসলে এটা অংশগ্রহণমূলক হবে না তা ঠিক না। জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। জনগণ যদি নির্বাচনে ভোট দিতে যায়, জনগণ যদি তার সরকার নির্বাচন করতে চায় তাহলে তো এটা অংশগ্রহণমূলক হতে পারে। অনেক বিএনপি নেতা আছেন যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। বিএনপির একটি অংশ বের হয়ে এসে তৃণমূল বিএনপি গঠন করেছে। আত্মীয়-স্বজন প্রার্থী হয়েছে। তারা ভোট দিতে যাচ্ছে। বিএনপি দল হিসেবে

না আসলেও তারা কিন্তু নানাভাবে নির্বাচনে আসছে। তারা দল হিসেবে আসলে ভালো হতো। একেবারে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ হতো। আমি মনে করি না এটা অংশগ্রহণমূলক হবে না। জনগণ যদি ভোট দেয়। নির্বাচন কেন্দ্রে যায়। অবশ্যই সেটি অংশগ্রহণমূলক।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছয় মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

ফরিদা ইয়াসমিন : জনগণ ভোট দিয়ে তাদের সরকার নির্বাচন করে সেটা টিকে থাকবে বলেই আশা করি। আশা করি এটি তার পূর্ণ মেয়াদ টিকে থাকবে। আমি মনে করি বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে ভুল করছে। এটা তাদের অপরাজনীতি। একটা রাজনৈতিক দল বললেই সরকারের পতন হয়ে যায় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

ফরিদা ইয়াসমিন : আমি সব সময় ভোট দেই এবং আমার ভোট এ পর্যন্ত আমি নিজে দিয়েছি। আমি মনে করি প্রতিটা নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। তার সরকারকে পছন্দ করুক বা না করুক ভোটের মাধ্যমে তার রায় দেওয়া উচিত। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

গোপীবাগে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবীসহ ছয়জন গ্রেফতার

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গোপীবাগে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবীসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে নির্বাচন বর্জনের আহ্বানে বিএনপির দু'দিনের হরতালের প্রথমদিনে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা :

নির্বাচন বর্জনের আহ্বানে বিএনপির দুইদিনের হরতালকে কেন্দ্র করে শনিবার রাজধানী ঢাকায় সড়কে গণপরিবহন সংকট দেখা দিয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতাকর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছে। শনিবার সকালে বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে মহিলা দলের নেতাকর্মীরা শাহবাগ মোড় থেকে মিছিল শুরু করে বাংলামোটরে গিয়ে শেষ করেন। অন্যদিকে, নির্বাচন বর্জনে রাজধানীর মালিবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এছাড়া, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চ ও সমমনা দলগুলো মিছিল-সমাবেশ করেছে।

রাজধানীর গোপীবাগে ট্রেনে আগুন দেয়ার ঘটনায়, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবীসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। শনিবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান গোয়েন্দা প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। বিএনপির ১২ জন ভিডিও কনফারেন্সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর পরিকল্পনা করেছে বলে দাবি করেন তিনি, (স্বকণ্ঠে) : "দূর থেকে পরামর্শ-অর্থদাতা, পরামর্শ ও অর্থদাতা হিসেবে আমরা যাদের নাম পেয়েছি, তাদের মধ্যে ১ নাম্বার হচ্ছে নবী উল্লাহ নবী, যাকে আমরা গ্রেফতার করেছি। তদন্তের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত আসামি যারা, তাদেরই গ্রেফতার করবো।„

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ রোববার ; সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের

বাংলাদেশে আগামীকাল ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ সম্পর্কে এবারে শুনুন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন :

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরই মধ্যে সারাদেশে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে রাজধানীর কাকরাইল উইলস লিটলস ফ্লাওয়ার স্কুলে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সু ওয়েমেন জো-এর নেতৃত্বে কড়া নিরাপত্তায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সসহ, প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। প্রিজাইডিং অফিসাররা সেসব মালামাল গ্রহণ করেন। এসময় সুষ্ঠু ভোটের প্রত্যাশা জানিয়ে সু ওয়েমেন জো বলেন, যে কোনো সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে, (স্বকণ্ঠে) : "প্রত্যেকটা কেন্দ্রই প্রস্তুত আছে। আমাদের সকল পোলিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসার সবাই প্রস্তুত আছেন। কেন্দ্রগুলোও সবকিছু প্রস্তুত করা আছে।„

এদিকে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে সারাদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে নির্বাচনি সরঞ্জাম। খাগড়াছড়িতে ১৯৬টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে। জেলার ৩টি দুর্গম ভোটকেন্দ্রে হেলিকপ্টারযোগে নির্বাচনি সরঞ্জাম ছাড়াও, নির্বাচন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরও পাঠানো হচ্ছে। এদিকে, বান্দরবানের ১৮২টি ভোটকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনি সকল সরঞ্জাম।

এদিকে, বিএনপি ভোট বর্জনের ডাক দিয়ে প্রতিনিয়ত নির্বাচনবিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা তদন্ত করে দেখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সকালে নিজ নির্বাচনি এলাকা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক, (স্বকণ্ঠে) :"এ ঘৃন্য, নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক যাঁরা বাংলাদেশে আছেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি।„

এদিকে, তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত নাশকতা করে ভোট বানচাল করতে পারবে না। আর বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

ঢাকায় আবার চলন্ত ট্রেনে আগুন, নিহত ৪

বাংলাদেশের রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনে দুই নারী, এক শিশুসহ অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, গতকাল (শুক্রবার) রাত ৯টার দিকে চলন্ত ট্রেনটিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ৯টা ৫ মিনিটে খবর পেয়ে তাদের আটটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে শুরু করে। তারা ১০টা ২০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত পৌনে ১১টায় ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাইন উদ্দিন জানান, আগুনে চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, যশোরের বেনাপোল থেকে ট্রেনটি ঢাকায় আসছিল। সায়েদাবাদ এলাকা অতিক্রম করার সময় ওই ট্রেনে আগুন দেওয়া হয়। ট্রেনটি কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে গোপীবাগ এলাকায় থামানো হয়। আগুনে ট্রেনটির তিনটি কোচ পুড়ে গেছে। এ নিয়ে গত ২৮ অক্টোবরের পর ট্রেনে আগুন ও নাশকতার ঘটনায় মোট নয়জনের মৃত্যু হলো।

গোপীবাগে ট্রেনে আগুনের পর ঘটনাস্থলে যান ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার খন্দকার মহিদ উদ্দিন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ট্রেনে আগুনের ঘটনাটি নাশকতা, এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। যাত্রী বেশে ট্রেনে উঠে কেউ এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তাঁরা ধারণা করছেন।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০৩০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ নারগীস)

ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহত পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাশকতা কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০৩০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ নারগীস)

ট্রেনে আগুন নিঃসন্দেহে নাশকতামূলক কাজ : বিএনপি

ট্রেনে আগুন লাগিয়ে হতাহতের ঘটনা নিঃসন্দেহে নাশকতামূলক এবং মানবতার পরিপন্থী এক নিষ্ঠুর কাজ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গতকাল (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, গত ২০১৪ ও `১৫ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সেই মুহূর্তে অগ্নিসন্ত্রাসের নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মদদপুষ্ট দুষ্কৃতিকারীরা জনদৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। আজকের ঘটনাসহ সম্প্রতি সেই মনুষ্যত্বহীন প্রাণবিনাশী অগ্নিসন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। আজকে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হতাহতের ঘটনার দ্বারা সেই পুরোনো কৌশলকেই ব্যবহার করা হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে নেতাকর্মীদের আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ জনসমর্থিত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন মহল দিশেহারা হয়ে গভীর চক্রান্ত ও নাশকতার ওপর ভর করেছে। এই অমানবিক ঘটনা, পূর্বপরিকল্পিত ও দুরভিসন্ধিমূলক।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০৩০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ নারগীস)

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনের ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায় ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস (৭৯৫) ট্রেনে আগুনের ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা খান বিষয়টি জানান। তিনি জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী মো. সৌমিক শাওন কবিরকে প্রধান করে ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০৩০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ নারগীস)

এনএইচকে

জাপানের ইশিকাওয়া জেলায় ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২৬

গত সোমবারের মারাত্মক ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত জাপানের মধ্যাঞ্চলীয় কিছু অংশের লোকজনের এখনো কোনো ফুরসত মিলছে না। কর্তৃপক্ষের ভাষ্যানুযায়ী, ইশিকাওয়া জেলায় আজ শনিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১২৬ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে এবং দুইশো জনেরও বেশি লোকের হদিস এখনও অজানা রয়ে গেছে। নববর্ষের দিনে আঘাত হানা ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি জাপানের তীব্রতার পরিমাপকের সর্বোচ্চ ৭'এ পৌঁছায়। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে বেশ কয়েকটি বাড়ি

ধ্বংস হওয়ার পর আনামিজু শহরের কিছু অংশে অন্তত ১০ জন লোক আটকা পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় জীবিতদের কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমুদ্রপথে বিচ্ছিন্ন উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করছে। ১৭০ জনেরও বেশি মানুষ এখনও বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়ে আছে। কর্তৃপক্ষগুলো এই বলে সতর্ক করছে যে, সপ্তাহান্তের আবহাওয়া শুধুমাত্র এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির আরও অবনতিই ঘটাবে। জাপান সাগর উপকূল বরাবর অবস্থিত হোকুরিকু অঞ্চল এবং নিইগাতা জেলা জুড়ে আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ভূমি আলগা হয়ে যাওয়ায় এমনকি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিও আরও ভূমিধসের কারণ হতে পারে। ইশিকাওয়া জেলার আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে বর্তমানে প্রায় ৩১ হাজার লোক অবস্থান করছেন। নোতো উপদ্বীপ ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে অব্যাহতভাবে বড় মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনে চলেছে। আজ শনিবার সকালে জেলাটিতে একটি শক্তিশালী ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। কর্তৃপক্ষগুলো বাসিন্দাদের এই বলে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে যে, সম্ভবত প্রথমটির মতোই আরও বড় মাত্রার ভূমিকম্প আবারও আঘাত হানতে পারে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

নির্বাচন `প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও অংশগ্রহণমূলক নয়, বলা যাবে না : সিইসি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে `প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও অংশগ্রহণমূলক নয়` বলা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এই মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে থাকা বিএনপিসহ সমমনা আরো ১৫টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। ভোটের আগের ও ভোটের দিন হরতালও ডাকা হয়েছে। সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুনের ঘটনায় অন্তত চার জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। ভোটের আগমুহূর্তে এসব ঘটনায় উদ্বিগ্ন সিইসি। এমন পরিস্থিতিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সব উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তিকে পরাভূত করে ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান দেশবাসীকে। কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, "সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় সবার সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে, নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়। তাতে জনমতেরও শুদ্ধতর প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচনের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগত প্রশ্নে মতবিরোধের কারণে এবারের নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না" বলে স্বীকার করে নিয়েছেন কাজী হাবিবুল আউয়াল।

সিইসি বলেন, "নির্বাচনি সার্বজনীনতা প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি। তারপরও ২৮টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। সর্বমোট ১৯৭১ জন প্রার্থী ২৯৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ফলে নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও অংশগ্রহণমূলক নয় মর্মে আখ্যায়িত করা যাবে না।"

প্রায় দুই বছর আগে নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন কাজী হাবিবুল আউয়াল ও তার কমিশনের অন্য সদস্যরা। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সব রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সমাজ, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজ, সিনিয়র সাংবাদিক এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন অংশীজনের একাধিক সংলাপ করেছেন বলে জানান তিনি। সেই সংলাপও বর্জন করে বিএনপি। সিইসি বলেন, "নির্বাচনে অনাগ্রহী নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলকেও সংলাপে একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমন্ত্রণে তারা সাড়া দেননি। নির্বাচনের লক্ষ্যে আমরা প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছি।" অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য `অনুকূল` রাজনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন বলে মনে করেন সিইসি। কিন্তু নির্বাচন ইস্যুতে রাজনৈতিক মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা কাম্য নয় বলে জানান তিনি। কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, "পরিতাপের বিষয় নাশকতা ও সহিংসতা একেবারেই হচ্ছে না, তা বলা যাচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদের ক্ষতিসাধনের পাশাপাশি মানুষ আহত-নিহত হচ্ছে। নির্দোষ, নিরীহ, নিষ্পাপ শিশু, নারী, পুরুষের মর্মান্তিক ও মর্মন্তুদ মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।" এমন পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন বলে মনে করেন সিইসি। আর সেজন্য সংলাপেই আস্থা রাখতে চান তিনি। কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, "রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে। আজকে না হলেও ভবিষ্যতের জন্য। আমরা সবসময় বিশ্বাস করি আলাপ-আলোচনা ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হয়ে যে কোনো রাজনৈতিক সংকটের নিরসন সম্ভব।" ট্রেন, যানবাহনে আগুন দেয়া ও মানুষের প্রাণহানির বিষয়টিও উঠে আসে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে। তিনি বলেন, "কারা দায়ী সেটি আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে নাশকতা ও সহিংসতার কতিপয় সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।"

তিনি আরো বলেন, "তারপরও অলংঘনীয় সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে জনগণকে অনুরোধ করছি আপনারা সব উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি পরাভূত করে নির্ভয়ে আনন্দমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে এসে অবাধে মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মূল্যবান নাগরিক দায়িত্ব পালন করবেন।"

নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা সব কর্মকর্তাকেও আইন মেনে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেন, "দায়িত্ব পালনে অবহেলা, শৈথিল্য, অসততা ও ব্যত্যয় সহ্য করা হবে না।"

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "ভোটকেন্দ্রগুলোর শৃঙ্খলাসহ প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচনি কর্মকর্তাসহ সর্বসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।" ভোটের দিন সব রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনি আচরণ মেনে চলার আহ্বান জানান সিইসি। তিনি বলেন, "কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট, ভোট কারচুপি, ব্যালট ছিনতাই, অর্থের লেনদেন ও পেশিশক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রার্থিতা তাৎক্ষণিক বাতিল করা হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকার ভোটগ্রহণ সামগ্রিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।" জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব ধরনের নির্বাচনি অনিয়ম-অনাচার ঠেকানোর আহ্বান জানান কাজী হাবিবুল আউয়াল। সিইসি বলেন, "দৃশ্যমানতার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ফুটিয়ে তোলা গেলে নির্বাচনের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নে জনমনে আস্থা সৃষ্টিতে তা সহায়ক হয়।" এজন্য গণমাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেন, "তাই দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করছি।" তিনি জানান, নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রায় ২৩ হাজার দেশি এবং প্রায় ২০০ বিদেশি পর্যবেক্ষক কাজ করবেন। পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশি ও বিদেশি সংবাদকর্মীও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং সংবাদ সংগ্রহে মাঠে থাকবেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

ভোট না দিলে ভাতা বন্ধের হুমকি

রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের কেন্দ্রে উপস্থিত করাই এখন আওয়ামী লীগ, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য তারা নানা কৌশল অবলম্বন করছেন। ভোট না দিলে সরকারি ভাতার কার্ড বন্ধের কথাও বলা হচ্ছে কোনো কোনো এলাকায়। অন্যদিকে বিএনপি রোববার ভোটের দিনসহ ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করছে। তারা ভোট বর্জন ও ভোটারদেরও ভোট কেন্দ্রে না যেতে বলছে।

সাতক্ষীরা সদরের ধুলিহর ইউনিয়নের ৮ নাম্বার ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার মৃণাল মোর্শেদ। তিনি জানান, "আমরা ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা যাতে যায় তার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছি। আমাদের চেয়াম্যান মো. মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে কাজ করছি। এর মধ্যে একটি হলো সরকারের বিভিন্ন ধরনের যারা ভাতাভোগী তাদের মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছি তাদের অবশ্যই ভোটকেন্দ্রে আসতে হবে। নয়তো তাদের ভাতা বন্ধের আশঙ্কাসহ নানা সমস্যা হবে। ইউনিয়ন পরিষদের ভাতাভোগীদের তালিকা আছে। সেই তালিকা ধরে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।"

ওই ইউয়িনে মোট নয়টি ওয়ার্ড। সব ওয়ার্ডেই একইভাবে ভোটারদের কেন্দ্রে নেয়ার জন্য কাজ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।তিনি বলেন, "এভাবে আরো অনেক কৌশল অবলম্বন করেছেন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব। উঠান বৈঠক করে বুঝিয়েছেন। বলেছেন ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার। এটা দিতে হবে।„

ভাতাভোগীরা ভোট না দিতে গেলে তাদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ভাতাভোগীদের তালিকা এবং ভোটার নাম্বার তো আছে। যারা ভোট দেবেন কেন্দ্রের ভোটার লিস্টে তাদের নামের পাশে তো টিক চিহ্ন দেয়া থকবে। যারা ভোট দেবেন না তাদের নামের পাশে তো টিক চিহ্ন থাকবেনা। তিনি জানান, তার ওয়ার্ডে তিন হাজার ৫০০ ভোটার। তার মধ্যে প্রবীণ নাগরিক, বিধাব, প্রতিবন্ধী সবমিলিয়ে প্রায় ৮০০ ভাতাভোগী আছেন। শনিবার ভোটের আগেরদিন রাত ১২ পর্যন্ত ভোটাদের কেন্দ্রে নেয়ার নানা কৌশলে কাজ চলবে বলে জানান ওই ইউপি সদস্য। তবে তার কথা, " ভোটের দিন আসলে বোঝা যাবে এই কৌশল কতটা কাজ করেছে।„ তিনি আরো জানান, "আমরা ভেটারদের কেন্দ্রে নেয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করছি। এছাড়া সকারের পক্ষ থেকেও প্রতিটি ওয়ার্ডে তিনটি করে ইঞ্জিন চালিত ভ্যান দেয়া হয়েছে ভোটারদের নেয়ার জন্য।" গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনের আসলামপুর ইউনিয়নের আয়েশাবাদ গ্রামে পাঁচ-ছয়টি উঠান বৈঠক হয়। আয়োজক ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নূর আলম মাস্টার। ওই বৈঠকে উপস্থিত এক নারী শাহানারা বেগম (প্রকৃত নাম নয়) জানান, "তারা আমাদের বলেছেন আপনারা ভোট দেন বা না দেন ভোট কেন্দ্রে যাবেন এবং অনেকক্ষণ থাকবেন। আমাদের কিছু বড় ভাই আসবেন তারা ছবি তুলবেন। ছবি তোলার পর আপনারা চলে যাবেন।„ তিনি বলেন, "তারা আরো বলেছেন আমরা ভোট দিতে না গেলে এখানকার কোনো উন্নয়ন হবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য হবে না। আর পুরুষদের বলেছে আমরা(নারীরা) উঠান বৈঠকে না গেলে আপনারা যে রেশন কার্ড পান তা আর পাবেন না। সব মহিলাদের উঠান বৈঠকে পাঠিয়ে দেবেন।„ তার কথা, "উঠান বৈঠকে আমাকে বলা হয়েছে আপনার আশপাশের সবাইকে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবেন। আর কারা কারা না যায় তাদের নাম জানাবেন।„ এক নারী বলেন,

"আমি বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কোনো দলের না। ওই দিন আমরা যারা উঠান বৈঠকে গেছি তারা ভয়ে গিয়েছি। না গেলে আমাদের যদি কোনো ক্ষতি হয়।„ ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন আরেকজন নারী জানান, "আমরা গরিব মানুষ। সবাই যা বলে তা করতে হয়। যদি ভোট দিতে না যাই তাহলে আমাদের পিছনে অনেকে লাগতে পারে। তখন আমরা বিপদে পড়ব। তাই আমি ভোট দিতে যাব।„

মংলার চাঁদপাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম বলেন,"ভোটারা ভোট কেন্দ্রে যাবে না, এরকম কোনো শব্দ আমার ইউনিয়নে নেই। এখানে বিএনপির কোনো আন্দোলন নাই, কোনো হরতাল-অবরোধ নাই। ভেটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার সব ব্যবস্থা করেছি। আমরা এলাকায় ৯০ শতাংশ ভোট পড়বে।" তিনি জানান, মেম্বার ছাড়াও চৌকিদার, দফাদাররাও ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার কাজ করছেন।

ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার জন্য ঢাকায়ও কাজ করছেন আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীর। ঢাকার কলাবাগানের বসিরউদ্দিন রোড ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেনকে শনিবার দুপুরে দেখা গেল ভোটার স্লিপ তৈরি করছেন বিতরণের জন্য। তার ব্যস্ততার ফাঁকে জানতে চাই ভোটারদের সাড়া কেমন? ভোটরার কি ভোট কেন্দ্রে যাবেন? তার সাফ জবাব, "ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া বলে কোনো শব্দ নাই। ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নাই। ভোটারদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা আমাদের কথা দিয়েছেন ভোট কেন্দ্রে যাবেন। না যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই।„

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জানান, "যারা বয়স্ক ভাতা পায়, রেশন কার্ড আছে তাদের আলাদা তালিকা করেছি। ডাবল ডাবল টিম করেছি। তাদের মনিটরিং-এ রাখা হবে। ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া বলে কথা নেই। আমরা বাসা থেকে তাদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাবো। রিকশা, অটোরিকশা, ভ্যান থাকবে। চা-নাস্তার ব্যবস্থা থাকবে। তারা গিয়ে কোন মার্কায় ভোট দেবে জানি না। কিন্তু ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে।„

ভোট দিতে না গেলে যাদের কার্ড আছে তা বাতিল করা হবে কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন," বাতিলের প্রশ্ন কেন? তারা তো ভোট দিতে যাবেন। ভোটেও না হবে না, কার্ডও বাতিল হবে না।„ তিনি আরো জানান,„ আমার ইউনিটে ২০টি নারী টিম করেছি। স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২০ জন এবং আওয়ামী লীগের ২০ জন নিয়ে পুরুষদের টিম করা হয়েছে। আমাদের এই ইউনিটে সাত হাজারের মতো ভোটার আছে। সবাইকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বলা হয়েছে। তারা যান কি না তা আমরা খেয়াল রাখব।„

দেশের সব এলাকায়ই ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে যান তা নিশ্চিত করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, চকিদার , দফাদার সবাইকে এই কাজে লাগানো হচ্ছে । তারা বিভিন্ন এলাকায় এটা নিয়ে ভোটাদের ডেকে বৈঠকও করেছেন। আর আনসারসহ সরকারি কর্মকর্তাদেরও ভোট দিতে বলা হয়েছে যার যার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। আর যারা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের সকালেই ভোট কেন্দ্রে যেতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর আগে বগুড়া-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য জিয়উল হক মোল্লা নির্বাচনে ভোট দিতে না গেলে প্রকাশ্য জনসভায় সব সরকারি সুযোগসুবিধা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন। তিনি নির্বাচনি সভায় বলেন," কী কী সরকারি সুযোগ-সুবিধা? যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবা ভাতা, বয়স্ক-ভাতা এই ধরনের বিভিন্ন ভাতা আছে। সরকার এগুলোর তালিকা করবে এবং যারা ভোট দিতে যাবে না এগুলোর সুবিধা থেকে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হবে।„ পরে অবশ্য তিনি তার বক্তব্যেও জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। আর নৌকা প্রতীকে ভোট না দিলে ভোটার আইডি থেকে নাম কাটার হুমকি দেন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান দুলু নির্বাচনি সভায়। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন," ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে চাপ দেয়ার অভিযোগ ঠিকনা। এগুলো বিএনপির প্রচারণা। আমরা ভোটাদের কাছে সরকারের উন্নয়ন, বয়স্কভাতা, বিধাবভাতার কথা তুলে ধরছি। আমরা যা করেছি তা বলব না? এগুলো তুলে ধরে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে অনুরোধ করছি। ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়া তো প্রার্থীদের দায়িত্ব। তারা সেই চেষ্টা করছেন।„ তার কথায়," ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিতে কেন্দ্র কমিটিসহ নানা কমিটি করা হয়। বিএনপি নির্বাচনের আসলে তারাতো একই কাজ করত।„

এদিকে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে কূটনীতিকরা জানতে চেয়েছেন ভোটারদের ভোট দেয়ার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে কি না। জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল," আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি, এ ধরনের কোনো চাপ নেই। বরং আমরা ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করছি।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

ট্রেনে আগুন : ডিএনএ পরীক্ষার পর মরদেহ হস্তান্তর

ঢাকার গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে যাওয়া মরদেহ শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষার কথা জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় বিএনপির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। মরদেহগুলো চেনার উপায় না থাকায় ডিএনএ পরীক্ষা করার পর তারপর তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা

হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ চারজনের মরদেহ নিতে রেলওয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পাঁচ ব্যক্তি। এখন পর্যন্ত পাঁচজন তাঁদের স্বজন নিখোঁজ বলে আবেদন জানিয়েছেন। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) মাধ্যমে মরদেহগুলোর ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সরকারকে দায়ী করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, "এটা সরকারের পুরোনো খেলার অংশ।„ এই ঘটনাকে `দুরভিসন্ধিমূলক' বলে জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেন তিনি।

হরতালের সমর্থনে রাজধানীর শাহবাগ মোড় থেকে বাংলামোটর পর্যন্ত মিছিল শেষে রুহুল কবির রিজভীর গলায় অভিযোগের স্পষ্ট সুর। তার কথায়, সরকার ফের আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। আগেও অগ্নি সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছিল। ক্ষমতাসীন মহল সন্ত্রাসের ওপর নির্ভর করে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সরকার একের পর এক ষড়যন্ত্র করে দায় চাপাচ্ছে বিরোধী দলের ওপর। ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ জানিয়েছেন, এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ নবী উল্লাহ নবীসহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নবী উল্লাহ নবীকে অর্থদাতা হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান ডিবি প্রধান।

ডিবি প্রধান বলেন, "কাজী মনসুরকে গ্রেপ্তারের পর তার কাছে আমরা দুটি বিষয় জানতে পেরেছি। তার বড় ভাই, ঊর্ধ্বতন নেতা এনামুল ইসলাম খন্দকার ও রবিউল ইসলাম নয়ন, তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডে টাকা, ককটেল ও বিস্ফোরক দ্রব্য বিতরণ করেছে; নির্বাচনি ক্যাম্পগুলোতে তারা আগুন লাগাবে, ককটেল বিস্ফোরণ করবে; উদ্দেশ্য- কেউ যেন ভোটকেন্দ্রে না আসে। এই পরিকল্পনায় জড়িত পাঁচজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তাদের কাছে ৩০ হাজার টাকা ও ২০ পিস ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।„ সংবাদ সম্মেলনের পর আরো দুইজনের গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে ডিএমপি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার রাতে গোপীবাগে ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস যাত্রীবাহী ট্রেনের চারটি বগিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগুনের ঘটনা নাশকতামূলক কাজ কি না তা খতিয়ে দেখতে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। আহতদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শোকবার্তায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন, শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

যশোর জেলার বেনাপোল থেকে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে শুক্রবার রাতে রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসের অগ্নিকাণ্ডে দুই শিশুসহ চার জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হন। রাত নয়টার দিকে চলন্ত ট্রেনে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয় বলে অনুমান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, যশোরের বেনাপোল থেকে ট্রেনটি ঢাকায় আসছিল। সায়েদাবাদ এলাকা অতিক্রম করার সময় ওই ট্রেনে আগুন দেওয়া হয়। ট্রেনটি কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছার কিছুক্ষণ আগে গোপীবাগ এলাকায় থামানো হয়। আগুনে ট্রেনটির তিনটি কোচ পুড়ে গিয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ শনিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ১৫টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ট্রেনসহ ৬টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আগুন দেওয়া হয়েছে ৯টি স্থাপনায়। এর মধ্যে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি উচ্চবিদ্যালয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনা ও যানবাহনে আগুন, সংঘর্ষ

চারটি ভোটকেন্দ্রসহ অন্তত পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। আগামীকাল বাংলাদেশে সাধারণ সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। `ডামি নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে, ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে তারা। গাজীপুরের একটি ভোটকেন্দ্রে আগুন লাগার ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে সন্দেহভাজন অপরাধীদের খোঁজ করছে পুলিশ। তাদের ধারণা, নির্বাচন পণ্ড করতে মাঝরাতে স্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। গাজীপুর থানার ওসি কাজী শফিকুল আলম বলেন, "আমরা আরো কড়াভাবে নজরদারি করছি এবং উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা আটকাতে হবে।„

বিএনপি `ডামি নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে' ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে, যার আজ প্রথম দিন। রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনও এ হরতাল চলবে। ঢাকায় অক্টোবরের শেষ থেকে এখনো পর্যন্ত সহিংসতার ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় যানবাহন ও মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল বলে বাংলাদেশের দৈনিক ডেইলি স্টার জানিয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ শনিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ১৫টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ট্রেনসহ ৬টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আগুন দেওয়া হয়েছে ৯টি স্থাপনায়। এর মধ্যে রয়েছে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি উচ্চবিদ্যালয়।

সুনামগঞ্জে একটি ভোটকেন্দ্রে ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে একটি ট্রাকে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে শনিবার ভোররাতে। এ ঘটনায় ট্রাকচালক ও সহকারী দগ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়া শনিবার ভোরে শেরপুর সদর উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এটি নাশকতার ঘটনা কি না তা তদন্ত করছে পুলিশ। পটুয়াখালী শহরের একটি ভোটকেন্দ্রের এক কক্ষে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। শনিবার সকালে শহরের শেরেবাংলা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লার-১০ আসনের নাঙ্গলকোট উপজেলার তিনটি ভোটকেন্দ্র ও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটায় দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবারই দিনগত রাত দুটোয় কক্সবাজারের রামু উপজেলায় একটি বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে পুড়ে গিয়েছে মন্দিরের কাঠের সিঁড়ি। যদিও আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় নির্বাচনবিরোধী মশালমিছিল থেকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এ সময় নেতা-কর্মীদের লাঠিপেটার পাশাপাশি তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে পুলিশ। শুক্রবার রাতে গাবতলী সদরের পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয়সংলগ্ন বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

বরিশাল-৫ (মহানগর ও সদর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাহউদ্দিন রিপনের ট্রাক প্রতীকের প্রধান নির্বাচনি কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে আটটার দিকে সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের বাটনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঢাকা মহানগরের রিটার্নিং অফিসার ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার সাবিরুল ইসলাম জানান, নাশকতা রুখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও কমিশন প্রস্তুত আছে। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "প্রতি তিনটি ভোটকেন্দ্রের জন্য আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশের ছয়জন করে মোবাইল টিম থাকবে। এর বাইরে আমাদের স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকছে প্রতি সাতটি বা আটটি কেন্দ্রে। ইতোমধ্যে বিজিবি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। আমাদের প্রতিটি সংসদীয় আসনের জন্য ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৬.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

এবারের নির্বাচন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হচ্ছে না : সিইসি

এবারের নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ শনিবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কথা জানান। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা তাঁর এই ভাষণ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও টুডেতে সম্প্রচার করা হয়। তিনি বলেন নির্বাচনের সার্বজনীনতা প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি। এসময় সিইসি সব ধরনের উদ্যোগ উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি পরাভূত করে সবাইকে কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানান। ভোটকে ঘিরে নাশকতা ও সহিংসতার কতিপয় সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন সিইসি। এরপরও অলঙ্ঘনীয় সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে ভোট আয়োজনের কথা তুলে ধরেন।

(রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

আগুন সন্ত্রাস করে ভোট উৎসব ম্লান করা যাবে না : তথ্যমন্ত্রী

আগুন সন্ত্রাস করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট উৎসব ম্লান করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন যেসব নেতারা এসব ঘৃণা ও জঘন্য কাজের নির্দেশ দাতা তারাও সমান অপরাধী। যদি আমরা সরকার গঠন করতে পারি আমাদের প্রধান কিছু কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হবে আগুন সন্ত্রাসীদের মুলোৎপাটন করা। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম শহরে সাংবাদিকের সঙ্গে সমসাময়িক বিষয় মতবিনিময় কালে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। (রেডিও টুডে ২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ

বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের বিশেষ রেপোররটিয়ার ক্লেমা ন্যলোৎসোবি ভোলে। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ দমনমূলক। এতে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গতকাল তিনি তার অফিসিয়াল এক্স পোস্ট করে করে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন বন্ধ এবং পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য তার আহ্বান জানান পুনর্ব্যক্ত করেন। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার বিষয়ে রেপোটিয়ার বলেছেন রাজনৈতিক কর্মী এবং সুশীল সমাজের উপর দমন-

পীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমরা বারবার আহবান জানিয়েছি। আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে যে দমনমূলক পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে সরকারের প্রতি গণ-অনাস্থা জানানোর আহ্বান গণতন্ত্র মঞ্চের

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন আগামীকাল রোববার ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে সরকারের প্রতি গণ-অনাস্থা জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন গণতন্ত্রের মঞ্চের নেতারা। আজ শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ভোট বর্জনের এক সমাবেশে মঞ্চের নেতারা এই আহ্বান জানান। এর আগে ভোট বর্জনের দাবিতে দুপুর বারোটার দিকে গণতন্ত্রের মঞ্চ বিজয়নগর, পল্টনমোড় এবং তখন রোডে রোডে মিছিল করে।

(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

সন্ধার পর দেশের তিনটি স্থানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দিন সন্ধ্যায় দেশের পৃথক তিন স্থানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যার ঠিক পরে চট্টগ্রামে একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এছাড়া ময়মনসিংহে একটি প্রাইভেট কার ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

গতকাল গোপীবাগে ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আরো দুই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ধোঁয়ায় অসুস্থ আরো দুই নারীকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরী বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত নারী ও শিশুসহ ১০ জন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ সরকারের

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ঘিরে শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত চারদিন দেশের সব বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতালকে স্বাস্থ্যসেবা চালু রাখার পাশাপাশি যে কোন ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সরকার। শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালকদের স্বাক্ষরে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে দেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

ফরিদপুর-৩ আসনে নৌকার সমর্থকদের হামলায় আজাদের প্রধান নির্বাচনি এজেন্ট গুরুতর আহত

ফরিদপুর-৩ আসনে নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী একে আজাদের প্রধান নির্বাচনি এজেন্ট ও ফরিদপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল হক ভোলা মাস্টারসহ ৪ জন। শনিবার বিকেলে ফরিদপুর সদর উপজেলার চর মাধবদিয়ায় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এছাড়া নরসিংদী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক এমপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম মোল্লার এক সমর্থককে কুপিয়ে যখম করা হয়েছে। নৌকার সমর্থকরা তাকে কুপিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থরা। শনিবার শিবপুর উপজেলার দালালপুর ইউনিয়নে দরগার বন্দ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এদিকে মাদারীপুরের সদর ও কালকিনিতে কমপক্ষে পাঁচটি ভোটকেন্দ্রে শনিবার রাত আটটার দিকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ভোটারদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর গোপীবাগে শুক্রবার রাতে বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা

রাজধানীর গোপীবাগে শুক্রবার রাতে বেনাপোল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে প্রাণ গেছে দুই শিশুসহ চারজনের। দগ্ধ হয়েছেন আরো সাতজন। এরমধ্যে চারজনকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া তাড়াহুড়া করে নামতে গিয়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডে চারজনের লাশ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আরো অন্তত দুইজন দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। রেলওয়ে পুলিশের ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার জানান প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ট্রেনের পাওয়ার কাট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। এই ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেল মন্ত্রণালয়। তিন কর্ম দিবসের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার সিরাজউদ্দৌলা খান এই তথ্য জানিয়েছেন।

(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনের ঘটনায় হতাহতের প্রতি সমবেদনা প্রধানমন্ত্রীর

গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন তিনি। শুক্রবার রাতে এক বার্তায় এই সমবেদনা জানান সরকার প্রধান। এতে ট্রেনে আগুনের ঘটনা নাশকতা কি না তা খতিয়ে দেখার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা। পাশাপাশি নিহতদের আত্মার মাগফেরাত করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। (রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দেয়া আগুনে হতাহতের হৃদয়বিদারক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ রিজভীর

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে হতাহতের হৃদয়বিদারক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। শুক্রবার রাতে এই বিবৃতি দেওয়া হয়। অমানবিক এই ঘটনায় পূর্বপরিকল্পিত ও দুরভিসন্ধিমূলক জানিয়ে বিবৃতিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেছেন বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগিয়ে হতাহতের ঘটনা নিঃসন্দেহে নাশকতামূলক কাজ এবং মানবতার পরিপন্থি এক হিংস্র নিষ্ঠুরতা। গত ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবির আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সেই মুহূর্তে অগ্নি সন্ত্রাসের নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মদদপুষ্ট দুষ্কৃতিকারীরা জনদৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। (রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন

আগামীকাল রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। রোববার ৭ জানুয়ারি সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোটগ্রহণ চলবে। নওগাঁ-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল ইসলাম মারা যাওয়ায় ওই আসনের নির্বাচন স্থগিত করেছে ইসি। ফলে আগামীকাল ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯ আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। এদিকে আজ কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নির্বাচনি সরঞ্জাম। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাবিরুল ইসলাম জানিয়েছেন শনিবার সকাল দশটায় সারাদেশে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভোরের শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করেই রাজধানীতে সরঞ্জামসহ কেন্দ্রে উপস্থিত হন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। সকাল ৯ টার পর থেকে একে একে প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয় ব্যালট বাক্স অমোছনীয় কালি স্ট্যাম্পসহ বাকি সরঞ্জাম।

(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। সন্ধ্যা সাতটায় নির্বাচন কমিশন থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও টুডে তার ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখা জানায় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। ভাষণে সিইসি জনগণকে সংসদ নির্বাচনে ভোট দেয়া এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানাবেন। এর আগে গত ১৫ই নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ওই ভাষণে তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

গাজীপুরের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

গাজীপুরের তেলিপাড়া চান্দনা ও মৌচাক এলাকায় আলাদা তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। আগুনে কম্পিউটার বই আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। ঘটনার পর পুলিশ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে এই আগুনের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর ফায়ার সার্ভিস-এর উপ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন। অন্যদিকে শেরপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সকালের সদর উপজেলার বাজিতথিলা ইউনিয়নের মির্জাপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিএনপি'র যুগ্ম আহ্বায়ক নবীউল্লাহ নবীসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি

রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ নবীউল্লাহ নবীসহ ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। তারা সরাসরি বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত বলে দাবি করেছে ডিবি। দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া

সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোঃ হারুনুর রশিদ। তিনি বলেন ট্রেনে আগুন লাগার আগে বিএনপি'র ১০-১১জন ভিডিও কনফারেন্স করেন। সেখানে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর পরিকল্পনা করেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

ট্রেনে অগ্নিদগ্ধ দুই শিশুসহ ৮ জন শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন

রাজধানীর গোপীবাগে ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে দুই শিশুসহ ৮ জন চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের সবাই মানসিক ট্রমায় আছেন। শনিবার বার্ন ইনস্টিটিউটে ট্রেনে আগুনের ঘটনায় ভর্তি রোগীদের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্ত লাল সেন এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, তাদের সবারই অবস্থা ঝুঁকিমুক্ত না। সবারই শ্বাসনালী পুড়ে গেছে। ভর্তি রোগীদের মধ্যে একজন রোগীর সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বার্ন হয়েছে। এর আগে শুক্রবার রাতে আন্তঃনগর ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নি সংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে প্রাণ গেছে দুই শিশুসহ চারজনের। এই ঘটনায় সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেল মন্ত্রণালয়। তিন কর্মদিবসের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগার পর সারাদেশে ৩১ জোড়া ট্রেন বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগার পর সারাদেশের ৩১ জোড়া ট্রেন বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়া ২১ জোড়া লোকাল মেইল ও কমিউটার ট্রেন রয়েছে। এছাড়া পশ্চিমাঞ্চলে চলাচল করা ১০ জোড়া ট্রেনও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সকালে কমলাপুর রেলস্টেশনের ম্যানেজার মোঃ মাসুদ সারোয়ার গণমাধ্যমকে জানান, শনি ও রবিবার এই দুই দিন ট্রেনগুলো বন্ধ থাকবে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

চলছে বিএনপি-জামায়াতের পূর্ব ঘোষিত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ছাড়াও ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি জামায়াতের পূর্ব ঘোষিত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল চলছে। শনিবার ভোর ছয়টা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে ভোটের পর দিন সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত। হরতালের সমর্থনে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিল করছে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা। নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে সকালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও পিকেটিং করেছে দলটির নেতাকর্মীরা। এতে রিজভী বলেন একতরফা নির্বাচন আয়োজন করতে সরকার আবারো আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। আগেও অগ্নি সন্ত্রাসের নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে। তিনি আরো বলেন শুক্রবার বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড এবং হতাহতের ঘটনা সরকারের সেই পুরোনো খেলারই অংশ বলে জনগণ বিশ্বাস করে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

হরতাল শুরুর আগেই দেশের বিভিন্ন স্থানে গাড়িতে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে

হরতাল শুরুর আগেই গতকাল রাতে রাজধানীর ডেমরায় যাত্রীবাহী একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বত্তরা। পাশাপাশি শুক্রবার সন্ধ্যায় মগবাজারে নির্বাচন বিরোধী মশাল মিছিলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান হলের বিপরীত পাশে রাস্তায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এদিকে ভোট ও বিরোধী দলগুলোর হরতালকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহন সংকট দেখা দিয়েছে। সড়কে গাড়ি কম থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। এছাড়া শুক্রবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাকে কক্সবাজারগামী বেঙ্গল পরিবহনের একটি বাসে টাইম বোমা উদ্ধারের দাবি করেছে পুলিশ। অন্যদিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার নলকা এলাকায় সিমেন্ট বোঝাই একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার ভোররাতে উপজেলার নলকায় ট্রাকে আগুন দেয়ার এই ঘটনা ঘটে। এদিকে চাঁদপুর শহরের বাস স্ট্যান্ডে অস্থানরত আনন্দ পরিবহন নামে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে গাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা হেলপার খোকন মিয়া দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত হয়েছেন গাড়ির চালক নাসিরুদ্দিন বিপ্লবও। শনিবার ভোরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে নির্বাচন কমিশনে গেছে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়া বিএনপি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে নির্বাচন কমিশনে গেছে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শনিবার সকালে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অভিযোগ জানান। বিএনপি,র আগুন সন্ত্রাস ও চলমান নাশকতার প্রতিবাদ জানাতে প্রতিনিধি দলটি নির্বাচন কমিশনে যায় বলে জানিয়েছেন বিপ্লব বড়ুয়া।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

পাবনায় গরু চুরি করে পালানোর সময় গণপিটুনিতে ৩ জন নিহত

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় গরু চুরি করে পালানোর সময় গণপিটুনিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন স্থানীয় আরো তিনজন। আহতদের ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ভোররাতে উপজেলার দিলপাশা ইউনিয়নের বেতুয়ান গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায় পাবনার চাটমোহর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের গোলাপ হোসেনের বাড়ি থেকে দুটি গরু চুরি করে নৌকা যোগে গুমানী নদী পথে পালিয়ে যাচ্ছিলেন চোরের দল। এ সময় স্থানীয় লোকজন সংঘবদ্ধ হয়ে চোর চক্রের সদস্যদের ধাওয়া দেয়। পরে ভাঙ্গুড়ার বেতুয়ান ঘাটে চোর সদস্যদের তিনজনকে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হয়।

(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনে সহিংসতা চলমান থাকলে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব পড়তে পারে : সিইসি

আর কয়েক ঘণ্টা পরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভোটের আগে মিট দা প্রেস অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি। সিইসি বলেন, ভোটাররা সহিংসতার বিষয়ে অবগত রয়েছে। এটি চলতে থাকলে ভোটারদের মধ্যেও প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিবেন প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল রোববার সকালে ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো হয় সরকার প্রধান রোববার সকাল আটটায় ভোট দেবেন। ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১০ আসনে পড়েছে ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্র। এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের লড়ছেন ঢালিউড অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ।

(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত অন্তত ১৫টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে : ফায়ার সার্ভিস

সারাদেশে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আজ শনিবার সকাল ১০ টা পর্যন্ত ১৫ টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ট্রেনসহ ছয়টি যানবাহনে আগুন দেয়া হয়েছে। এছাড়া আগুন দেয়া হয়েছে নয়টি স্থাপনায়। এরমধ্যে সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর আজ দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এইসব তথ্য জানিয়েছে। ফায়ার সার্ভিস বলছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে এসব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সন্ধ্যে সোয়া ছয়টার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পঞ্চবটি মোড়ে এক পিকআপ ভ্যানে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আর রাজধানীর গোপীবাগে গতকাল রাত ন'টা পাঁচ মিনিটে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দেয়া হয়। ভয়াবহ এই আগুনে পড়ে মারা গেছেন ৪জন।

(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

নাশকতার মামলায় বিএনপি নেতা নবীউল্লাহ নবী তিন দিনের রিমান্ডে

যাত্রাবাড়ী থানায় করা নাশকতার মামলায় বিএনপি নেতা নবীউল্লাহ নবীকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। তারা সরাসরি বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ছিল বলে দাবি করেছে ডিবি পুলিশ।

(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি-জামায়াতের গুজবে কান না দিয়ে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে আসুন : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি ভোট বর্জনে ডাক দিয়েছে এবং তারা প্রতিনিয়ত নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন বিরোধী অপপ্রচার করে যাচ্ছে। তিনি বলেন বিএনপির নির্বাচন বর্জনের আহবানের সাথে চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন সম্পৃক্ততা আছে কি না তা তদন্ত করে দেখতে হবে। ওবায়দুল কাদের আজ শনিবার নিজ নির্বাচনি এলাকায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি বিএনপি-জামায়াতের গুজব ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণকে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানান। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ.০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিপ্লব বড়ুয়া

বিএনপি-জামায়াতের নির্বাচন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে জন্য নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। শনিবার রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে ইসি সচিব মোঃ জাহাংগীর আলমের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে এ কথা বলেন তিনি। ভয়-ভীতি কিংবা কোন ধরনের নাশকতা সৃষ্টি করে মানুষকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি রাতে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এ বি এম সরওয়ার-ই-আলম সরকার এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাশকতা কি না, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিহতদের আত্মার মাগফিরাত করেছেন এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তবে কয়জন আহত হয়েছেন তা জানা যায়নি। শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি রাত ১১টার পর এক ব্রিফিংয়ে ফায়ার সার্ভিস অধিদফতরের পরিচালক, অপারেশনস এ্যান্ড মেইনটেনেন্স লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম এ তথ্য জানান। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বেনাপোল এক্সপ্রেসে হতাহতের ঘটনায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের গভীর শোক প্রকাশ

শুক্রবার ঢাকাগামী যাত্রীবাহী ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেস-এ অগ্নিদগ্ধ হয়ে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এই শোক প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তিনি নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন ওবায়দুল কাদের। বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ ঘটনা নাশকতামূলক, আগুন-সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী তৎপরতার অংশ কি না, তা দ্রুত তদন্ত করে উদঘাটন এবং নির্মম হত্যাকাণ্ডে কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

আওয়ামী লীগ সভাপতি ঢাকায় ও সাধারণ সম্পাদক নোয়াখালীতে ভোট দেবেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সপরিবারে ঢাকায় ভোট দেবেন। সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ভোট দেবেন নোয়াখালীর বসুরহাটে। দলীয় সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা, শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় রোববার, ৭ জানুয়ারি সকাল ৮টার পর পরই ঢাকা সিটি কলেজ ভোট কেন্দ্রে ভোট দেবেন। দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের নিজ এলাকা বসুরহাট পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বড় রাজাপুরে উদয়ন প্রি-ক্যাডেট একাডেমিতে ভোট দেবেন। এছাড়া দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা নিজ নিজ এলাকায় ভোট কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি অংশ নিলে নির্বাচন আরো গ্রহণযোগ্য হতো : সিইসি

বিএনপি অংশ নিলে আরো গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতো বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। আজ শনিবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলে এটি আরো গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক হতো। তারা ভোটারদের ভোট দান থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আমরা বলবো, তাদের ভোট দিতে আসা উচিত। এটি তাদের পবিত্র রাজনৈতিক কর্তব্য যে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা।' কত শতাংশ ভোট পড়লে নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্ট হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'এটি বলা কঠিন। কত ভোট পড়লে আমি খুশি হবো, এ বিষয়ে এখন কথা বলা কঠিন। তবে দুই শতাংশ ভোট পড়লেই নির্বাচন হয়ে যাবে। কত শতাংশ পড়লে একটা নির্বাচন গ্রহণযাগ্য হবে, সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।' এসময় নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আহসান হাবিব খান, বেগম রাশেদা সুলতানা, মো. আলমগীর, আনিছুর রহমান, ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন। সিইসি আরো বলেন, 'যে কোনো অগ্নিকাণ্ড গুরুতর অপরাধ। রাজনীতিতে মতভেদ থাকলে সংলাপ ও

আলাপের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। তবে সেটি নির্বাচন কমিশনের কাজ না। আগুন ও হতাহতের ঘটনায় আমরা বেদনাহত। এ ধরনের ঘটনা ঘটানো উচিত না। এটি কোনো রাজনৈতিক দল করলে তা অমার্জনীয় অপরাধ।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোটদানে বাধা দিলে কঠোরভাবে দমনের হুঁশিয়ারি র‍্যাব ডিজির

ভোট দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোট দানে ভোটারদের বাধা দেওয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বেআইনি। এ বেআইনি কাজ যারা করবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন র‍্যাব মহাপরিচালক, অতিরিক্ত আইজিপি এম খুরশীদ হোসেন। তিনি বলেছেন, '৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, আমাদের একটা চমৎকার কোর্ডিনেশন রয়েছে। আমরা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবো।' আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীতে বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং নির্বাচন কেন্দ্রে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। র‍্যাব মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন বলেন, 'এ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এরই মধ্যে আমরা সেটা সম্পন্ন করেছি। আমি বেশ কয়েকটি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। দেখে মনে হয়েছে সব ঠিক আছে, সুন্দর পরিবেশ।' তিনি আরো বলেন, ভোট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। প্রতি ৫ বছর পর একবার মানুষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়। ৭ জানুয়ারি সব শ্রেণি-পেশার মানুষ নির্বিঘ্নে যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য আমরা প্রস্তুত। এরই মধ্যে আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা রয়েছে, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে সবার সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

নাশকতা করে নির্বাচনকে ঠেকানো যাবে না : ওয়ার্কার্স পার্টি

নাশকতা করে নির্বাচনকে ঠেকানো যাবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি। আজ শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে দলটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা একথা বলেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার রাতে গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন লাগানোর ঘটনা গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন রাশেদ খান মেনন এবং সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা। তাঁরা বলেন, দুর্বৃত্তরা আগুনে মানুষ পুড়িয়ে নির্বাচন বানচালের জঘন্য চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। রাশেদ খান মেনন বলেন, 'নাশকতা করে নির্বাচনকে ঠেকানো যাবে না। ২০১৪ সালে এর চেয়েও বেশি নাশকতা ও জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি বিএনপি-জামায়াত। এবারো পারবে না।' তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াতের উচিত গ্রাম-গঞ্জে এসে দেখে যাওয়া নির্বাচন কতখানি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।' দেশবাসীকে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মেনন আরো বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত ভোট বর্জন বা অসহযোগের কথা বলছেন, তাদের নাশকতার চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

আরেকটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে : সমমনা জোট

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের প্রধান সমন্বয়ক ও এনপিপি চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেছেন, `সরকার ২০১৪ এবং ,১৮ সালের মতো দেশে আরেকটি কলঙ্কিত ইতিহাসের অধ্যায় রচিত করতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ এর আগে বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্র হত্যা করে ইতিহাসের পাতায় গণতন্ত্র হত্যাকারী হিসেবে নাম লিখিয়েছে। এরা ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত করতে পারদর্শী।, আজ শনিবার দুপুরে নির্বাচন বর্জনের দাবিতে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর ডাকা ৪৮ ঘণ্টা হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি পল্টন, বিজয়নগর ঘুরে পুরানা পল্টন মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। ফরহাদ বলেন, `আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই জনগণের অধিকার, বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেয়। যার কারণে তারা আর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারে না। তাই তারা ভোট চুরির পথ বেছে নেয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিঃশেষ করার জন্য দমন-পীড়ন চালায়। এর জন্য ভোটের মাধ্যমে নয়, গণবিদ্রোহে সব সময় তাদের পতন হয়। এবারো তাই হবে ইনশাআল্লাহ।,
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি আবারো প্রমাণ করলো তারা সন্ত্রাসী সংগঠন : সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'কানাডার ফেডারেল রায় অনুযায়ী বিএনপি আবারো প্রমাণ করলো তারা একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। তাদের নির্বাচন বর্জনের আহ্বানের সঙ্গে চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি না তা তদন্ত করে দেখতে হবে।' আজ শনিবার সকালে নিজ

নির্বাচনি এলাকায় ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, `আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও তাদের দোসররা নাশকতা, অগ্নিসংযোগসহ ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করেছে। তবে বিএনপি-জামায়াতের এসব গুজব ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।, তিনি আরো বলেন, `শুক্রবার তারা ঢাকার গোপীবাগে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করে দুই শিশুসহ চারজনকে হত্যা করেছে। কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। এ ঘৃণ্য, নৃশংস সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। বিএনপি-জামায়াত অপশক্তি দেশকে ধ্বংস করতে চায়। এরা ,৭১ এর পরাজিত শক্তি, ,৭৫ এর ঘাতক দল। এদের বিশ্বাস করা যায় না। এরা মানুষকে পুড়িয়ে রাজনীতি করতে চায়।, ওবায়দুল কাদের বলেন, `বিএনপি ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন বিরোধী অপপ্রচার করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কোনো অপশক্তির কাছে কখনো মাথা নত করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।, (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোটারদের কেন্দ্রে গিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার আহ্বান সিইসির

ভোটারদের কেন্দ্রে গিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। একই সঙ্গে তিনি প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'শক্ত ও অনুগত পোলিং এজেন্ট না থাকলে সম্ভাব্য ভোট কারচুপি প্রতিরোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে।' আজ শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে সিইসি এসব কথা বলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'নির্বাচন বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট সবাইকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভোট কেন্দ্রসমূহের পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলাসহ, প্রার্থী, ভোটার ও নির্বাচনি কর্মকর্তাসহ সর্বসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট, ভোট কারচুপি, ব্যালট ছিনতাই, অর্থের লেনদেন ও পেশী শক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।' এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, 'এ ধরনের কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা তাৎক্ষণিক বাতিল করা হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকার ভোটগ্রহণ সামগ্রিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।' ভোট শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর করতে জনগণকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকারের নির্বাচনি অনিয়ম-অনাচার প্রতিহত করার উদাত্ত আহ্বান জানান সিইসি। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি-জামায়াত অগ্নি সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আবারো ট্রেনে আগুন সন্ত্রাস করছে : নাছিম

বিএনপি-জামায়াত অগ্নি সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আবারো ট্রেনে আগুন সন্ত্রাস করছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। আজ শনিবার দুপুরে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি করেন। বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, `নির্বাচন দেশের সংবিধান অনুযায়ী হবে। আগুন সন্ত্রাস মানুষকে সাময়িক বাধা দিলেও তারা ভোটাধিকার নিয়ে সচেতন বলেই ভোট কেন্দ্রে যাবেন। যারা দেশের নাশকতার রাজনীতি করে সেই বিএনপি-জামায়াত অগ্নি সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আবারো ট্রেনে আগুন সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করছে। এতেও থেমে না থেকে তারা মিথ্যাচার করছে।' তারা উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। নাছিম বলেন, 'জনগণের সঙ্গে বিএনপির সম্পৃক্ততা নেই। তাই তাদের জন্য করুণ পরিনতি অপেক্ষা করছে।, (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

কক্সবাজারে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে `ইন এইড টু দ্যা সিভিল পাওয়ার, এর আওতায় অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য কক্সবাজারে মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি মোতায়েন করা সেনা সদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি কর্তব্যরত সেনা সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন। এ সময় জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ১০ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার কক্সবাজার ছাড়াও সেনাসদরের উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে `ইন এইড টু দ্যা সিভিল পাওয়ার, এর আওতায় গত ০৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ থেকে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

ট্রেনে আগুনের অর্থ ও ইন্ধনদাতা বিএনপি নেতা নবী

রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগের মূল পরিকল্পনাকারী, অর্থ ও ইন্ধনদাতা হিসেবে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ নবী উল্লাহ নবীকে চিহ্নিত করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। আজ শনিবার আসামি নবীকে আদালতে হাজির করে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করে ডিবি। অন্যদিকে নবীর আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা আসামির জামিন আবেদন না'মঞ্জুর করে তিনদিনের রিমান্ডে পাঠান। বিএনপি ও সমমনাদের ডাকা

৪৮ ঘণ্টার হরতাল শুরুর আগের রাতে শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি দিনগত রাত ৯টার দিকে রাজধানীর গোপীবাগে যশোরের বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে চলন্ত অবস্থায় আগুন দেওয়া হয়। আগুনে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের কারো কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন দেয়ার ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা

রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। মামলায় অজ্ঞাত হিসেবে আসামিদের উল্লেখ করা হয়েছে। রেলওয়ে থানায় মামলাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যায় বাদী হয়ে মামলাটি করেন বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিচালক, গার্ড এস এম নুরুল ইসলাম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, 'মামলায় ট্রেনে নাশকতা চালিয়ে যাত্রী হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। ট্রেনের পরিচালক, গার্ড এস এম নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ও দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা করেন।' রেলওয়ে পুলিশের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন উইং হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে কাজ করছে বলেও জানান পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৬.০১.২০২৪ প্রতীক

BBC

ARSON ATTACKS REPORTED IN BANGLADESH DAY BEFORE POLL

There are reports of a spate of arson attacks in Bangladesh, a day before the country goes to the polls. A Buddhist temple has been torched, and goods trucks attacked on a national highway, after a commuter train was allegedly set on fire on Friday. The fire service says there has been at least fourteen arson incidents in a matter of hours, local media report. Most opposition parties are boycotting the election, in which PM Sheikh Hasina is set to win a fourth straight term. Police says a prominent opposition politician, Nabiullah Nabi of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and six other party activists have been arrested on suspicion of involvement in Friday's blaze on a commuter train in central Dhaka, in which at least four passengers were killed. Samantha Lal Sen, a senior official at the Dhaka hospital treating victims of the blaze, says eight people have also been critically injured.
(BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

SUPREME COURT TO RULE IF TRUMP CAN RUN FOR PRESIDENT

The US Supreme Court has said it will hear a historic case to determine if Donald Trump can run for president. The justices agreed to take up Mr Trump's appeal against a decision by Colorado to remove him from the 2024 ballot in that state. The case will be heard in February and the ruling will apply nationwide. Lawsuits in a number of states are seeking to disqualify Mr Trump, arguing that he engaged in insurrection during the US Capitol riot three years ago. The legal challenges hinge on whether a Civil War-era constitutional amendment renders Mr Trump ineligible to stand as a candidate. (BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

BIDEN SLAMS TRUMP FOR CAPITOL RIOT IN MAJOR SPEECH

In his first campaign speech of 2024, President Joe Biden cast his likely election opponent, Donald Trump, as a fundamental threat to American democracy. "Whether democracy is still America's sacred cause is the most urgent question of our time," Mr Biden said. "It's what the 2024 election is all about," he added. Mr Trump labelled the speech "pathetic fear mongering" and called Mr Biden the threat to democracy.
(BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

GREECE REOPENS ALEXANDER THE GREAT PALACE SITE

The site of one of the most important monuments in classical antiquity - the palace where Alexander the Great was crowned king - has reopened after a 16-year restoration. The Palace of Aigai, near Greece's northern port city of Thessaloniki, was built more than 2,300 years ago. It was later destroyed by the Romans and unearthed through excavations beginning in the 19th Century. Its renovation cost more than €20m, with help from the EU. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, who attended a ceremony for the site's reopening on Friday, described it as a monument of global importance.
(BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

RUSSIANS MOVE PEOPLE FROM CITY HIT BY UKRAINE

Russia has started moving some residents from the city of Belgorod following deadly attacks by Ukraine. On Friday, governor Vyacheslav Gladkov said several families had left the city - which is close to Ukraine's border. Last weekend, 25 people were killed and more than 100

injured in one of the deadliest attacks on Russia since it invaded Ukraine in February 2022. The attack followed a recent huge wave of Russian strikes on Ukraine, which killed dozens and injured over 160. Those strikes were described by Kyiv as Russia's biggest missile bombardment of the war so far. (BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

SUNAK HAD DOUBTS OVER RWANDA PLAN, PAPERS SUGGEST

Rishi Sunak had significant doubts about sending migrants to Rwanda when he was chancellor, papers seen by the BBC suggest. They suggest he wanted to scale back No 10's original plans. They also indicate Mr Sunak was not sure they would stop Channel crossings. They also suggest he was reluctant to fund reception centres to accommodate migrants instead of using hotels or private housing because hotels are cheaper. As prime minister, under pressure from his party, Mr Sunak has made the Rwanda plan one of his top priorities. (BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

INDIA'S SUN MISSION REACHES FINAL DESTINATION

India's first solar observation mission has reached its final destination. On Saturday, Aditya-L1 reached the spot in space from where it will be able to continuously watch the Sun. The spacecraft has been travelling towards the Sun for four months since lift-off on 2 September. Space agency Isro launched it just days after India made history by becoming the first to land near the Moon's south pole. India's Prime Minister Narendra Modi said the mission was a landmark and an extraordinary feat. India's first space-based mission to study the solar system's biggest object is named after Surya - the Hindu god of the Sun, who is also known as Aditya. (BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

HEZBOLLAH FIRES ROCKETS AT ISRAEL IN REPLY TO KILLING HAMAS LEADER

Lebanese armed group Hezbollah has said it targeted a vital Israeli military post with a barrage of 62 rockets as a preliminary response to the killing of a Hamas leader in Beirut this week. As part of the initial response to the crime of assassinating the great leader Sheikh Saleh al-Arouri... the Islamic resistance (Hezbollah) targeted the Meron air control base with 62 various types of missiles, the Iran-aligned group said in a statement on Saturday of the strikes in northern Israel. Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah on Friday said all of Lebanon would be exposed if it did not react to the killing of Hamas deputy chief al-Arouri and warned it would certainly not go without reaction and punishment.
(BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

JAPAN EARTHQUAKE DEATH TOLL CROSSES 100

The death toll from Japan's New Year's Day earthquake has now exceeded 100, as rescuers and residents have been sifting through the rubble to recover bodies. Hopes have dimmed to find survivors following the country's deadliest earthquake in nearly eight years. But the authorities said on Saturday that more than 200 people are still missing. The magnitude 7.6 earthquake that struck Japan's west coast destroyed infrastructure, leaving 23,000 homes without power in the Hokuriku region. Sixteen further deaths were confirmed in Wajima city and Anamizu town by 1pm on Saturday, bringing the total to 110, the Kyodo news agency reported, quoting the Ishikawa prefecture government and other sources.
(BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

MINISTERS BARRED FROM CONGO POLL FOR FRAUD, VIOLENCE

Three ministers and four governors have been disqualified from last month's election in the Democratic Republic of Congo, because of fraud and violence. They are among 82 candidates excluded from the legislative, provincial and local elections by the electoral body. But its announcement did not address the presidential election that saw President Felix Tshisekedi re-elected by a landslide. The opposition has called the entire election a "sham" and demanded a rerun. However, only one of the 19 opposition candidates has gone to court. The main ones say they have no faith in the courts and have instead called for protests without saying when. (BBC Web Page: 06/01/24, FARUK)

:: The End ::